পারিবারিক সহিংসতা

দেওয়ানি আইন অনুসারে প্রতিকার এবং
ফৌজদারি আইন অনুসারে শাস্তিবিধান
সম্পর্কে নির্দে
শিকা

February 2003 (reprinted March 2007)

Domestic Violence
A guide to civil remedies and
criminal sanctions

Bengali

বিষয়সূচি

প্রাক্‌কথা **1**

ভূমিকা **2**

অংশ 1 - দেওয়ানি আইন অনুসারে প্রতিকারসমূহ **4**

প্রোটেক্‌শন ফ্রম হ্যারাস্‌মেন্ট অ্যাক্ট 1997 (দেওয়ানি) **15**

সিভিল পার্টনারশিপ্‌ অ্যাক্ট 2004 **17**

ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, ক্রাইম অ্যান্ড ভিক্টিমস্‌ অ্যাক্ট 2004

অংশ 2 - শিশুরা **18**

চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 **18**

দ্য অ্যাডপ্‌শন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাক্ট 2002 **18**

চিলড্রেন অ্যাক্ট 2004 **18**

চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডপ্‌শন অ্যাক্ট 2006 **19**

অংশ 3 - ফৌজদারি আইন অনুসারে দণ্ডসমূহ **20**

প্রোটেক্‌শন ফ্রম হ্যারাস্‌মেন্ট অ্যাক্ট 1997 (ফৌজদারি) **29**

ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, ক্রাইম অ্যান্ড ভিক্টিমস্‌ অ্যাক্ট 2004 **29**

অংশ 4 - অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদি **31**

হাউজিং অ্যাক্ট 1996 **31**

স্যাংচুয়ারী স্কীমস্‌ বা আশ্রয়প্রদান কর্মসূচিসমূহ **31**

অভিবাসন-সংক্রান্ত পরিস্থিতি এবং সরকারী তহ্‌বিল **31**

পুলিশ রীফর্ম অ্যাক্ট 2002 – পারিবারিক সহিংসতা ও স্বাস্থ্য **32**

এডুকেশন অ্যাক্ট 2002 **32**

পরিশিষ্ট A

একজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কে? **33**

পরিশিষ্ট B

যে'সব সাক্ষী অসহায় বা দুর্বল অথবা যাদের হুমকি দেওয়া হয়েছে
তাদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ **36**

পরিশিষ্ট C

বিভিন্ন সংজ্ঞা ও বাক্‌ভঙ্গীর তালিকা **37**

পরিশিষ্ট D

উল্লিখিত বিভিন্ন সূত্র এবং আরো বিস্তারিত পাঠের বিবরণ **43**

প্রাক্‌কথা

2003 সালে প্রথম প্রকাশিত নির্দেশিকার এই পরিমার্জিত সংস্করণ HMCS আনন্দের সঙ্গে প্রকাশ করছে। ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, ক্রাইম অ্যান্ড ভিক্টিমস্ অ্যাক্ট 2004 দ্বারা, অন্যান্য বিষয়সহ, যে'সব পরিবর্তন সাধিত হয়েছে সেগুলি নতুন নির্দেশিকায় প্রতিফলিত হয়েছে।

এ'ছাড়া আমরা *'You Don't Have to Live in Fear' ('আপনাকে ভীতসন্ত্রস্ত জীবনযাপন করতে হবে না')* নামে একটা ডিভিডি প্রকাশ করেছি। এই ছবির লক্ষ্য হলো, যারা পারিবারিক আদালতগুলিতে দেওয়ানি আইন অনুসারে স্থগিতাদেশের জন্য আবেদন করছে তাদের বিভিন্ন ধরনের সাক্ষাৎকার ও পুনরাভিনয়ের মাধ্যমে নিজেদের পরিস্থিতি বুঝতে সাহায্য করা। এর আরেকটা লক্ষ্য হলো, পারিবারিক সহিংসতার প্রভাব ব্যক্তিবিশেষের এবং তাদের পরিবারের এবং সামাজিক জীবনযাপনের উপরে কতটা ব্যাপক হতে পারে তার প্রমাণ সেবা সরবরাহকারীদের সরবরাহ করা।

আমরা আশা করছি যে উল্লিখিত এইসব সূত্র এই ক্ষেত্রে সেবা সরবরাহের এবং প্রশিক্ষণের সঙ্গে জড়িত যে কোন লোকের কাজে লেগে চলবে।

পারিবারিক সহিংসতা সমাজের সমস্ত শ্রেণীর গোটা পরিবারগুলির উপরে প্রভাব ফেলে ও তাদের ক্ষতি করে। এটার প্রভাব কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট পরিবারের জন্যই নয়, সেটা সাধারণভাবে গোটা সমাজের জন্যও সুদূরপ্রসারিত। আমাদের সবাইকে এর খরচ বহন ও ফালাফল ভোগ করতে হয় - কেবলমাত্র সরকারী তহ্‌বিলের মাধ্যমেই নয়, বরং, আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে, এর ভুক্তভোগীদের জন্য সামাজিক ফলাফল, বিশেষ করে' সন্তানদের ক্ষেত্রে। একবিংশ শতকে এটা চিন্তা করলে শিউরে উঠতে হয় যে প্রতি সপ্তাহে দু'জন নারীর পরিবারিক সহিংসতার ফলে মৃত্যু হয়, এবং সমস্ত সহিংস অপরাধের মধ্যে 17 শতাংশ হচ্ছে পারিবারিক সহিংসতা।

সমাজ হিসাবে এই ধরনের আচরণ আমাদের আর সহ্য করতে প্রস্তুত থাকা উচিত নয় এবং ভুক্তভোগী ও অপরাধী উভয়েরই কাছে আমরা এই স্পষ্ট বার্তা পৌঁছে দেওয়া অব্যাহত রাখতে চাই যে পারিবারিক সহিংসতার ঘটনাগুলিকে খুবই গুরুত্ব দেওয়া হয়। তবে আমাদের আরো বেশী করতে হবে - এবং আমরা তা করবোও। আমাদের লোকজনের মধ্যে সচেতনতা বাড়াতে হবে; ভুক্তভোগীদের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা পাওয়ায় সাহায্য করতে হবে; পেশাজীবিরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও সহানুভতিশীল হবে এমনটা প্রত্যাশা করা হবে; এবং আদালতের ব্যবস্থা যাতে ভুক্তভোগীদের সাহায্য ও সহায়তা করে তা নিশ্চিত করতে হবে। এইসব উদ্দেশ্য পূরণের লক্ষ্যে সরকারের সমস্ত ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্মসূচি গ্রহণ ও কার্যকর করা হচ্ছে। সমাজব্যস্থা পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের প্রতি যে ধরনের আচরণ করে তার ব্যাপারে আমাদের বিশেষ দায়িত্ব আছে। পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগী লোকজন যেন দ্রুত ও কার্যকর সুরক্ষা লাভ করতে পারে এবং সহিংস আচরণের জন্য দায়ী ব্যক্তিদের বিচারে উপস্থিত করা যায় তা আমরা নিশ্চিত করতে চাই।

মার্চ 2007

ভূমিকা

পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগী লোকজন আদালতের মাধ্যমে যে'সব দেওয়ানি প্রতিকার এবং ফৌজদারি দণ্ডবিধানের সুযোগ পেতে পারে সেগুলি এই নির্দেশিকায় বর্ণনা করা হয়েছে এবং বর্তমানে প্রচলিত ভায়োলেন্স, ক্রাইম অ্যান্ড ভিক্টিমস্ অ্যাক্ট 2004 এবং 1 জুলাই 2007 তারিখ থেকে যেগুলি প্রয়োগযোগ্য হবে সেগুলি এর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বৈধ এবং স্বেচ্ছামূলক ক্ষেত্রের যে'সব সেবা সরবরাহকারী পারিবারিক সহিংসতার প্রভাবের মোকাবেলার কাজ করে এটা তাদের জন্য রচিত। এর সঙ্গের ডিভিডি *'You Don't Have to Live in Fear' ('আপনাকে ভীতসন্ত্রস্ত জীবনযাপন করতে হবে না')* পারিবারিক আদালত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদনকারীদের সহায়তাদানকারীদের সাহায্য করবে। নির্দেশ ও প্রচারপত্র সম্পর্কে আরো বিস্তরিত বিবরণ পরিশিষ্ট D-তে দেওয়া আছে।

পারিবারিক সহিংসতার সংজ্ঞা আমরা কিভাবে দিয়ে থাকি?

অ্যাসোসিয়েশন অভ্ চীফ পুলিশ অফিসারস্ যে সংজ্ঞা ব্যবহার করে সেটাই ইন্টার-মিনিস্টেরিয়াল গ্রুপ অন ডমেস্টিক ভায়োলেন্স মেনে নিয়েছে, এবং সেটা হলো :

'যে প্রাপ্তবয়স্ক লোকজন একে অন্যের ঘনিষ্ঠ পার্টনার বা জীবনসাথী কিংবা এক সময়ে তা ছিল অথবা একই পরিবারের সদস্য[1] তাদের মধ্যে, লিঙ্গ বা যৌন প্রবণতা নির্বিশেষে, যে কোন রকম ভীতি প্রদর্শনকারী আচরণ, সহিংসতা অথবা নির্যাতনের (মনস্তাত্বিক, শারীরিক, যৌন, আর্থিক বা মানসিক) ঘটনা।'

পারিবারিক নির্যাতন প্রকৃত পারিবারিক সহিংসতার বাইরেও হতে পারে। মানসিক নির্যাতন, বিষয়সম্পত্তি ভাঙ্চুর, বন্ধুবান্ধব, পরিবার ও সহায়তালাভের অন্যান্য সম্ভাব্য সূত্রের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে' রাখা, টাকাপয়সা, ব্যক্তিগত জিনিষপত্র, খাদ্য, যানবাহন ও টেলিফোন ব্যবহারের সুযোগ খর্ব করা, এবং গোপনে পিছু নেওয়া এই সব কিছুই এর আওতায় থাকতে পারে। ছোট বাচ্চারা অনেক সময়েই সহিংসতার সাক্ষী হয় এবং নারীদের নির্যাতন ও শিশুদের নির্যাতনের (শারীরিক ও যৌন) মধ্যে কোন সীমারেখা প্রায়ই থাকে না। পারিবারিক সহিংসতার পরিবেশের মধ্যে বাস করার যে ব্যাপক প্রতিকূল প্রভাব শিশুদের উপরে পড়ে তাকে অবশ্যই শিশু সুরক্ষার অন্তর্গত একটি বিষয় হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। শিক্ষাগত সাফল্য অর্জনের সুযোগের অভাব, সামাজিক বিচ্ছিন্নতা এবং শিশুদের মধ্যে অপরাধ প্রবণতা, মাদক পদার্থের অপব্যবহার, নানা ধরনের মানসিক স্বাস্থ্যঘটিত সমস্যা এবং বাড়ি ছেড়ে পালানোর দরুণ গৃহহীনতার সঙ্গে এগুলির সম্পর্ক আছে। এটা স্বীকার করা হয় যে নিকট ও বৃহত্তর পরিবারের সদস্যদের নানা ধরনের বেআইনী কার্যকলাপ, যেমন জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়া, তথাকথিত 'বংশমর্যাদার খাতিরে অপরাধমূলক কাজ' করা, বালিকাদের যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো 'ক্ষতিকর চিরাচরিত প্রথা' ইত্যাদির মধ্যেও পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতন প্রতিফলিত হয়ে থাকে। বৃহত্তর পরিবারের সদস্যরা এই জাতীয় নির্যতনের ঘটনাকে সমর্থন করতে, এমনকি তাতে অংশ নিতেও পারে।

ব্রিটিশ ক্রাইম সার্ভে (British Crime Survey)[2] দ্বারা সংগৃহীত তথ্যে দেখা যায় যে পারিবারিক সহিংসতার বেশীর ভাগ ঘটনারই ভুক্তভোগী নারীরা এবং তাদের জন্য দায়ী পুরুষরাই। এই নির্দেশিকায় আবেদনকারীদের, ভুক্তভোগীদের, উত্তরদাতাদের, সন্দেহভাজনদের, সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের এবং/অথবা নির্যাতনকারীদের লিঙ্গ-নিরপেক্ষ ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। তবে, আমরা স্বীকার করছি যে পুরুষরা এবং এই লিঙ্গের পার্টনাররা সমানভাবেই পারিবারিক সহিংসতার শিকার হতে পারে। এখানে দেওয়া তথ্য যে কোন ধরনের যৌন প্রবণতাসম্পন্ন এবং সমস্ত সংস্কৃতির অন্তর্গত উভয় লিঙ্গের প্রতিই প্রযোজ্য। যেখানেই সম্ভব, আমরা বিশেষজ্ঞ পরিষেবাগুলির সাহায্য নেওয়ার প্রয়োজনের উপরে জোর দিয়েছি এবং তাদের কয়েকটাকে পরিশিষ্ট D-তে দেওয়া সূত্রের তালিকার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

---

[1] *পরিবারের সদস্যরা* হলো মা, বাবা, পুত্র, কন্যা, ভাই বোন এবং দাদা-দাদী/নানা-নানী, প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত কি না, বৈবাহিক সূত্রে আত্মীয় অথবা সৎভাই বা সৎবোন ইত্যাদি

[2] Finney, A. Domestic violence, sexual assault and stalking: findings from the 2004/2005 British Crime Survey. Home Office Online Report 12/06

কি কি প্রতিকার এবং দণ্ডবিধানের সুযোগ পাওয়া যেতে পারে?

আদালতগুলির মাধ্যমে কয়েক ধরনের বিকল্প ব্যবস্থার সুযোগ পাওয়া যায়। সহিংসতার কবল থেকে উদ্ধার পাওয়া লোকজন যে বিভিন্ন পন্থা অবলম্বন করতে পারে তা নির্ভর করে নানা বিষয়ের উপর, যাদের মধ্যে আছে :

- সহিংসতা অথবা হয়রানির গুরুত্ব এবং/অথবা প্রকৃতি
- নির্যাতিত এবং নির্যাতনকারীর মধ্যে সম্পর্ক
- আর্থিক তাৎপর্য, যেমন লীগ্যাল এইড বা আইন অনুযায়ী অর্থসাহায্য পাওয়ার যোগ্যতা
- দেওয়ানি আদালতগুলির তুলনায় ফৌজদারি আদালতগুলির আরো কঠোর প্রমাণ পাওয়া প্রয়োজন। (ফৌজদারি মামলায় যে কোন অভিযোগকে 'যুক্তিসঙ্গত সন্দেহাতীতভাবে' প্রমাণিত হতে হয়, যেক্ষেত্রে দেওয়ানি মামলায় আদালত "বিভিন্ন সম্ভাবনা বিচারের ভিত্তিতে" তার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে।)
- আবেদনকারী / ভুক্তভোগী আইনের কাছ থেকে যে ধরনের সুরক্ষা পেতে চায় তার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা; এবং
- বাস্তব ক্ষেত্রে আইন যে প্রকৃত এবং ধারণাগত সুরক্ষা প্রদান করতে পারে, সেই সাথে যে'সব উপযুক্ত সহায়তা সেবা পাওয়া যেতে পারে।

পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীরা বিভিন্ন কাউন্টী কোর্ট, ফ্যামিলী প্রসিডিংস্ (ম্যাজিস্ট্রেটস্') কোর্ট, অথবা হাই কোর্ট-এ দেওয়ানি মামলা চালানোর জন্য যে'সব পন্থা অবলম্বন করতে পারে, এই নির্দেশিকার অংশ 1 সেগুলি ব্যাখ্যা করছে।

যেখানে শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ / তাদের বসবাসের মামলায় সহিংসতা একটা বিষয় সেখানে মামলা নিয়ন্ত্রণকারী বিষয়গুলি অংশ 2 ব্যাখ্যা করছে।

ম্যাজিস্ট্রেটস্' এবং ক্রাউন কোর্ট-সহ বিভিন্ন ফৌজদারি আদালতের মাধ্যমে প্রাপ্তব্য দণ্ড বা বিধিনিষেধগুলি অংশ 3 ব্যাখ্যা করছে।

অন্যান্য যে'সব সংশ্লিষ্ট আইন পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের এবং তার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে, যেমন গৃহায়নের ব্যবস্থা, তাদের কয়েকটা অংশ 4 বর্ণনা করছে।

অংশ I - দেওয়ানি আইন অনুসারে প্রতিকারসমূহ

আইনকানুন

এমন কয়েকটা অ্যাক্ট বা আইন আছে যেগুলি দেওয়ানি আইনের আওতায় পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে কমবেশী প্রযোজ্য :

- ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996 (FLA 1996)-এর অংশ IV
- প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট 1997 (PHA 1996)
  – ফৌজদারি আইন অনুসারে দণ্ডবিধানও যার অন্তর্গত
- চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 (CA 1989)
- অ্যাডপ্শন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাক্ট 2002 (AChA 2002)
- চিলড্রেন অ্যাক্ট 2004 (CA 1989)
- ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, ক্রাইম অ্যান্ড ভিক্টিমস্ অ্যাক্ট 2004[3] (DV Act 2004)
- সিভিল পার্টনারশিপ্ অ্যাক্ট 2004 (CPA 2004)
- চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডপ্শন অ্যাক্ট 2006 (ChAA 2006)

পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে আমরা প্রতি অ্যাক্ট বা আইনের অধীনে দেওয়ানি আইন অনুসারে প্রধান প্রতিকারগুলির বিবরণ দিয়েছি এবং বিশেষ কোন একটা কর্মপদ্ধতি কিভাবে অনুসরণ করতে হবে তার নির্দেশিকাও দিয়েছি।

ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর অংশ IV

ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996 (FLA 1996)-এর অংশ IV উত্ত্যক্ত করা, সহিংস আচরণ এবং কোন বাড়ি দখল করে' থাকার জন্য দেওয়ানি আইন অনুসারে প্রতিকারের ব্যবস্থা করে। এর উদ্দেশ্য হলো একটা পারিবারিক ধরনের সম্পর্কে লিপ্ত লোকজনের যদি পারিবারিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা হয় তাহলে তাদের সুরক্ষাবিধান করা। এই আইনের অধীনে সুরক্ষা পাওয়ার জন্য কারা ইনজাংশন বা স্থগিতাদেশ অথবা বসবাসের অধিকারের জন্য আবেদন করতে পারবে তা নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে কিছু কঠোর মান বজায় রেখে চলতে হয়; এগুলির বিবরণ নিচে দেওয়া হয়েছে।

পারিবারিক সহিংসতার বিরুদ্ধে যে কোন পক্ষের অথবা শিশুদের সুরক্ষাবিধানের জন্য, কোন দম্পতি এবং তাদের সন্তানরা যে বাড়িতে এক সঙ্গে বাস করে সেখানে বসবাসের অধিকার একটা অক্যুপেশন অর্ডার বা দখলের আদেশের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এই আদেশ একজন নির্যাতনকারীকে ঐ বাসস্থান থেকে সম্পূর্ণভাবে বহিষ্কার করতে পারে, অথবা বাসস্থানের অংশবিশেষে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য বাসস্থান ভাগ করে দিতে পারে। কোন প্রতিবাদী যদি ইতিমধ্যেই বাসস্থান ত্যাগ করে' গিয়ে থাকে, সে'ক্ষেত্রে বাসস্থানে তার পুনঃপ্রবেশ এবং/অথবা বাসস্থানের নির্দিষ্ট কোন এলাকায় তার আসা-যাওয়া একটা দখলের আদেশের দ্বারা নিষিদ্ধ করা যেতে পারে।

কোন দম্পতি এবং তাদের সন্তানরা যে বাড়ির ভাগীদার সেখানকার যে কোন পক্ষকে বা শিশুদের পারিবারিক সহিংসতা থেকে রক্ষা করার জন্য বসবাস-সংক্রান্ত আদেশ তার দখল নিয়ন্ত্রণ করে। এই আদেশ একজন নির্যাতনকারীর ঐ বাসস্থানে আসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করতে পারে, অথবা বাসস্থানের অংশবিশেষে তার প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য বাসস্থান ভাগ করে' দিতে পারে। প্রতিবাদী যদি ইতিমধ্যেই বাসস্থান ছেড়ে গিয়ে থাকে, তখন একটা বসবাস-সংক্রান্ত আদেশ ব্যবহার করে' তাকে বাসস্থানে পুনঃপ্রবেশ করা এবং/অথবা তার একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে আসা থেকে বিরত করা যেতে পারে।

---

[3] ss 1 – 4 ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 2006 সংশোধন করছে

বহু ধরনের দখলের আদেশ আছে (নিচে দেখুন) তবে তাদের সবচেয়ে সাধারণ বক্তব্য হলো যে প্রতিবাদীকে অবশ্যই সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষের দ্বারা দখল করা বাসস্থান ত্যাগ করে' যেতে হবে এবং, বাসস্থান ত্যাগ করার পর, সে অবশ্যই সেখানে প্রবেশ বা পুনঃপ্রবেশের চেষ্টা করবে না, অথবা তার একটা নির্দিষ্ট দূরত্বের চেয়ে কাছে আসবে না। আদেশের মধ্যে ভবিষতের অন্যান্য শুনানির তারিখ এবং আদেশের মেয়াদও নির্দেশ করা থাকবে। সাধারণভাবে, এইসব আদেশের মেয়াদ হলো ছয় মাস থেকে এক বছরের মধ্যে তবে সেটা " পুনরায় আদেশ না জারি করা পর্যন্ত" হতে পারে। কোন কোন ক্ষেত্রে, এই আদেশের মেয়াদ কেবল একবার ছয় মাসের জন্য বাড়ানো যেতে পারে, উদাহরণস্বরূপ, যেখানে আবেদনকারী একজন সহ-অধিবাসী অথবা সাবেক সহ-অধিবাসী, যার ঐ বাড়ির প্রতি কোন আগ্রহ নেই।

এমন একটা আদেশ জারি করার আগে আদালত "ক্ষতির ভারসম্যতা" পরীক্ষা প্রয়োগ করবে, যার মধ্যে থাকবে উল্লেখযোগ্য ক্ষতির ধারণা। এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো জানার চেষ্টা করা, আদেশ জারি করা হলে, অথবা না করা হলে, কোন্ ব্যক্তির এবং/অথবা তাদের সঙ্গে বসবাসকারী শিশুর বা শিশুদের সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মুখে পড়ার সম্ভাবনা থাকবে। আদালত যদি স্বামীর বা স্ত্রীর/পার্টনারের অথবা সাবেক স্বামীর বা স্ত্রীর/পার্টনারের অনুকূলে ক্ষতির ভারসম্যতা পরীক্ষা প্রয়োগ করে, তাহলে আদেশ জারি করা তার বিধিসম্মত কর্তব্য। এ'ছাড়া অ্যাক্ট বা আইনের সেক্শন 33 (6)-এ বর্ণিত "প্রাসঙ্গিক বিষয়াদি" অনুসারে আদালত সংশ্লিষ্ট পক্ষের পরিস্থিতিও যাচাই করে। এইসব প্রক্রিয়া খুবই জটিল হতে পারে যেহেতু অ্যাক্ট স্বামী-স্ত্রী, বাসস্থান দখলের যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের এবং যোগ্যতাবিহীন সহ-অধিবাসীদের মধ্যে পার্থক্য নির্দেশ করে' থাকে।

উত্ত্যক্ত-না করার আদেশ জারি করা হয় আবেদনকারীর অথবা কোন শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ করা অথবা তার হুমকি দেওয়া থেকে, অথবা তাদের উত্ত্যক্ত করা থেকে, কোন লোককে বিরত রাখার উদ্দেশ্যে। অ্যাক্ট উত্ত্যক্ত করার কোন সংজ্ঞা নির্দেশ করে না তবে হুমকি, বিরক্ত করা, ভয় দেখানো এবং হয়রানি এর মধ্যে পড়তে পারে। উত্ত্যক্ত না করার আদেশের প্রকৃত ভাষ্যে আবেদনকারীর প্রতি সহিংস আচরণ করা বা তার হুমকি দেওয়া এবং অন্য কোন লোক তা করতে পারে এমন নির্দেশ, উৎসাহ বা যে কোন ভাবে তার পরামর্শ দেওয়া প্রতিবাদীর জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। প্রতিবাদীর আবেদনে উল্লিখিত যে কোন শিশুর সুরক্ষাবিধানের জন্যও এই ভাষ্য ব্যবহার করা হয়।

সহিংস আচরণের, অথবা তার হুমকির বিরুদ্ধে, শিশুদের সুরক্ষা যে কোন "প্রাসঙ্গিক শিশুর" প্রতি প্রযোজ্য। একজন প্রাসঙ্গিক শিশুর সংজ্ঞা হলো :

- এমন যে কোন শিশু যে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের যে কোন একজনের সঙ্গে বাস করবে বলে আশা করা হতে পারে
- এমন যে কোন শিশু যে দত্তক গ্রহণ অথবা চিলড্রেন অ্যাক্ট প্রক্রিয়ার অধীন; এবং
- এমন অন্য যে কোন শিশু যার স্বার্থ আদালতের বিবেচনায় প্রাসঙ্গিক।

একটা দখলের আদেশের জন্য কে আবেদন করতে পারবে তা নির্ধারণ করার, এবং কোন্ কোন্ ধরনের আদেশ আদালত জারি করতে পারে তা স্থির করার শর্তাবলী, উত্ত্যক্ত-না করার আদেশের সঙ্গে সম্পর্কিত শর্তাবলীর চেয়ে আরো জটিল এবং পরে তাদের বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। আপনি যদি একটা উত্ত্যক্ত না করার আদেশের জন্য আবেদন করেন, আপনি হয়তো একই আবেদনপত্র ব্যবহার করে' একটা দখলের আদেশের জন্যও আবেদন করতে পারবেন, যদি আপনার বিষয়টি প্রাসঙ্গিক শর্তাবলী পূরণ করতে পারে।

সমস্ত আদেশের জন্য আবেদন করা যায় হয় "বিজ্ঞপ্তিসাপেক্ষে" অথবা "বিনা বিজ্ঞপ্তিতে"। এই বাক্ভঙ্গীগুলিও পরে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

‘উত্যক্ত-না হওয়া’ এবং ‘বসবাসের অধিকার’ আদেশের জন্য আবেদন করা

কারা আবেদন করতে পারে?

FLA 1996 (DV অ্যাক্ট 2004 দ্বারা যেমন সংশোধিত)-এর অধীনে যারা উত্যক্ত-না হওয়া এবং বসবাসের অধিকার আদেশের জন্য আবেদন করার যোগ্য তাদের তালিকা সংযোজন A-তে দেওয়া আছে। এর নীতি হলো যে যোগ্যতার ভিত্তি হবে পারিবারিক ধরনের সম্পর্ক এবং/অথবা সহবাস ও পারিবারিক বাড়িতে বাস করার অধিকারের মাধ্যমে সৃষ্ট সম্পর্ক।

আবেদনকারী যদি 18 বছরের কম এবং 16 বছরের বেশী বয়সী হয়, তাদের আবেদন করায় সাহায্য দেওয়ার জন্য একজন “ঘনিষ্ঠ বন্ধু” অথবা আইনসঙ্গত প্রতিনিধির দরকার হবে।

এইসব আদেশ কোথায় পাওয়া যাবে?

যে কোন এক বা দুই আদেশের জন্য আবেদন করা যাবে পারিবারিক এক্তিয়ারসম্পন্ন যে কোন কাউন্টী কোর্ট-এ অথবা একটা ম্যাজিস্ট্রেটস্’ কোর্ট-এ যেটা একই সঙ্গে একটা ফ্যামিলী প্রসিডিংস্ কোর্ট (Family Proceedings Court - FPC)। আবেদনকারীদের মনে রাখা উচিত যে, ইউনিফায়েড ফ্যামিলী সার্ভিস্ গঠনের সাথে সাথে এই ধরনের আবেদন সম্পর্কে ব্যবস্থা নেওয়ার আরো বেশী সম্ভাবনা থাকবে FPC স্তরে।

বিশেষ জটিল যে’সব বিষয় বিভিন্ন FPC-তে শুরু হয় সেগুলি অনেক সময়ে কাউন্টি কোর্ট-এ স্থানান্তরিত হয়ে থাকে। বসবাসের অধিকারের আদেশের জন্য আরো কয়েক ধরনের আবেদন আছে যাদের ব্যাপারেFPC ব্যবস্থা নিতে পারে না।

যেভাবে আবেদন করতে হবে

আবেদনকারীরা একজন সলিসিটারকে (সম্ভব হলে পারিবারিক সহিংসতা-সংক্রান্ত কাজের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন[4]) আদালতের কাছে সরাসরি আবেদন করার নির্দেশ দিতে পারে। সলিসিটারদের নির্দেশ দেওয়া হলে আদালতে মামলা তোলা বেশ ব্যয়সাধ্য হতে পারে, যদি না আবেদনকারী সরকারী তহ্বিল থেকে আর্থিক সাহায্য পাওয়ার যোগ্য হয়।

ব্যক্তিগতভাবে আবেদন করার ব্যাপারে কোন বিধিনিষেধ নেই তবে, আবেদনকারীরা সেটা করলে, সমস্ত প্রাসঙ্গিক ফর্ম ও বিবৃতি নিজেরাই সম্পূর্ণ করার জন্য এবং তাদের আবেদন বা অভিযোগ নিজেরাই আদালতের কাছে ব্যাখ্যা করার জন্য তাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। আদালতের কাজকর্মের পদ্ধতি আদালতের কর্মীরা বুঝিয়ে বলতে পারবেন, কিন্তু তাঁরা ব্যক্তিগত অভিযোগের যোগ্যতা-অযোগ্যতা সম্পর্কে আইনগত পরামর্শ, অথবা সম্ভাব্য ফলাফল সম্পর্কে কোন পরামর্শ দিতে পারবেন না। তবে, সহায়তাদনকারী বিভিন্ন স্বেচ্ছামূলক সংগঠনের[5] কাছ থেকে, যেমন স্থানীয় উইমেন’স্ এইড, রীফিউজ অথবা ‘আউটরীচ সার্ভিস্’ বা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে সহায়তাদান সেবা অথবা ভিক্টিম সাপোর্ট, অতিরিক্ত সহায়তা ও তথ্য পাওয়া যেতে পারে। আইনগত পরামর্শ কোথায় পাওয়া যেতে পারে তাও হয়তো এইসব সংগঠন জানাতে পারবে তবে তারা নিজেরা সাধারণতঃ এটা দেয় না।

এই প্রক্রিয়ার খরচ কত হবে?

বর্তমানে কাউন্টী কোর্ট-এ ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট (FLA) আবেদন পেশ করার খরচ হলো £60 পাউন্ড, FPC - ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টগুলিতে আবেদন পেশ করায় কোন খরচ নেই। এই আইনের আওতায় পরবর্তী যে কোন আবেদন পেশ করার খরচও £60 পাউন্ড। যে আবেদনকারীরা নিজেরাই সব কিছু করা স্থির করে তাদের আবেদন পেশ করার সময়ে এই খরচ দিতে হয়।

---

[4] রেজোলিউশন (Resolution) - এই সংস্থায় পারিবারিক নির্যাতন-সংক্রান্ত আইনে স্বীকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন বিশেষজ্ঞ সলিসিটাররা আছেন। আপনি তাদের ওয়েবসাইট www.resolution.org.uk দেখতে পারেন। সেখানে সলিসিটার ও শিক্ষার্থী সলিসিটারদের, আইনবিষয়ক কর্মকর্তাদের এবং ‘প্যারালীগ্যাল’ কর্মীদের সন্ধান পাওয়া যাবে এবং স্বীকৃত রেজোলিউশন বিশেষজ্ঞ অথবা রেজোলিউশন মধ্যস্থতাকারী কি না তা জানা যাবে।

[5] যে কোন সেবা সরবরাহকারী একজন ব্যক্তিকে অন্য আরেকটা সেবার কাছে যাওয়ার সুপারিশ করার সময়ে তার ঐ ব্যক্তির বিশেষ চাহিদাগুলি বিবেচনা করা উচিত এবং তার ব্যক্তিগত প্রয়োজনগুলি মেটানোর উদ্দেশ্যে যেখানেই সম্ভব বিশেষজ্ঞ সেবাগুলি চিহ্নিত করা উচিত।

তবে, EX160A[1], *Court Fees: Do you have to pay them? (আদালতের বিভিন্ন খরচ : আপনাকে কি এগুলি দিতেই হবে?)* নামে কোর্ট সার্ভিস্-এর এই প্রচারপত্রে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তারা এই খরচ দেওয়া থেকে অব্যাহতি অথবা কিছুটা ছাড় পেতে পারে।
মামলা যদি নিচের মানগুলির এক বা একাধিক পূরণ করতে পারে তাহলে আদলতের একজন কর্মকর্তা খরচ মকুব করতে পারবেন :

- আবেদনকারী এবং তার পার্টনার বা জীবনসাথী ইনকাম সাপোর্ট পায়
- আবেদনকারী আয়-ভিত্তিক জবসীকার'স্ অ্যালাওয়্যান্স (চাকরিপ্রার্থীর ভাতা) পায়
- আবেদনকারী ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট পায়
- আবেদনকারী অথবা তার পার্টনার ইনকাম সাপোর্ট, আয়-ভিত্তিক জবসীকার'স্ অ্যালাওয়্যান্স, ওয়ার্কিং ট্যাক্স ক্রেডিট, অথবা ডিজ্এবল্ড পারসন'স্ (প্রতিবন্ধী ব্যক্তির) ট্যাক্স ক্রেডিট পায় এবং আবেদনকারী 'লীগ্যাল হেলপ্' বা আইনগত খরচের খাতে সাহায্য পায় এবং কোন দেওয়ানি মামলায় জড়িত আছে; অথবা
- তারা কোন পারিবারিক মামলায় জড়িত আছে এবং লীগ্যাল হেলপ্ পাচ্ছে।

যে আবেদনকারীরা একজন সলিসিটারকে নিয়োগ করবে তাদের মনে রাখতে হবে যে তাদের আদালতের খরচ এবং সলিসিটারের আইনগত কাজকর্মের খরচ দুইই দিতে হবে। একজন আবেদনকারী কমিউনিটী লীগ্যাল সার্ভিস্ ফান্ড-এর (সাবেক লীগ্যাল এইড এবং লীগ্যাল সার্ভিসেস্ কমিশন দ্বারা পরিচালিত) কাছ থেকে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হতে পারে। এই যোগ্যতা অর্জনের জন্য তাদের অবশ্যই বৈধ আর্থিক সঙ্গতির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে এবং মামলা চালিয়ে যাওয়ার পক্ষে যুক্তিসঙ্গত কারণ দেখাতে হবে।

মামলা চালানোর জন্য আর্থিক সাহায্য পাওয়া যাবে কি না?

সমস্ত বিষয়ই তাদের ব্যক্তিগত পরিস্থিতির এবং যোগ্যতা-অযোগ্যতার ভিত্তিতে বিচার করা হয় এবং 'লীগ্যাল সার্ভিসেস্ কমিশন ফান্ডিং কোড' দ্বারা নির্ধারিত বিভিন্ন মানের নিরিখে বিবেচনা করা হয়। 'ফান্ডিং কোড – ডিসিশন-মেকিং গাইড্যান্স' অনুসারেও নির্দেশ পাওয়া যায়। যে'সব ক্ষেত্রে জরুরী ভিত্তিতে পারিবারিক সহিংসতা ইনজাংশন বা স্থগিতাদেশ জরি করার প্রয়োজন হয়, সেখানে কমিশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ একজন সলিসিটার তাঁকে অর্পিত ক্ষমতাগুলি ব্যবহার করে' আইনগত প্রতিনিধিত্বের একটা জরুরী সার্টিফিকেট মঞ্জুর করাতে পারেন, যাতে নিশ্চিত করা যায় যে এমন ধরনের একটা আবেদনের জন্য প্রতিনিধিত্ব বিলম্বিত না হয়।

এইসব মান অনুযায়ী, প্রয়োজনীয় আদেশ সংগ্রহ করায় সাফল্যের সম্ভাবনা খারাপের বদলে ভালোই বলা যায় এবং এই প্রক্রিয়া থেকে ক্লায়েন্টের জন্য পাওয়া সম্ভাব্য উপকারগুলিকে অবশ্যই, যে আদেশ সংগ্রহের চেষ্টা করা হচ্ছে তার এবং অন্যান্য সমস্ত পরিস্থিতির (মান 11.10) বিচারে, সম্ভাব্য সমস্ত খরচের তুলনায় বেশী গ্রহণযোগ্য হতে হবে। উভয় পক্ষ যদিও সরকারী অর্থসংস্থান লাভ করার যোগ্য হতে পারে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের (বাদী/প্রতিবাদী) এইসব মান পূরণ করতে পারার সম্ভাবনা কম, বিশেষ করে' যেখানে উত্যক্ত-না হওয়ার আদেশের জন্য আবেদন করা হয়েছে। পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে, অর্থসংস্থানের জন্য আবেদনকারীকে ব্যাখ্যা করতে হয় পুলিশ ইতিমধ্যেই কি ব্যবস্থা নিয়েছে এবং অন্য কি ধরনের সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা, যদি তেমন কিছু থাকে, ইতিমধ্যেই কার্যকর রয়েছে। জামিনের কিছু শর্ত যেগুলি আবেদনকারীকে সুরক্ষা প্রদান করছে, যেখানে কার্যকর রয়েছে, সেখানে সরকারী অর্থসংস্থান মঞ্জুর করা সাধারণভাবে উপযুক্ত হবে না যদি না একটা ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি হওয়ার অল্প কিছু দিন পরেই এইসব শর্ত প্রত্যাহার করার সম্ভাবনা থাকে। তবে এটা একটা চূড়ান্ত নিয়ম নয় এবং যে কোন ফৌজদারি প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে আবেদনকারীকে দেওয়া সুরক্ষার মাত্রা অবশ্যই প্রতি ক্ষেত্রে বিচার করে' দেখতে হবে। পরমর্শদাতা সলিসিটারেরও প্রমাণ করতে পারা উচিত যে আদালতের প্রক্রিয়া শুরু করার আগে প্রতিবাদীর কাছে একটা সতর্কতামূলক চিঠি পাঠানো উচিত কি না অথবা এমন একটা চিঠি ক্লায়েন্টের পক্ষে বিপজ্জনক হতে পারে কি না তা বিবেচনা করা হয়েছে।

---

[6] (দ্রষ্টব্য) http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/GetLeaflet.do?court_leaflets id=172/
(আবেদন) http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/GetForm.do?court_forms_id=168

এটা বোঝা জরুরী যে কমিশন সমস্ত মামলা তাদের ব্যক্তিগত যোগ্যতা-অযোগ্যতার ভিত্তিতে বিবেচনা করে। অর্থসংস্থানের জন্য আবেদন করার কথা সলিসিটারদর সব সময়েই বিবেচনা করা উচিত এবং মামলার বিভিন্ন পরিস্থিতি সম্পর্কে যথাসম্ভব বিস্তারিত তথ্য কমিশনকে সরবরাহ করা উচিত। এই নির্দেশিকা প্রকাশের সময়ে, ইনকাম সাপোর্ট অথবা আয়-ভিত্তিক জবসীকার'স্ অ্যালাওয়্যান্স প্রাপক লোকজন সরাসরি সরকারী অর্থসংস্থান পাওয়ার যোগ্য। অন্যথায়, লোকজনের যদি £2,350 পাউন্ডের কম মোট মাসিক আয় (আবেদনকারীর যদি চারজনের বেশী নির্ভরশীল সন্তান থাকে তাহলে উচ্চতর মোট আয়ের স্তর প্রযোজ্য হবে), প্রতি মাসে £649 পাউন্ডের কম হস্তান্তরযোগ্য আয় এবং £8,000 পাউন্ড বা তার কম হস্তান্তরযোগ্য মূলধন থাকে, তাহলে তারা সহায়তা পেতে পারবে। মাসিক হস্তান্তরযোগ্য আয় যদি £280 এবং £649 পাউন্ডের মাঝামাঝি হয়, অথবা হস্তান্তরযোগ্য মূলধন £3,000 এবং £8,000 পাউন্ডের মাঝামাঝি হয়, তাদের এই শর্তে অর্থসংস্থান মঞ্জুর করা হতে পারে যে তাদের আইনগত খরচের কিছুটা তারা দেবে। **বিশেষ দ্রষ্টব্য :** স্টেইট বেনিফিট্ বা সরকারী ভাতার বার্ষিক বৃদ্ধির (প্রতি বছর এপ্রিল মাস নাগাদ) সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণভাবে এই অংকগুলির আরো পরিমার্জনা করা হবে।

উপরন্তু, পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগী যে'সব লোক আদালতের সুরক্ষা প্রার্থনা করছে তাদের ক্ষেত্রে হস্তান্তরযোগ্য আয়ের £649 পাউন্ডের ঊর্ধসীমা বাতিল করার ক্ষমতা কমিশনের আছে। এটা তখনই বাতিল করা হবে যখন ক্লায়েন্ট কোনরকম ক্ষতির বিরুদ্ধে সুরক্ষার আদেশ অথবা তেমন একটা আদেশ ভঙ্গ করার দায়ে কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে একটা স্থগিতাদেশ কিংবা অন্য কোন আদেশ পাওয়ার চেষ্টা করছে। খরচের খাতে যে টাকা তাকে দিতে হবে তা অবশ্য খারিজ করা যায় না এবং সে'জন্য এইসব ক্ষেত্রে মাসিক দেয় টাকার পরিমাণ স্বাভাবিক সর্বাধিক পরিমাণের চেয়ে বেশী হবে। এমনকি যেখানে মূলধন এবং/অথবা আয় থেকে কোন টাকা দিতে হয় না সেখানেও "বৈধ খরচ" ধার্য হতে পারে। আনুষঙ্গিক ছাড় দেওয়ার প্রক্রিয়ার মতো সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় ক্লায়েন্ট তার ঘরবাড়ি বা টাকা ফিরে পেতে অথবা তাদের মালিকানা বজায় রাখায় সমর্থ হতে পারে।

সরকারী অর্থসংস্থান সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য লীগ্যাল সার্ভিসেস্ কমিশন ওয়েবসাইট থেকে এবং সিএলএস্ ডাইরেক্ট (www.clsdirect.org.uk) থেকে পাওয়া যাবে, যাদের মধ্যে আইনের সারসংক্ষেপসহ একটা ডাউনলোড করার উপযোগী প্রচারপত্র আছে এবং সেটা ক্লায়েন্টদের জন্য উপযুক্ত।

'অন-নোটিস' আবেদন কাকে বলে?

'অন-নোটিস' বা বিজ্ঞপ্তিসাপেক্ষ আবেদন হলো যেখানে সমস্ত পক্ষের উপরে আদলতের শুনানিতে উপস্থিত হওয়ার জন্য 'নোটিস' বা বিজ্ঞপ্তি জারি করা হয়।

কাউন্টী কোর্ট বা FPC'র কাছে আবেদন পেশ করার পর :

- সেটাকে একটা কেইস নম্বর দেওয়া হয় একজন ডিস্ট্রিক্ট বা সার্কিট্ জাজ্ অথবা ম্যাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের সামনে শুনানির তালিকায় তোলা হয়। আদালতে কাজকর্মের চাপ এবং আবেদনের গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে', 24 ঘন্টা থেকে চার সপ্তাহের মধ্যে একটা তারিখ নির্ধারিত হতে পারে।

- একটা অন-নোটিস আবেদনকে অবশ্যই জারি করতে হবে[7], অর্থাৎ প্রতিবাদীকে ব্যক্তিগতভাবে দিতে হবে শুনানির কমপক্ষে দু'দিন আগে (এটা করার জন্য সলিসিটাররা সাধারণতঃ পেশাদার লোকজনকে নিয়োগ করে' থাকেন)।

- প্রতিবাদীকে FL401 আবেদন, FL402'এর কাছ থেকে ও সমর্থনে একটা বিবৃতি, শুনানির তারিখের বিজ্ঞপ্তি সরবরাহ করা হবে; এবং

- যেখানে প্রতিবাদী প্রাসঙ্গিক সমস্ত কাগজপত্র পেয়েছে, সেখানে আবেদনকারীকে অবশ্যই আদালতে পেশ করার জন্য একটা বিবৃতি জমা দিতে হবে (আদালত কিংবা FPC থেকে FL415 ফর্ম পাওয়া যাবে)।

---

[7] মর্টগেইজী অথবা ল্যান্ডলর্ড-এর উপরেও দখলের আদেশ-সংক্রান্ত কয়েক ধরনের আবেদন জারি করতে হবে - নিয়মকানুন 3.8(11) এবং 3A(10) দেখুন।

‘নোটিস’ ছাড়া আবেদন কাকে বলে?

এগুলিকে ‘এক্স-পার্টী’ (Ex-parte) আবেদনও বলা হয়। এই ধরনের আবেদনের শুনানি হয় প্রতিবাদীকে না জানিয়ে (সুতরাং তার অনুপস্থিতিতে)। একটা নোটিস ছাড়া আবেদন জারির প্রক্রিয়া প্রকৃতপক্ষে ‘অন-নোটিস’ আবেদনের মতোই। একমাত্র তফাৎ হলো যে আবেদন পেশ করার জন্য আবেদনকারী যখন আদালতে আসে তখন তারা একই দিনে জাজ/ম্যাজিস্ট্রেট-এর সামনে যায়। প্রথমে প্রতিবাদীকে না জানিয়েই আবেদন বিবেচনা করা আদালতের উচিত কেন তার কারণগুলিও অবশ্যই হলফ করা বিবৃতির মধ্যে থাকতে হবে।

FLA 1996’এর সেক্শন 45’এ নোটিস ছাড়া আবেদনের বৈধ শর্তগুলি এবং নোটিস ছাড়া কোন আবেদনের শুনানি করা হবে কি না তা স্থির করার জন্য আদালতকে যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে তার বিবরণ দেওয়া আছে। নোটিস ছাড়া কোন আদেশ দেওয়া ন্যায়সঙ্গত ও সুবিধাজনক কি না এবং, সম্ভাব্যতার ভিত্তিতে, অবিলম্বে কোন আদেশ জারি করা না হলে আবেদনকারীর (বা কোন শিশুর) কোনরকম ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকি[8] আছে কি না তা স্থির করার জন্য আদালতকে যা যা করতে হবে তার নির্দেশও এর মধ্যে বর্ণনা করা হয়েছে। একটা উত্যক্ত-না হওয়ার এবং/অথবা দখলের আদেশ যদি নোটিস ছাড়া জারি করা হয়, আদালতকে একটা পূর্ণাঙ্গ শুনানির তারিখ স্থির করতে হবে যাতে প্রতিবাদী ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত থাকার সুযোগ পায়।

নোটিস ছাড়া আবেদনগুলি সাধারণতঃ মঞ্জুর করা হয়, তবে আদালত যদি কোন একটতে আপত্তি জানায় (এবং সেটা মাঝেমধ্যে হতে পারে), আদালত নিশ্চিত করবে যে তার শুনানি যেন তাড়াতাড়ি হয়, সাধারণতঃ এক সপ্তাহের মধ্যে। নোটিস ছাড়া উত্যক্ত-না হওয়ার আদেশ নোটিস ছাড়া দখলের আদেশের চেয়ে আরো সহজে মঞ্জুর হওয়ার সম্ভাবনা অনেক বেশী। অত্যন্ত জরুরী ক্ষেত্রে, আদালত স্বাভাবিক সময়ের বাইরেও অথবা সপ্তাহান্তেও কাজ করতে পারে।

‘উত্যক্ত-না হওয়ার আদেশের জন্য যেভাবে আবেদন করতে হয়[9]

একজন আবেদনকারীর উচিত :

- FL401 ফর্ম পূরণ করা (এটার কপি আদালত থেকে এবং ইন্টারনেট্ থেকে পাওয়া যাবে এই ঠিকানায় : www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder
- প্রতিবাদীর সঙ্গে সম্পর্ক জানানো (প্রাসঙ্গিক বাক্সে টিক্ চিহ্ন দিয়ে)
- নির্দিষ্ট জায়গায় সংক্ষেপে জানানো কি ধরনের প্রতিকার চাওয়া হচ্ছে
- আবেদনকারী যদি FL401 ফর্ম থেকে তার ঠিকানা বাদ দিতে চায় তাহলে C8 ফর্ম পূরণ করা – এর জন্য আদালতের অনুমতি নেওয়ার দরকার নেই; এবং
- আবেদনের সমর্থনে একটা হলফ করা বিবৃতি জমা দেওয়া (এর মধ্যে থাকা উচিত যে কোনরকম অপরাধমূলক কাজকর্মের এবং পুলিশের হস্তক্ষেপের বিবরণসহ কেইসের প্রধান বিষয়গুলির বর্ণনা)।

---

8 পার্ট - II শিশুরা অংশে ‘ক্ষতির’ আরো বিস্তারিত বর্ণনা দেখুন

9 আদালতের বিভিন্ন ফর্ম পাওয়া যাবে কোর্টস্ সার্ভিস্ ওয়েবসাইট-এ : http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/FormFinder.do এবং কিছু আবেদন প্রকৃতপক্ষে www.hmcourts-service.gov.uk/onlineservices ঠিকানায় অনলাইন পেশ করা যায়।

আদালতের অনুমতিসাপেক্ষে, FL401 ফর্মের সমর্থনে এর বদলে মৌখিক সাক্ষ্যও দেওয়া যায়। অত্যন্ত জরুরী ক্ষেত্রে, আদালত আবেদনের সমর্থনে কোন বিবৃতি ছাড়াই তা গ্রহণ করতে সম্মত হতে পারে, তবে সাধারণভাবে আদালতের প্রথা হলো আবেদনকারীকে বলা যে ঐ বিবৃতি যেন পরে কোন সময়ে জমা দেওয়া হয় তা নিশ্চিত করা।

বসবাসের আদেশগুলি কিভাবে অন্য রকম?

বসবাসের আদেশ বিভিন্ন কারণে উত্যক্ত-না হওয়ার আদেশের চেয়ে বেশী জটিল, তবে প্রধানতঃ এই জন্য যে ফ্যমিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর পার্ট IV'এ পাঁচটি আলাদা আলাদা অংশ আছে যেগুলি এই বিষয়টির সঙ্গে সম্পর্কিত (সেক্শন 33, 35, 36 ও 38)।

একটা আদেশ মঞ্জুর করা নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের মধ্যে সম্পর্কের এবং আবেদনকারীর বর্তমানে কোন বসাবাসের অধিকার আছে কি না তার উপরে।

এট মনে রাখা জরুরী যে আবেদনকারীরা কেবল এমন একটা বাসস্থানের ক্ষেত্রেই বসবাসের আদেশ পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে যেটা হয় সংশ্লিষ্ট পক্ষদের বাড়ি অথবা তা ছিল অথবা তেমন হওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, যে বাসস্থান বিনিয়োগ করার উদ্দেশ্যে কেনা হয়েছে তার ক্ষেত্রে এই আদেশ জারি করা যায় না।

বসবাসের আদেশগুলি কোন্ কোন্ ধরনের?

FLA 1996 অনুসারে আদালত নানা ধরনের আদেশ জারি করতে পারে। আবেদনকারী কি প্রত্যাশা করতে পারে তার একটা ধারণা দেওয়ার জন্য এখানে তাদের কয়েকটর তালিকা দেওয়া হলো।

একটা আদেশ যা যা করতে পারে :

- আবেদনকারীকে বাড়িতে বা বাড়ির কোন অংশে বাস করার অনুমতি প্রদান
- প্রতিবাদীকে বাড়িতে বা বাড়ির কোন নির্দিষ্ট অংশে বাস করতে নিষেধ করা
- প্রতিবাদীকে বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া (নির্দিষ্ট তারিখ বা সময়ের মধ্যে)
- প্রতিবাদীকে ঐ ঠিকানায় ফিরে না আসার নির্দেশ দেওয়া
- প্রতিবাদীকে বাড়ি থেকে আবেদনকারীকে উচ্ছেদ না করার নির্দেশ দেওয়া
- বাড়ির বর্তমান বসবসকারীকে তার যুক্তিসঙ্গত যত্ন নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া
- বাড়ির আসবাবপত্র এবং সরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় এমন জিনিষপত্রের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ
- আবেদনকারী অথবা প্রতিবাদীকে নিয়মিত মর্টগেইজ বা ভাড়া পরিশোধ করে' যাওয়ার নির্দেশ দেওয়া।

বসবাসের আদেশের মধ্যে কিছু শাস্তিমূলক বিজ্ঞপ্তিও থাকতে পারে এবং আদালত একটা 'পাওয়ার অভ্ অ্যারেস্ট' বা গ্রেফ্তারের ক্ষমতাও তাদের সঙ্গে যুক্ত করতে পারে (12 নং পৃষ্ঠায় দেখুন)। তবে, বাড়ির যুক্তিসঙ্গত যত্ন নেওয়ার, মর্টগেইজ বা ভাড়া পরিশোধ করার অথবা আসবাবপত্র বা অন্যান্য জিনিষ ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত আদেশের সঙ্গে আদালত গ্রেফ্তারের ক্ষমতা যুক্ত করতে পারে না। আইনে একটা বর্তমান ফাঁকের দরুণ, আদালত মর্টগেইজ বা ভাড়া পরিশোধ করা বাধ্যতামূলক করতে পারে না।

কোনরকম চরম পরিস্থিতিতে আবেদনকারীরা উত্যক্ত-না হওয়ার আদেশ পাওয়ার জন্য অনুসৃত একই ধরনের পদ্ধতি ব্যবহার করে' বসবাসের আদেশ সংগ্রহ করতে পারে। একজন প্রতিবাদী যদি একটা বসবাসের আদেশ অমান্য করে, আবেদনকারী উত্যক্ত-না হওয়ার আদেশের ক্ষেত্রের মতো একই বলবৎকরণ প্রক্রিয়া ব্যবহার করতে পারবে।

বসবাসের আদেশের জন্য কে আবেদন করতে পারে?

তিন শ্রেণীর লোক বসবাসের আদেশের জন্য আবেদন করতে পারে :

- যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিরা
- যোগ্যতাসম্পন্ন নয় এমন ব্যক্তিরা; এবং
- বৈবাহিক সূত্রে বাড়িতে বাস করার অধিকার অথবা সিভিল পার্টনার হিসাবে অধিকার আছে এমন লোকজন।

বাসস্থানের ফ্রীহোল্ড বা নিষ্কর মালিক, ভাড়াটিয়া অথবা চুক্তির মাধ্যমে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির মতো ঐ বাসস্থানে বাস করার একই অধিকার একজন 'যোগ্যতাসম্পন্ন' ব্যক্তির থাকবে। 'যোগ্যতসম্পন্ন নয়' এমন ব্যক্তির ঐ ধরনের কোন অধিকার নেই।

পারিবরিক সহিংসতার ভুক্তভোগী ব্যক্তি কোন্ ধরনের বসবাসের আদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে সেটা নির্ভর করবে সে যোগ্যতাসম্পন্ন অথবা যোগ্যতাসম্পন্ন নয় কি না তার উপরে। যোগ্যতাসম্পন্ন না হলে, তার আবেদনের ধরন নির্ভর করবে সে প্রতিবাদীর সঙ্গে বিবাহিত ছিল কি না তার উপরে। একজন যোগ্যতাসম্পন্ন আবেদনকারী FLA'র সেক্শন 33 অনুসারে আবেদন করতে পারে, যেখানে যোগ্যতাসম্পন্ন নয় এমন একজন আবেদনকারী সেক্শন 35, 36, 37 বা 38 অনুসারে আবেদন করতে পারে।

বসবাসের আদেশর জন্য আবেদনকারী একজন যোগ্যতসম্পন্ন ব্যক্তিকে অবশ্যই প্রমাণ করতে হবে যে সে প্রতিবাদীর সঙ্গে সম্পর্কিত, উদাহরণস্বরূপ, বিবাহ, সিভিল পার্টনারশিপ্ কিংবা সহবাসের দ্বারা।

এই সম্পর্কের বিভিন্ন সংজ্ঞার তালিকা সংযোজন A-তে দেওয়া আছে।

শুনানি এবং আদেশের সঙ্গে কি কি জড়িত আছে?

FLA401 আবেদনের জন্য উত্যক্ত-না হওয়ার এবং বসবাসের আদেশের শুনানি পরিচালিত হয় গোপনীয়তা বজায় রেখে - কাউন্টী কোর্ট-এর "চেম্বারস্" বা বিচারকদের কক্ষে। FPC-তেও শুনানি হতে পারে, যে ক্ষেত্রে জনসাধারণ আদালতকক্ষে উপস্থিত থাকার অনুমতি পায় না। দুই আদালতের যে কোনোটাই অন্য কিছু লোককে, যেমন সহায়তা দেওয়ার জন্য একজন বন্ধু কিংবা বেসরকারী পরামর্শদাতা, উপস্থিত থাকর অনুমতি দিতে পারে। আবেদনকারীদের আদালতে মৌখিক সাক্ষ্য দিতে হতে পারে। মামলার জটিলতার এবং প্রতিবাদী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি অস্বীকার করছে কি না তার উপরে নির্ভর করে', শুনানির দৈর্ঘ্য বিভিন্ন রকম হতে পারে। শুনানিতে আদালতে যা যা করতে পারে :

a) আবেদন খারিজ করে' দেওয়া; অথবা

b) উত্যক্ত-না হওয়ার এবং/অথবা বসবাসের আদেশ জারি করা; অথবা

c) আবেদনকারী এবং প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে স্বীকৃত কিছু শর্ত অনুযায়ী প্রতিবাদীর কাছ থেকে একটা 'প্রতিশ্রুতি' (নিচে দেখুন) গ্রহণ করা তবে আদালতকে অবশ্যই এই বিষয়েও সন্তুষ্ট হতে হবে যে এটা আবেদনকারীকে যথেষ্ট সুরক্ষা প্রদান করবে।

এইসব 'প্রতিশ্রুতি' কি কি?

একটা প্রতিশ্রতি হলো এমন একটা বিকল্প উপায় যা সংশ্লিষ্ট পক্ষদের একটা পূর্ণাঙ্গ শুনানি ছাড়াই নিজেদের মধ্যে বিতর্কের নিষ্পত্তি করার সুযোগ দেয়। এটা আদালতকে দেওয়া কোন কিছু করার, অথবা না করার, একটা অঙ্গীকার। **এটা কোন দোষের স্বীকারোক্তি নয়।** কাউন্টী অথবা ফ্যামিলী প্রসিডিংস্ কোর্ট-এর তালিকাভুক্ত মামলাগুলিতে এইসব প্রতিশ্রুতি দেওয়া যায়, যদিও সেগুলি ভঙ্গ করার শাস্তি FPC-তে একই রকম নয়। দুই আদালতের যে কোনোটা কেবল সেইসব মামলাতেই প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করবে যেখানে তারা সন্তুষ্ট যে তেমনটা করা নিরাপদ। প্রতিবাদী তার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি স্বীকার না করেই প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। সুতরাং একটা প্রতিশ্রুতি পরবর্তী কোন ফৌজদারি প্রক্রিয়াতে অপরাধের অভিযোগের সাক্ষ্য কিংবা কোনরকম সহিংসতার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। এটা এমন কোন বাস্তব সাক্ষ্যও সরবরাহ করে না যে নির্যাতনের ঘটনা সত্যিই ঘটেছে।

আদালত একটা প্রতিশ্রুতির সঙ্গে 'গ্রেফ্তারের ক্ষমতা' যুক্ত করতে পারে না, তবে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা তখনও আদালত অবমাননার সামিল এবং আদালতের অন্য যে কোন আদেশের মতোই বলবৎযোগ্য। এই প্রতিশ্রুতি (যা একটা উত্যক্ত-না হওয়ার আদেশের মতো একই ভঙ্গীতে লেখা হয়) যে ব্যক্তি তা দিচ্ছে অবশ্যই তার দ্বারা স্বাক্ষরিত হতে হবে। সংশ্লিষ্ট পক্ষরা শুনানি ছেড়ে যাওয়ার আগে আদালত তাদের উভয়কেই N117 ফর্ম দেবে।

এই আদেশ কি বদলানো যায়?

প্রতিবাদী অথবা আবেদনকারী যদি একটা বসবাস-সংক্রান্ত আদেশ, অথবা উত্যক্ত-না করার আদেশ, অথবা দুইই বদলাতে (তাদের শর্তাবলীর পরিবর্তন করতে) অথবা বাতিল (খারিজ) করতে অথবা বর্ধিত করতে চায়, তাদের আদালতে নোটিস দিয়ে আবেদন করতে হবে। আদালত তখন আলাদা একটা শুনানির ব্যবস্থা করবে।

অন্যান্য আদালতেও কি আবেদন পেশ করা যায়?

পেশাজীবিদের মনে রাখা উচিত যে বিশেষ করে' সিভিল বা দেওয়ানি এবং/অথবা ফ্যামিলী কোর্ট-এ ব্যক্তিগত আইনের মামলায় (ব্যক্তিবিশেষদের মধ্যে মামলায়) আদালত ক্রিমিন্যাল কোর্ট-এ অন্যান্য অমীমাংসিত প্রক্রিয়া সম্পর্কে হয়তো জানবে না। উদাহরণস্বরূপ, দেখাসাক্ষাতের আবেদনের শুনানিতে আদালত এমন কোন অমীমাংসিত ফৌজদারি মামলার বিষয়ে সরাসরি জানবে না যেটাতে প্রতিবাদীর (যার বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে) জামিনের শর্তে তার শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আইনগত প্রতিনিধিদের উচিত সব সময়েই এইসব ব্যবস্থা সম্পর্কে তাদের ক্লায়েন্ট বা মক্কেলদের জিজ্ঞাসা করা। আদালতগুলি সম্ভবতঃ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের বলবে অন্য যে কোন প্রক্রিয়ার প্রতি তাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে, তবে আইনগত প্রতিনিধিদেরও নিশ্চিত করা উচিত যে আদালত যেন সমস্ত সাবেক ও বর্তমান প্রক্রিয়া সম্পর্কে সচেতন থাকে, যেখানেই সাক্ষ্যের নিয়মকানুনের অধীনে সেগুলির উল্লেখ করা অনুমোদিত।

এই নির্দেশিকার 3 নং অংশে, আমরা সাক্ষ্যের নিয়মকানুন নিয়ে, দুই এলাকার মধ্যে তথ্য ভাগ করার পরিপ্রেক্ষিতে, আরো বিস্তারিত আলোচনা করছি (ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্-এর ভূমিকার অংশে দেখুন)।

আপনি কি আপীল করতে পারেন?

উভয় পক্ষ যখন একটা শুনানিতে হাজির থেকেছে এবং এক বা দুই পক্ষই সেখানে দেওয়া আদেশে সন্তুষ্ট নয় তখন একটা পার্ট IV আদেশের বিরুদ্ধে আপীল রুজু করা যায়। এই আপীল আদেশের মূল তারিখের 14 দিনের মধ্যে পেশ করতে হবে। একজন আপীলকারী যদি এই তারিখের মধ্যে আপীল করতে ব্যর্থ হয়, তাহল যে আদালত অনুমোদনের আদেশ জারি করেছিল তার কাছেই সে তার আপীল প্রস্তুত করার জন্য আরো সময় চেয়ে আবেদন করতে পারে।

আপীলের শুনানি হবে যে আদালত মূল আদেশ জারি করেছিল তার থেকে আলাদা অন্যান্য আদালতে :

- ফ্যামিলী প্রসিডিংস্ কোর্ট-এ জারি করা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয় হাই কোর্ট-এর ডিভিশন্যাল কোর্ট-এ
- কাউন্টী কোর্ট-এর একজন ডিস্ট্রিক্ট জজের জারি করা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় কাউন্টী কোর্ট-এর একজন সার্কিট্ জজের সামনে
- হাই কোর্ট-এর একজন ডিস্ট্রিক্ট জজের জারি করা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা যায় একই এলাকার একজন হাই কোর্ট জজের সামনে; এবং
- একজন সার্কিট্ জজের জারি করা আদেশের বিরুদ্ধে আপীল করা হয় কোর্ট অভ্ অ্যাপীল বা আপীল আদালতে।

গ্রেফ্তারের ক্ষমতা বলতে কি বোঝায়?

সহিংসতা কিংবা সহিংসতার হুমকি পওয়া গেছে এমন যে কোন ক্ষেত্রে একটা উত্যক্ত-না করার আদেশের (1 জুলাই 2007 পর্যন্ত) বসবাসের আদেশের সঙ্গে 'পাওয়ার অভ্ অ্যারেস্ট' (PoA) বা গ্রেফ্তারের ক্ষমতা যুক্ত করা যেতে পারে। PoA একজন পুলিশ অফিসারকে ওয়ার‍্যান্ট বা পরোয়ানা ছাড়াই একজন প্রতিবাদীকে গ্রেফ্তার করার ক্ষমতা দেয়, যদি সেই ব্যক্তি

কোন একটা আদেশের শর্ত ভঙ্গ করেছে এমন সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে। আবেদনকারীর জন্য এর প্রধান সুবিধা হলো যে আদালতের কাছে গ্রেফ্তারের পরোয়ানা জারি করার আলাদা আবেদন করার দরকার হয় না। আদালতগুলি একটা আদেশের সঙ্গে (অথবা আদেশের কয়েক ধরনের শর্তের সঙ্গে) PoA যুক্ত করে' দিতে পারে, সেটা নোটিস-সহ বা নোটিস ছাড়া যাই হোক। প্রতিবাদী গ্রেফ্তার হওয়ার পর, পুলিশকে 24 ঘন্টার মধ্যে (সে গ্রেফ্তার হওয়ার সময় থেকে) তাকে আদালতের (অর্থাৎ যে আদালত মূল আদেশ জারি করেছিল তার মতো একই স্তরের আদালত) সামনে হাজির করতে হয়। আদালত যদি ঐ শুনানিতে সঙ্গে সঙ্গেই বিষয়টি সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে না পারে, তার অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক রাখার অথবা জামিন দেওয়ার ক্ষমতা আছে।

তবে, DV অ্যাক্ট 2004'এর সেক্শন 1 একটা উত্যক্ত-না করার আদেশ ভঙ্গ করাকে একটা ফৌজদারি অপরাধে পরিণত করার জন্য FLA'র সংশোধন করতে পারে এবং 1 জুলাই 2007 তারিখে এটা যখন কার্যকর হবে, তখন উত্যক্ত-না করার আদেশের সঙ্গে PoA যুক্ত করা আদালতগুলির জন্য আর আইনসঙ্গত হবে না। উপরন্তু, সীরিয়াস্ অর্গানাইজড্ ক্রাইম অ্যান্ড পুলিশ অ্যাক্ট (SOCPA) 2005 জানুয়ারী 2006 থেকে PACE'এর সেক্শন 24 অনুসারে সমস্ত গ্রেফ্তারযোগ্য অপরাধের তালিকার পরিবর্তন করে' সমস্ত অপরাধকে গ্রেফ্তারযোগ্য করছে, ফলে DV অ্যাক্ট 2004'এর সেক্শন 10 বাতিল হয়ে যাচ্ছে। সমস্ত বসবাস-সংক্রান্ত আদেশের সঙ্গে, যেখানে উপযুক্ত, PoA তখনও যুক্ত করা হবে।

সমস্ত PoA'র সঙ্গে তাদের মেয়াদ শেষ হওয়ার একটা তারিখ দেওয়া থাকবে। মাঝেমধ্যে যে আদেশের সঙ্গে তাদের যুক্ত করা হয়েছে তাদের মেয়াদ শেষ হওয়র আগেই এগুলির তারিখ পার হয়ে যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, যেখানে PoA কোন আদেশের একটামাত্র অংশের সঙ্গে যুক্ত সেখানে এটা ঘটতে পারে।

যে আদেশের সঙ্গে একটা PoA "যুক্ত করা হয়েছে" তার সমস্ত অংশের সুস্পষ্ট বর্ণনা FL406 নামের PoA ফর্মে অবশ্যই দেওয়া থাকতে হবে। আবেদনকারীর ঠিকানা যে পুলিশ থানার এলাকার মধ্যে পড়ে তার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে এই ফর্ম জমা দিতে হবে। তার সঙ্গে আবেদনকারীর (অথবা তার সলিসিটারের) কাছ থেকে এই মর্মে একটা বিবৃতি অবশ্যই থাকতে হবে যে প্রতিবাদীকে আদেশের সমস্ত শর্ত জানানো হয়েছে।

গ্রেফ্তারের পরোয়ানা কখন দরকার হতে পারে?

যেখানে একটা বসবাস-সংক্রান্ত আদেশের সঙ্গে PoA যুক্ত করা হয়নি, অথবা কেবল আদেশের কিছু শর্তের সঙ্গে এটা যুক্ত করা হয়েছে এবং প্রতিবাদী সেগুলি ভঙ্গ করছে, আবেদনকারী গ্রেফ্তারের পরোয়ানার জন্য একই দেওয়ানি আদালতের কাছে আবেদন করতে পারে। যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে পুলিশ যদি তাকে গ্রেফ্তার না করার কিংবা আদালতে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ না করার সিদ্ধান্ত নেয়, সেখানেও এই প্রক্রিয়া কার্যকর হবে। আবেদন করা হয় নোটিস-সহ (আগে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে) FL407 ফর্মে এবং তার সঙ্গে অবশ্যই হলফ করা সাক্ষ্য থাকতে হবে। আদালত যদি সন্তুষ্ট হয় যে প্রতিবাদী আদেশের শর্তগুলি মেনে চলেনি, তাকে গ্রেফ্তারের পরোয়ানা জারি করা হয় (ফর্ম FL408)। আবেদনকারীর ঠিকানা যে পুলিশ থানার এলাকার মধ্যে পড়ে তার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের কাছে এই ফর্ম আদালত পাঠিয়ে দেয়।

একটা 'পীন্যাল নোটিস' কি?

দায়বদ্ধতার ফর্ম এবং বসবাস-সংক্রান্ত আদেশের ফর্ম[10] উভয়ের ক্ষেত্রেই নিম্নলিখিত ভাষা ব্যবহার করা হয় : **"এই আদেশে দেওয়া সমস্ত নির্দেশ আপনাকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আপনি তা না করলে, আপনি আদালত অবমাননার জন্য দায়ী বিবেচিত হবেন, এবং আপনাকে কারাগারে পাঠানো হতে পারে।"**

এটাকে বলা হয় একটা 'পীন্যাল নোটিস' বা দণ্ড-সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি। প্রতিবাদী যদি এই আদেশ কিংবা দায় না মানে, তাহলে আবেদনকারী একই আদালতে তার আটকের শুনানির জন্য আবেদন করতে পারে।

এইসব শুনানিতে প্রতিবাদীকে, যদি সে আদেশ ভঙ্গ করে' থাকে, "কারণ দর্শাতে" হয়, অর্থাৎ ব্যাখ্যা করতে হয় কেন তাকে কারাগারে পাঠানো হবে না। তার কাজের উপযুক্ত ব্যাখ্যা যদি সে না দিতে পারে, বিচারক তাকে আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তি দিতে পারেন। (উত্যক্ত-না করার আদেশ ভঙ্গ করার জন্য 1 জুলাই 2007 তারিখের পর থেকে কি ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে তার বিস্তারিত বিবরণ 17 নং পৃষ্ঠায় দেওয়া হয়েছে।)

---

[10] 1 জুলাই 2007 তারিখ থেকে, উত্যক্ত-না করার এবং বসবাস-সংক্রান্ত আদেশের জন্য আলাদা ফর্ম ব্যবহার করা হবে।

কোন আদেশ ভঙ্গ করা হলে আদালত কি করে?

বসবাস-সংক্রান্ত যে আদেশের সঙ্গে একটা PoA যুক্ত করা হয়েছে তা ভঙ্গ করার দায়ে একজন প্রতিবাদীকে গ্রেফ্তার করার পর তাকে আদালতের সামনে হাজির করা হয়। আদালত তখন যা করতে পারে :

- বিষয়টি সম্পর্কে সঙ্গে সঙ্গেই ব্যবস্থা নিতে এবং প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করতে পারে; অথবা
- বিষয়টি মুলতুবী রাখতে পারে (গ্রেফ্তারের 14 দিনের মধ্যেই মামলা আদালতে ফিরিয়ে আনতে হবে যদি না সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সম্মতিক্রমে সময় বাড়ানো যায়) এবং প্রতিবাদীকে মুক্তি দিতে পারে; এবং
- শুনানির স্থগিত তারিখ সংশ্লিষ্ট পক্ষদের কমপক্ষে 2 দিনের আগাম নোটিস দিয়ে জানাতে পারে।

প্রতিশ্রুতির শুনানিতে আদালত স্থির করে আদেশ ভঙ্গ করা হয়েছে কি না এবং যদি জানা যায় যে ভঙ্গ করা হয়েছে, তাহলে কি শাস্তি দেওয়া হবে তা স্থির করে। বর্তমানে FPC দুই মাস পর্যন্ত এবং কাউন্টী কোর্ট দুই বছর পর্যন্ত আটকের আদেশ দিতে পারে। অধিকংশ প্রতিশ্রুতির ক্ষেত্রেই সময়সীমা হলো একাধিক বছরের বদলে কয়েক সপ্তাহ বা মাস। বহু ক্ষেত্রে আদালতগুলি সাস্পেন্ডেড বা শর্তসাপেক্ষে মুলতুবী প্রতিশ্রুতির আদেশ জারি করে, যার অর্থ হলো যে প্রতিবাদী যদি আদেশের শর্তগুলি মেনে চলে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে না।

'রীমান্ড' বা হাজতে পাঠানোর ধরন কি কি?

- **'রীমান্ড ইন কাস্টডী' বা আটকের জন্য হাজতে পাঠানো :** প্রতিবাদীকে আটক রাখা হয়, এবং প্রতিশ্রুতির আদেশের মেয়াদের শেষে, সাধারণতঃ এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় থেকে পুরো 8 দিনের বেশী নয়, আদালতের সামনে আবার হাজির করা হয়। এইভাবে আটকের মেয়াদ যদি পুরো 8 দিনের বেশী না হয়, প্রতিবাদীকে পুলিশ থানাতেই আটক রাখা যেতে পারে।
- রীমান্ড ইন কাস্টডী – উপরের মতোই, তবে প্রতিবাদীকে এখানে বলা হয় 'ডিফেন্ড্যান্ট' বা আত্মপক্ষ সমর্থনকারী।
- **'রীমান্ড অন বেইল' বা জামিনসাপেক্ষে আটক :** প্রতিবাদীকে জামিন মঞ্জুর করা হতে পারে, যার অর্থ হলো যে তাকে আটক রাখা হবে না তবে আদালত নির্দেশিত কিছু শর্ত তাকে মেনে চলতে হবে। এদের মধ্যে থাকতে পারে প্রতিবাদীর শুনানিতে ফিরে আসা নিশ্চিত করার জন্য 'বন্ড' বা মুচলেকা হিসাবে কিছু টাকা জমা রাখার নির্দেশ তাকে দেওয়া; অথবা প্রতিবাদীর তরফে অন্য কোন ব্যক্তির কাছ থেকে ঐ মুচলেকা জমা রাখা। এইভাবে আটকের মেয়াদ পুরো 8 দিনের বেশী হতে পারবে না, যদি না উভয় পক্ষ আরো বেশী মেয়াদে সম্মত হয়। তবে মুলতুবী রাখা শুনানির নতুন তারিখ প্রতিবাদীর গ্রেফ্তারের 14 দিনের বেশী পরে হবে না।
- রীমান্ড অন বেইল – প্রতিবাদীকে নিঃশর্তে অথবা শর্তসাপেক্ষে জামিন দেওয়া হতে পারে। ডিফেন্ড্যান্ট বা আত্মপক্ষ সমর্থনকারী যদি তার জামিন অনুযায়ী নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে ও স্থানে হাজির না হয়, অথবা জামিনের কোন শর্ত ভঙ্গ করে, তাকে গ্রেফ্তার করে' আদালতে হাজির করা যেতে পারে। তার আটকের পরিস্থিতি তখন এই শর্ত ভঙ্গের পরিপ্রেক্ষিতে নতুন করে' বিবেচনা করা হবে।
- **আরো রীমান্ড :** প্রতিবাদী যদি অসুস্থতা কিংবা অন্য কোন সমস্যার দরুণ আদালতে হাজিরা দিতে না পারে, রীমান্ড-এর মেয়াদ বাড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে।
- উপরের মতোই, তবে প্রতিবাদীকে এখানে বলা হয় 'ডিফেন্ড্যান্ট' বা আত্মপক্ষ সমর্থনকারী।

DV অ্যাক্ট 2004'এর সেক্শন 1 একটা উত্যক্ত-না করার আদেশ ভঙ্গ করাকে একটা ফৌজদারি অপরাধ ঘোষণা করবে। উত্যক্ত-না করার আদেশ ভঙ্গ করার দায়ে একজন লোককে গ্রেফ্তার করা যেতে পারে যদি সে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ছাড়া এবং যখন সে ঐ আদেশের অস্তিত্ব জানতো তখন সেটা করে।

একজন লোক যদি ইতিমধ্যেই এমন কোন আচরণের জন্য শাস্তি পেয়ে থাকে যা আদালত অবমাননার সামিল, সেক্শন 1 অনুসারে তাকে কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা যাবে না। আবার, তার আচরণের দরুণ যদি তাকে সেক্শন 1 অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে, তাকে আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তি দেওয়া যাবে না।

একটা উত্যক্ত-না করার আদেশ ভঙ্গের ব্যাপারে যদি পুলিশ ডাকা হয় এবং তারা প্রতিবাদী/তথাকথিত দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করে, এবং যদি (ভুক্তভোগী-আবেদনকারী এবং CPS-এর সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে) মামলা দায়ের না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, ভুক্তভোগী-আবেদনকারী তখনও ঐ আদেশ ভঙ্গকে আদালত অবমাননা হিসাবে বিবেচনা করার জন্য দেওয়ানি আদালতের কাছে আবেদন করতে পারবে।

ভুক্তভোগী-আবেদনকারী পুলিশকে একেবারেই জড়িত না করার সিদ্ধান্তও নিতে পারে এবং আলাদাভাবে একটা গ্রেফ্তারের পরোয়ানা বা নির্দেশ জারি করার আবেদন করতে পারে এবং কেন প্রতিবাদীকে কারাগারে পাঠানো হবে না তার কারণ দর্শিয়ে একট নোটিস বা বিজ্ঞপ্তি জারি করার ব্যবস্থা করতে পারে এবং বিষয়টিকে, উপরে যেমন বর্ণনা করা হয়েছে, দেওয়ানি আদলতে পেশ করতে পারে।

যদি দায়ী ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার এবং তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করা হয়, তাহলে বিচার পদ্ধতি বসবাস-সংক্রান্ত আদেশের মতোই হবে, কেবল এই বিষয়ে ছাড়া যে তথাকথিত দোষী ব্যক্তিকে প্রথমে ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। মূল দেওয়ানি প্রক্রিয়ার ভুক্তভোগী-আবেদনকারী তখন একটা ফৌজদারি মামলার মূল ভুক্তভোগী-সাক্ষীতে পরিণত হবে এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ মামলা দায়ের করবে এই শর্তসাপেক্ষে যে যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ আছে এবং এটা জনস্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনেই করা উচিত।

প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট 1997 (দেওয়ানি)

প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট 1997 (PHA 1997) বা হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা আইনের মধ্যে রয়েছে পারিবারিক সহিংসতার ফৌজদারি এবং দেওয়ানি উভয় প্রকারেরই প্রতিকারসমূহ। এই নির্দেশিকার 3 নং অংশে আমরা ফৌজদারি দণ্ডবিধানগুলি ব্যাখা করছি।

এই অ্যাক্ট বা আইনের প্রতিকারগুলি ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর মতো একই রকম। PHA 1997 প্রথমে রচিত হয়েছিল "পিছু নেওয়া" বা "অনুসরণ করার" সমস্যার মোকাবেলার জন্য তবে যে'সব লোক পারিবারিক সম্পর্ক এবং/অথবা সহবাসের মাধ্যমে "সম্বন্ধ গঠনের" প্রয়োজনীয় শর্তগুলি পূরণ করছে না এই কারণে FLA 1996'এর অধীনে একটা আদেশের জন্য আবেদন করতে পারে না তারাও এটা ব্যবহার করে' থাকে। DV অ্যাক্ট 2004 : সেক্শন 3 খানিক দূর পর্যন্ত এই পরিস্থিতির উন্নতি করতে পারবে – সহবাসকারী একই লিঙ্গের দম্পতিদের ভিন্ন লিঙ্গের দম্পতিদের মতো অংশ IV আদেশ লাভ করার সমান সুযোগ প্রদান করে' (2005 সালের ডিসেম্বার মাসে কার্যকর), এবং সেক্শন 4 - যে'সব দম্পতি কখনও সহবাস অথবা বিবাহ করেনি তাদের অংশ IV আদেশ লাভ করার যোগ্যতা প্রদান করে' (1 জুলাই 2007 তারিখে কার্যকর হবে)।

PHA 1997 প্রতিবাদীদের কার্যকলাপের উপরে বিধিনিষেধ আরোপ করার জন্য কিছু দেওয়ানি প্রতিকার সরবরাহ করে – আচরণ নিয়ন্ত্রণ এবং/অথবা আবেদনকারীর বাড়ির বা কাজের জায়গার চারপাশের একটা এলাকায় তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করার জন্য - এবং হয়রানির জন্য ক্ষতিপূরণ দাবি করার জন্য। এইসব প্রতিকারের মধ্যে আছে ইনজাংশন বা স্থগিতাদেশ এবং ক্ষতিপূরণের দাবি। একটা মোটামুটি সাম্প্রতিক দৃষ্টান্তে এই অ্যাক্ট বা আইনের সম্ভাব্য কার্যকারিতার উপরে আলোকপাত করা হয়েছে। একটা মামলায় শ্বাশুড়ির বিরুদ্ধে পেশ করা আবেদন সফল হয় যেখানে এক তরুণীর উপরে তার শ্বাশুড়ির ইচ্ছাকৃত ও অবহেলাপূর্ণ নির্যাতনকে হয়রানি বিবেচনা করে' আবেদনকারীকে £35,000 পাউন্ড ক্ষতিপূরণ মঞ্জুর করা হয়।[11]

কে আবেদন করতে পারে ?

এই অ্যাক্ট অনুসারে যে কোন লোক অন্য যে কোন লোকের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ বা ক্ষতিপূরণের জন্য আবেদন করতে পারে।

এই অ্যাক্ট-এর সেক্শন 3 অনুসারে, আবেদন বিবেচনা প্রক্রিয়া "সেক্শন 1 ভঙ্গের প্রকৃত কারণের অথবা আশংকার" ভিত্তিতে পরিচালিত হতে পারে। এটা অ্যাক্ট-এর অধীনে ফৌজদারি প্রক্রিয়া থেকে আলাদা যার জন্য একটা "বিশেষ ধরনের আচরণের" প্রমাণ দরকার হয়, অর্থাৎ দেখাতে হয় যে আত্মপক্ষ সমর্থনকারী কমপক্ষে আগের দুই ঘটনায় দাবিদারকে হয়রানি করেছে।

---

[11] সিং-বনাম-ভাকার (4NG17900) নটিংহ্যাম কাউন্টী কোর্ট 24 জুলাই 2006

কোন্ কোন্ আদালত জড়িত থাকে?

এই অ্যাক্ট-এর সেক্শন 3 অনুসারে হাই কোর্ট কিংবা কাউন্টী কোর্ট-এর কাছে আবেদন করা যায়। FPC এইসব মামলানিয়ে কাজ করতে পারে না।

আবেদনকারীরা কিভাবে আবেদন করতে পারে?

পুলিশ যদি অ্যাক্ট-এর সেক্শন 2 বা 4 অনুসারে ফৌজদারি প্রক্রিয়া শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে দেওয়ানি প্রক্রিয়া অনুসরণ করার দরকার মোটেই হবে না। আবেদনকারী যদি সেক্শন 3 অনুসারে দেওয়নি প্রক্রিয়া অনুসরণ করা স্থির করে, তারা হয় নিজেরাই সেটা করতে পরে কিংবা একজন সলিসিটারকে নিয়োগ করতে পারে। সলিসিটারকে ব্যবহার করা টাকার হিসাবে বেশী ব্যয়সাধ্য, যদি না আবেদনকারীরা সরকারী আর্থিক সাহায্য পায় (6 নং পৃষ্ঠা দেখুন)। যে আবেদনকারী নিজেই সব কিছু করছে তাকে অবশ্যই সমস্ত ফর্ম পূরণ করার জন্য এবং মামলা বিচারে তোলা হলে আদালতের সামনে তার যুক্তি পেশ করার জন্য, সেই সাথে তথাকথিত দোষী ব্যক্তির জেরা বা প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্য, প্রস্তুত থাকতে হবে।

ক্ষতিপূরণের অথবা স্থগিতাদেশের দাবি জানানোর সময়ে, আবেদনকারীদের সামনে বিভিন্ন বিকল্প আছে। তারা যা যা করতে পারে :

1) একটা নির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য (একটা নির্দিষ্ট অংকের ক্ষতিপূরণ) দাবি জানাতে পারে; অথবা

2) একটা অনির্দিষ্ট পরিমাণের জন্য (একটা অনির্দিষ্ট অংকের ক্ষতিপূরণ) দাবি জানাতে পারে; এবং/অথবা

3) কিছু টাকার দাবিসহ বা ছাড়া একটা স্থগিতাদেশের আবেদন পেশ করতে পারে।

তারা যাই বেছে নিক, আবেদনকারীদের N1 ফর্ম (যা আদালত থেকে সংগ্রহ করা যায়) পূরণ করতে হবে। এর জন্য যে ফী দিতে হবে তা, এবং আদালতের যে প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে হবে সেটা, নির্ভর করবে যে প্রতিকার চাওয়া হচ্ছে তার ধরনের উপরে। তবে, আবেদনকারীরা যদি উপরোক্ত 3 নং বিকল্প অনুসরণ করতে চায়, একজন ডিস্ট্রিক্ট বা সার্কিট্ জজের সামনে শুনানি হবে।

যে দাবিদাররা উপরোক্ত 1 নং বিকল্প বেছে নিচ্ছে তাদের হয়তো জজের সামনে উপস্থিত হতে হবে না। একজন প্রতিবাদী যদি দাবিতে সাড়া না দেয় এবং আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি পেশ করায় ব্যর্থ হয়, দাবিদার প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে রায় দেওয়ার অনুরোধ আদালতকে জানাতে পারবে। এইসব ক্ষেত্রে, আদালতে উপস্থিত থাকা দরকারী নয়। জরুরী পরিস্থিতিতে, দাবিদাররা সম্পূর্ণ প্রক্রিয়ার জন্য আবেদন পেশ করার আগে আদলতের কাছে একটা অন্তর্বর্তী, অথবা সাময়িক, স্থগিতাদেশের জন্য আবেদন (N244 ফর্ম ব্যবহার করে') করতে পারবে।

PHA 1997'এর অধীনে কি ধরনের বলবৎকরণ প্রক্রিয়া আছে?

এই অ্যাক্ট বা আইনের অধীনে একটা আদেশ অমান্য করা ফৌজদারি অপরাধ। FLA 1996'এর মতো একটা গ্রেফ্তারের ক্ষমতা যুক্ত করার কোন ব্যবস্থা এই অ্যাক্ট-এ নেই। তবে যখন আদালত একজন প্রতিবাদীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে একটা স্থগিতাদেশ জারি করে, এবং একজন দাবিদার বলে যে প্রতিবাদী এই আদেশ ভঙ্গ করেছে, সে একটা গ্রেফ্তারের পরোয়ানার জন্য আবেদন করতে পারে (যে আদালত আদেশ জারি করেছিল তার মাধ্যমে)। একটা পরোয়না কেবল তখনই জারি করা যায় যখন আবেদনকারী হলফ করে' তার বক্তব্য পেশ করেছে এবং বিচারকের এমন বিশ্বাস করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে প্রতিবাদী ঐ আদেশ, বা তার অংশবিশেষ, মেনে চলেনি। তখন আদালত আবেদনকারীর এলাকার পুলিশ থানার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের উপরে পরোয়ানা জারি করবে। তবে, আদেশ ভঙ্গের সঙ্গে জড়িত কার্যকলাপ যদি ফৌজদারি অপরাধ বিবেচিত হয়, পুলিশ তার দায়ে গ্রেফ্তার করতে পারবে।

অন্যথায়, একজন দাবিদার একটা 'কমিট্যাল অ্যাপ্লিকেশন' – একজন প্রতিবাদীকে পুলিশের হেফাজতে অথবা কারাগারে আটক রাখার আবেদন করতে পারে। আদালতের কর্মীরা এই আবেদন পেশ করার পর, সেটা শুনানির তালিকায় রাখা হবে। আদেশ ভঙ্গের অভিযোগ যদি প্রমাণিত হয়, প্রতিবাদীকে তখন "কারণ দর্শাতে হবে" কেন আদেশ অমান্য করার দায়ে তাকে কারাগারে পাঠানো হবে না।

সিভিল পার্টনারশিপ্ অ্যাক্ট (CPA) 2004

5 ডিসেম্বার 2005 তারিখে প্রবর্তিত এই আইন এক নতুন ধরনের আইনগত সম্পর্ক সৃষ্টি করে, যা এমন দু'জন লোকের মধ্যে স্থাপিত হতে পারে যারা :

- একই লিঙ্গের;
- ইতিমধ্যেই বর্তমান কোন সিভিল পার্টনারশিপ্ সম্পর্কে লিপ্ত অথবা আইনসঙ্গতভাবে বিবাহিত নয়;
- সম্পর্কের কোন রকম নিষিদ্ধ মাত্রার মধ্যে নয়;
- উভয়েই ষোলো বছর বা তার বেশী বয়সী।

সিভিল পার্টনারশিপ্ বিবাহ নয় তবে একই ধরনের গুরুত্ব এবং অঙ্গীকারসম্পন্ন একটা সমান্তরাল সম্পর্ক যা এ'জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে একই লিঙ্গের দম্পতিরা যদি চায় তাহলে তারা যেন তাদের মধ্যে সম্পর্কের একটা আইনগত স্বীকৃতি লাভ করতে পারে। এটা ঐ দম্পতিকে পরস্পরের সিভিল পার্টনার হওয়ার মর্যাদা প্রদান করবে। একটা রেজিস্ট্রেশন বা নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পাদন করার মাধ্যমে তারা আইনসঙ্গত বৈবাহিক সম্পর্কের মতো একে অন্যের আইনসঙ্গত জীবনসাথী হওয়ার অধিকার লাভ করবে। এই অ্যাক্ট বিদেশী আইন অনুযায়ী কয়েক ধরনের নথিভুক্ত আইনসঙ্গত সম্পর্ককেও (যে'সব দেশে সিভিল পার্টনারশিপ্ স্বীকৃত সেখানে একই লিঙ্গের লোকদের মধ্যে বিবাহসহ) ইউকে বা যুক্তরাজ্যে সিভিল পার্টনারশিপ্ হিসাবে স্বীকৃতিদান করবে।

CPA 2004 অ্যাক্ট (সেক্শন্ 82, শিডিউল 9) ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর অংশ IV সংশোধন করছে, যাতে সিভিল পার্টনারদের প্রতি বিবাহিত দম্পতিদের মতো একই ব্যবস্থা প্রযোজ্য হয়। এর অর্থ হলো যে একজন 'স্বামী বা স্ত্রীর' জন্য যে'সব ব্যবস্থা আছে, তাদের মতোই সিভিল পার্টনারদেরও একই অধিকার থাকবে। DV অ্যাক্ট 2004'এর সেক্শন একই সময়ে FLA 1996'এর 'পরস্পর-সম্পর্কিত' লোকজনের তালিকা সংশোধন করে' ব্যাখ্যা করছে যে 'সহবাসীদের' মধ্যে একই লিঙ্গের সহবাসীরা থাকতে পারে।

ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, ক্রাইম অ্যান্ড ভিক্টিমস্ অ্যাক্ট 2004[12]

ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 2006, যা কার্যকর হবে 1 জুলাই 2007 তারিখ থেকে, এই 'পারিবারিক সহিংসতা, অপরাধ ও ভুক্তভোগী আইন 2004'এর 1 ও 4 নং সেক্শনের অন্তর্গত ব্যবস্থাগুলির দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে। সেক্শন 2 ও 3 কার্যকর হয়েছিল 2005 সালের ডিসেম্বার মাসে; সংশ্লিষ্ট পক্ষরা যদি সহবাসী অথবা সাবেক সহবাসী হয় তাহলে সেটা এবং তাদের সম্পর্কের প্রকৃতি সেক্শন 2 বর্ণনা করছে; সেক্শন 3 সহবাসী একই লিঙ্গের দম্পতিদের একই ধরনের উত্যক্ত-না করার এবং বসবাস-সংক্রান্ত আদেশ লাভ করার সুযোগ দিচ্ছে।

সেক্শন 1 একটা উত্যক্ত-না করার আদেশ ভঙ্গ করাকে ফৌজদারি অপরাধ গণ্য করছে। এই আদেশ ভঙ্গের অভিযোগ প্রমাণিত হলে পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড হতে পারে। বিস্তারিত বিবরণ 14 নং পৃষ্ঠায় "কোন আদেশ ভঙ্গ করা হলে আদালত কি করে?" শিরোনামে দেওয়া হয়েছে।

কখনো সহবাস অথবা বিবাহ করেনি এমন যে'সব দম্পতি উত্যক্ত-না করার এবং বসবাস-সংক্রান্ত আদেশ লাভ করার যোগ্য তাদের জন্য সেক্শন 4 কিছু ব্যবস্থা নির্দেশ করছে।

সেক্শন 12 : যে কোন অপরাধের জন্য শাস্তি (বা তার দায় থেকে মুক্তি) দেওয়ার সময়ে তার উপরে বিধিনিষেধ জারি করার এবং বিধিনিষেধের আদেশ পরিবর্তন করার কিংবা খারিজ করার আবেদন যদি করা হয় তাহলে ঐ আদেশে উল্লিখিত কোন লোককে তার স্বপক্ষে আদালতে সাক্ষ্য পেশ করার অধিকার দেওয়ার ক্ষমতা আদালতগুলিকে প্রদান করছে। এই অংশও1 জুলাই 2007 তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট 1997 বা হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা আইন 1997'এর ফৌজদারি বৈশিষ্ট্যসমূহ-সংক্রান্ত সেক্শনের অংশ 3 তার বিস্তারিত বিবরণ দিচ্ছে।

---

12 http://www.legislation.hmso.gov.uk/acts/acts2004/20040028.htm

অংশ II - শিশুরা

চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989

ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর শিডিউল 6 চিলড্রেন অ্যাক্ট বা শিশু আইন 1989 সংশোধন করার মাধ্যমে আদালতকে অনুমতি দেয় যে একজন ব্যক্তিকে কোন শিশুর বাড়ি থেকে সরিয়ে দেওয়া বা বহিষ্কার করার, অথবা শিশুর বাড়ির চরপাশের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় ঐ ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ করার একটা শর্ত, প্রয়োজন হলে গ্রেফ্তারের ক্ষমতাসহ, আদেশের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে। যেখানে আদালতের বহিষ্কারের শর্ত জারি করার ক্ষমতা আছে সেখানে আদালত তার বদলে প্রাসঙ্গিক ব্যক্তির কাছ থেকে একটা প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করতে পারে।

আদালত একমাত্র তখনই এইসব আদেশ জারি করবে (চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989'এর সেক্শন 44A, 44B, 38A ও 38B অনুসারে) (ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর শিডিউল 6 দ্বারা যেমন সংযোজিত) যখন একটা 'ইমার্জেন্সী প্রোটেক্শন অর্ডার' বা জরুরী সুরক্ষা আদেশ অথবা একটা 'ইন্টারিম কেয়ার অর্ডার' বা অন্তর্বর্তী যত্নের আদেশ জারি করা হয়েছে।

অ্যাডপ্শন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাক্ট 2002

অ্যাডপ্শন অ্যান্ড চিলড্রেন অ্যাক্ট বা দত্তক গ্রহণ ও শিশু আইন প্রণয়ন করা হয় 2002 সালের নভেম্বার মাসে। এই অ্যাক্ট এখন স্পষ্ট নির্দেশ দেয় যে একটা আদালত যখন চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989'এর সেক্শন 8 অনুসারে কোন আবেদন বিবেচনা করছে এবং একই সঙ্গে বিবেচনা করছে যে একটি শিশুর ক্ষতি হয়েছে কি না, অথবা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না, তাকে অবশ্যই এমন ক্ষতির বিষয়ে বিবেচনা করতে হবে যা কেবলমাত্র পারিবারিক সহিংসতার কারণে নয়, সেই সাথে তেমন কেন ঘটনার সাক্ষী হওয়ার কারণেও শিশুটির হয়েছে।

ক্ষতির পরিমার্জিত সংজ্ঞা 2005 সালের জানুয়ারী মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যকর করা হয়। এই সংশোধন আদালতগুলির জন্য এমন নির্দেশ প্রদান করছে যা – সংশ্লিষ্ট আদালতগুলির এবং পেশাজীবি ব্যক্তিদের জন্য – দেখাসাক্ষাৎ ও পরিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে বর্তমান নির্দেশগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়।

শিশুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ এবং বসবাস-সংক্রান্ত আবেদনের জন্য পরিমার্জিত C1 ও C1A ফর্মগুলিও (সাধারণভাবে এগুলি 'গেইটওয়ে' ফর্ম নামে পরিচিত) 31 জানুয়ারী 2005 তারিখে প্রবর্তিত হয়। আবেদনকারীদের এবং প্রতিবাদীদের গোড়ার দিকেই ক্ষতি সম্পর্কে তাদের নিজস্ব চিন্তাভাবনা প্রকাশ করার, পারিবারিক সহিংসতার কোন ঘটনা শিশুর উপরে বিরূপ প্রভাব বিস্তার করেছে কি না, অথবা ভবিষ্যতে তেমন করতে পারে কি না, তা বিবেচনা করার জন্য আদালতগুলিকে তথ্য সরবরাহ করার সুযোগ আছে।

চিলড্রেন অ্যাক্ট 2004

চিলড্রেন অ্যাক্ট 2004 শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়গুলিতে তথ্য প্রকাশ-সংক্রান্ত নিয়মকানুনের পরিবর্তন করেছে। নতুন নিয়মকানুন কার্যকর হয় 31 অক্টোবার 2005 তারিখে। বিস্তারিত বিবরণের জন্য কোর্ট সার্ভিস্ ওয়েবসাইট-এ প্রকাশিত নির্দেশিকা দেখুন : http://www.hmcourts-service.gov.uk/docs/ex710_1105.pdf

নতুন নিয়মকানুনের কোন কিছুই এই নীতির গুরুত্ব কমাচ্ছে না যে শিশুদের মঙ্গলবিধানই আদলতের প্রধান দায়িত্ব অথবা সুনির্দিষ্ট কিছু বিষয়ে তথ্যের আরো ব্যাপক প্রকাশ বা সীমিতকরণে আদালতের অন্তর্নিহিত ক্ষমতাকে ক্ষুন্ন করছে না। এইসব নিয়মকানুন উপযুক্ত পরামর্শ ও সহায়তা পাওয়ার জন্য শিশুদের এবং প্রাপ্তবয়স্কদের প্রয়োজনের বিচারে তাদের গোপনীয়তা রক্ষার প্রয়োজনের মধ্যে ভারসাম্যবিধান করছে। বছরের আরো আগের দিকে আইনে অন্য যে'সব পরিবর্তন করা হয়েছিল এইসব নিয়মকানুন তাদের অতিরিক্ত।

চিলড্রেন অ্যাক্ট 2004'এর সেক্শন 62 কার্যকর হয়েছে 12 এপ্রিল 2005 তারিখ থেকে। এর অর্থ হলো যে :

- বিভিন্ন আদেশ অন্যান্য ব্যক্তিদের বা সংস্থাদের কাছে প্রকাশ করা এখন আর শিশুদের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন পারিবারিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট কোন পক্ষের জন্য ফৌজদারি অপরাধ হিসাবে বিবেচিত নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত সেটা জনসাধারণের কাছে, অথবা জনসাধারণের একটা অংশের কাছে, অথবা সংবাদমাধ্যমগুলির কাছে, প্রকাশ করা হচ্ছে না।

- যে ক্ষেত্রে নিয়মকানুন এমন কিছু পরিস্থিতিকে অনুমোদন করছে যেখানে গোপনে পরিচালিত পারিবারিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত সুনির্দিষ্ট তথ্যের আদান-প্রদান করা যেতে পারে সেই ক্ষেত্রে তা করা এখন আর আদালত অবমাননা হিসাবে বিবেচিত নয়।

চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডপ্শন অ্যাক্ট 2006

চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডপ্শন অ্যাক্ট বা শিশু ও দত্তক গ্রহণ আইন 2006[13] পার্লামেন্টারী বা সংসদীয় প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে যাওয়ার পর 21 জুন 2006 তারিখে রাজকীয় অনুমোদন লাভ করে। কার্যকর হওয়ার পর এই অ্যাক্ট শিশুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা আরো নমনীয় করে' তোলার ক্ষমতা আদালতগুলিকে প্রদান করবে এবং চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 অনুসারে জারি করা দেখাসাক্ষাতের আদেশগুলিকে বলবৎ করবে। এই আইনের নতুন ব্যবস্থাগুলির মধ্যে আছে দেখাসাক্ষাতের আগে একটা "দেখাসাক্ষাৎ সক্রিয়তা" পালন করার, যেমন প্রাসঙ্গিক মা-বাবার দায়িত্ব পালনের কর্মসূচিতে বা ক্লাসে, অথবা তথ্য লাভ করার অধিবেশনে, যোগ দেওয়ার নির্দেশ মা-বাবাদের দেওয়ার ক্ষমতা আদালতগুলিকে প্রদান করা। দেখাসাক্ষাতের আদেশের সঙ্গে কিছু শর্ত যোগ করার ক্ষমতাও এই অ্যাক্ট আদালতগুলিকে দেবে, যার ফলে একজন মা কিংবা বাবার একটা "দেখাসাক্ষাৎ সক্রিয়তা" পালন করার দরকার হবে এবং দেখাসাক্ষাতের উপরে নজর রাখার জন্য একজন চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলী কোর্ট অ্যাডভাইজরী সাপোর্ট সার্ভিসেস্ (CAFCASS) অফিসারের ব্যবস্থা করা হবে।

দেখাসাক্ষাতের আদেশ যেখানে ভঙ্গ করা হয়েছে, সেখানে তেমন আদেশ বলবৎ করার জন্য আইনে ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যার ফলে যে ব্যক্তি একটা দেখাসাক্ষাতের আদেশ ভঙ্গ করবে তার উপরে বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার নির্দেশ জারি করার ক্ষমতা আদালতগুলির থাকবে। এটা দেখাসাক্ষাতের আদেশ ভঙ্গ করার বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে আরো নমনীয়ভাবে ব্যবস্থা নেওয়ার সুযোগ আদালতগুলি পাবে, এবং এটা হবে দেখাসাক্ষাতের আদেশ ভঙ্গ করাকে আদালত অবমাননা হিসাবে বিবেচনা করার বর্তমান ক্ষমতার অতিরিক্ত।

অ্যাক্ট-এর সেক্শন 7 নির্দেশ দিচ্ছে যে CAFCASS অফিসাররা, অথবা ওয়েলশ্ ফ্যামিলী প্রসিডিংস্ অফিসাররা, চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 [বসবাস/দেখাসাক্ষাৎ/নিষিদ্ধ পর্যায় ও সুনির্দিষ্ট বিষয়-সংক্রান্ত আদেশ] অনুসারে ব্যক্তিগত আইনঘটিত প্রক্রিয়ায় ঝুঁকির মূল্যায়ন পরিচালনা করবে, যেখানে তারা মনে করবে যে একটি শিশুর ক্ষতির ঝুঁকির সম্মুখীন হওয়ার কারণ রয়েছে। তখন শিশুটির ক্ষতি হওয়ার ঝুঁকির ব্যাপারে তারা যা জেনেছে সেটা তাদের আদালতকে জানাতে হবে।

[আশা করা হচ্ছে যে 31 অক্টোবার 2007 তারিখ থেকে ফ্যামিলী অ্যাসিস্ট্যান্স অর্ডারস্ এবং ঝুঁকি মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডপ্শন অ্যাক্ট 2006'এর অংশ 1 কার্যকর হবে।]

---

13 এই অ্যাক্ট-এর ভাষ্য পাওয়া যাবে এখানে : http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2006/20060020.htm
এই লিংক মা-বাবাদের বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে সরকারের সবুজপত্র Children's Needs and Parents' Responsibilities দেখার জন্য : http://www.dfes.gov.uk/chidrensneeds/

অংশ III: ফৌজদারি দণ্ডবিধান

প্রণীত আইনকানুন

ফৌজদারি আইনের অধীনে 'পারিবারিক সহিংসতার' কোন সুনির্দিষ্ট অপরাধ নেই। সুতরাং, কোন একটা অভিযোগের ক্ষেত্রে নির্যাতন বা সহিংসতার বিশেষ পরিস্থিতিগুলি, যতটা সম্ভব, প্রতিফলিত হয়ে থাকে। এর অর্থ হলো যে এমন অনেক ধরনের অপরাধ আছে যেগুলি একটা পারিবারিক পরিস্থিতির বিচারে সহিংসতা হিসাবে পরিগণিত হতে পারে, সেই সাথে এমন কিছু অপরাধকেও বিবেচনা করতে হয় যেগুলি জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়ার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নিচের অ্যাক্ট বা আইনগুলির বিভিন্ন অংশ পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য - এই তালিকা চূড়ান্ত নয় :

হত্যা	কমন বা সাধারণ আইন
ম্যানস্লটার বা অপরিকল্পিত নরহত্যা	কমন বা সাধারণ আইন
জামিনের শর্তভঙ্গের ঘটনা	বেইল অ্যাক্ট 1976 s6(1) (2) এবং (7)
অপরাধমূলক ক্ষয়ক্ষতিসাধন	ক্রিমিন্যাল ড্যামেজ অ্যাক্ট 1971 s1 (1)
সাধারণ হামলা	ক্রিমিন্যাল জাস্টিস্ অ্যাক্ট 1988 s39
হত্যার হুমকি দেওয়া	অফেন্সেস্ এগেইস্ট দ্য পারসনস্ অ্যাক্ট 1961 s16
ইচ্ছাকৃত GBH বা গুরুতর শারীরিক ক্ষতিসাধন	অফেন্সেস্ এগেইস্ট দ্য পারসনস্ অ্যাক্ট 1961 s18
GBH / আহত করা	অফেন্সেস্ এগেইস্ট দ্য পারসনস্ অ্যাক্ট 1961 s20
ABH	অফেন্সেস্ এগেইস্ট দ্য পারসনস্ অ্যাক্ট 1961 s47
অন্যান্য	অফেন্সেস্ এগেইস্ট দ্য পারসনস্ অ্যাক্ট 1961
হয়রানি	প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট s2(1) এবং (2), 4(1)
দাঙ্গাহাঙ্গামা	পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট 1986 s3
ভীতি প্রদর্শনকারী আচরণ	পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট 1986 s4
ইচ্ছাকৃত ভীতি প্রদর্শনকারী আচরণ	পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট 1986 s4(A)
ধর্ষণ	সেক্সুয়াল অফেন্সেস্ অ্যাক্ট 1956 s1
যৌনসঙ্গম দ্বারা হামলা	সেক্সুয়াল অফেন্সেস্ অ্যাক্ট 2003 s2
যৌন হামলা	সেক্সুয়াল অফেন্সেস্ অ্যাক্ট 2003 s3
অন্যান্য	সেক্সুয়াল অফেন্সেস্ অ্যাক্ট 2003
চুরি	থেফট্ অ্যাক্ট 1968 s1
ব্ল্যাক্মেইল	থেফট্ অ্যাক্ট 1968 s21
সাক্ষীকে ভীতি প্রদর্শন	ক্রিমিন্যাল জাস্টিস্ অ্যান্ড পাবলিক অর্ডার অ্যাক্ট 1994 s51
অপরাধমূলক অনধিকার প্রবেশ	ক্রিমিন্যাল ল অ্যাক্ট 1977 s6(1)
শিশুর প্রতি নিষ্ঠুরতা	চিলড্রেন অ্যান্ড ইয়াং পারসনস্ অ্যাক্ট 1933 s1
শিশু অপহরণ	চাইল্ড অ্যাবডাক্শন অ্যাক্ট 1984 ss1 এবং 2
শোষণের উদ্দেশ্যে মানুষ পাচার	অ্যাসাইলাম অ্যান্ড ইমিগ্রেশন (ট্রীটমেন্ট অভ্ ক্লেইম্যান্টস্, এট্সেটেরা) অ্যাক্ট 2004 s4
যৌন শোষণের উদ্দেশ্যে মানুষ পাচার	সেক্সুয়াল অফেন্সেস্ অ্যাক্ট 2003 ss57-60

যখন একটা ফৌজদারি অপরাধের অভিযাগ পেশ করা হয় তখন প্রাথমিকভাবে তাদের বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে, যেহেতু সমস্ত ফৌজদারি মামলার বিচার অবশ্যই একটা ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে শুরু হতে হয়। অপরাধের গুরুত্বের উপরে নির্ভর করে', মামলা তারপর ক্রাউন কোর্ট-এ পাঠানো যেতে পারে। ধর্ষণের মতো গুরুতর অপরাধের মামলা সব সময়েই ক্রাউন কোর্ট-এ পাঠানো হয়, এবং এগুলি 'ইনডাইটেবল্ ওনলী' ('Indictable only') বা 'কেবল অভিযুক্তকরণ' অপরাধ নামে পরিচিত। এইসব ক্ষেত্রে ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত স্থির করবে মামলার প্রকৃতি ঐ আদালতে বিচার হওয়ার পক্ষে বেশী

গুরুতর কি না। যদি তা হয় তারা মামলা ক্রাউন কোর্ট-এ পাঠিয়ে দেবে। ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত যদি স্থির করে যে মামলার শুনানি সেখানেই হতে পারে, তা সত্ত্বেও প্রতিবাদী মামলার শুনানি ক্রাউন কোর্ট-এ করার আবেদন জানাতে পারে। 'সামারী ওনলী' ('Summary only') মামলার শুনানি কেবলমাত্র একটা ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতেই হবে।

পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীরা এমন দাবি করতে পারে না যে ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ (CPS) একটা ফৌজদারি মামলা পরিচালনা করবে। CPS যদি কোন মামলা পরিচালনা না করার সিদ্ধান্ত নেয়, নিচে বর্ণিত কোন কারণে, তাহলে ভুক্তভোগী ফৌজদারি প্রতিকারের বদলে দেওয়ানি প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা করতে পারে। তবে, যেখানেই সম্ভব সমস্ত মামলা পরিচালনা করাই CPS-এর নীতি।

পারিবারিক সহিংসতার প্রতি পুলিশের প্রতিক্রিয়া কি?

অধিকাংশ পুলিশ বাহিনীতেই ডমেস্টিক ভায়োলেন্স ইউনিট (DVU) আছে। এইসব ইউনিট-এর প্রত্যেকটার সঙ্গে যুক্ত অফিসাররা, যাদের পারিবারিক সহিংসতার (এবং কয়েকটা এলাকায় জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়ার মতো বিশেষ ঘটনার) মোকাবেলায় বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়, পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের সহায়তা দেওয়ার জন্য সব সময়ে প্রস্তুত থাকেন। সমস্ত বাহিনীতে স্থানীয় পুলিশ থানাগুলির সঙ্গে যুক্ত কমিউনিটী সেইফটী ইউনিট (CSU) আছে। এইসব ইউনিট ভুক্তভোগীদের তথ্য এবং পরামর্শও দিয়ে থাকে এবং বর্ণবাদী নির্যাতন ও গালিগালাজ, প্রতিবেশীদের হয়রানিমূলক আচরণ এবং ঘৃণাজনিত অপরাধ ও স্বজাতিবিদ্বেষজনিত সহিংসতার মতো যে'সব অভিজ্ঞতা একটা জনসম্প্রদায়ের হতে পারে তাদের মোকাবেলা করে।

পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় পুলিশকে ডাকা হলে তারা স্বাভাবিকভাবে :

- একটা প্রাথমিক তদন্ত করবে এবং যে'সব সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সেগুলি সংগ্রহ করবে, অন্যান্য যে সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যেতে পারে তাদের শনাক্ত করবে, ঘটনার সম্ভাব্য সাক্ষীদের শনাক্ত করবে এবং যেখানে উপযুক্ত অন্যান্য সাক্ষীদের বিবরণ সংগ্রহ করবে।

- দোষী ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করবে, যদি তা করার উপযুক্ত কারণ তাদের থাকে এবং তখনও সে উপস্থিত থাকে, অথবা তাকে খুঁজে পাওয়া যায় (কোন রকম সহিংস অপরাধ অথবা শান্তি ভঙ্গ করেছে বা করতে যাচ্ছে বলে যে ব্যক্তিকে তারা সন্দেহ করছে তাকে গ্রেফ্তার করার জন্য তাদের পরোয়ানা দরকার হয় না; তাদের নিজেদের কোন হামলার সাক্ষী হওয়ারও দরকার হয় না)।

- ঐ সময়ে ভুক্তভোগীর একটা বিবৃতি, সন্দেহভাজন ব্যক্তির কাছ থেকে দূরে, সংগ্রহ করার চেষ্টা করবে, ঐ বিবৃতি খুবই সংক্ষিপ্ত ও ঘটনার সামান্যতম বিবরণ হলেও। তবে, যেখানে অন্যান্য সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে এবং পুলিশের দ্বারা সেগুলি সংগৃহীত হয়েছে, সেখানে ভুক্তভোগীর সহযোগিতা ছাড়াও মামলা চালানো যেতে পারে। ভুক্তভোগীর বিবৃতি সংগ্রহ করার একটা উদ্দেশ্য হলো পুলিশ থানায় সন্দেহভাজন ব্যক্তির সাক্ষাৎকার নেওয়ার সুযোগ অফিসারদের দেওয়া। গ্রেফ্তারের 24 ঘন্টার মধ্যেই প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ আনুষ্ঠানিকভাবে পেশ করতে হবে, যদি না এই সময়সীমা বাড়ানোর আবেদন মঞ্জুর হয়ে থাকে। কখনো কখনো সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে জামিনে ছেড়ে দেওয়া হতে পারে, তবে আরো সাক্ষ্যপ্রমাণ সংগ্রহের জন্য তাকে আবার পুলিশ থানায় ফিরে আসতে হয়।

- কখনো কখনো ভুক্তভোগীকে ফোরেনসিক মেডিক্যাল এক্সামিনার (FME)-এর সঙ্গে দেখা করতে বলবে। ভুক্তভোগী রাজি হলে, পুলিশ তার পরীক্ষার জন্য তাকে সঙ্গে করে' পুলিশ থানায় নিয়ে যাবে। কয়েকটা ক্ষেত্রে, ঘটনাস্থলে এসে ভুক্তভোগীকে দেখার জন্য পুলিশ FME-কে ডাকতে পারে। ভুক্তভোগী FME'র সঙ্গে দেখা করায় অনিচ্ছুক হলে তাকে বলা হবে তার জিপি'র কাছে অথবা স্থানীয় হাসপাতালে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব যেতে। এর দ্বারা কেবলমাত্র যে উপযুক্ত ডাক্তারী চিকিৎসা নিশ্চিত করা যায় তাই নয়, আদালতে মামলার শুনানির সময়ে ব্যবহারের জন্য ডাক্তারী সাক্ষ্যপ্রমাণও সংগ্রহ করা যায়।

- বাহিনীর নিজস্ব পারিবারিক সহিংসতা কর্মকৌশলের শর্ত অনুসারে, ভুক্তভোগীর প্রাপ্য অন্যান্য কিছু অধিকার লাভ করার, যেমন দেওয়ানী প্রক্রিয়ার অধীনে একটা ইনজাংশন বা স্থগিতাদেশ সংগ্রহ করার, পরামর্শ তাকে দেবে। এ'ছাড়াও বিভিন্ন সহায়তাদানকারী সংস্থা, উপদেশদান গ্রুপ বা স্থানীয় আশ্রয়াবাসের, যেমন উইমেন'স্ এইড, ভিক্টিম সাপোর্ট কিংবা স্থানীয় পারিবারিক সহিংসতার ঘটনায় বিশেষজ্ঞ সলিসিটার অথবা, ব্যক্তিগত প্রয়োজনের ভিত্তিতে, অন্য যে কোন

বিশেষজ্ঞ সেবার সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানাও পুলিশ তাকে দেবে। ভিক্টিম সাপোর্ট-এর কাছে কোন তথ্য হস্তান্তর করার আগে ভুক্তভোগীর সম্মতি পুলিশের দরকার হয়, তবে এই সংস্থাটির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগও করা যায়। পুলিশ CPS-এর সঙ্গে আলোচনা করে' ঘটনার তদন্ত করার এবং সংগৃহীত সাক্ষ্যপ্রমাণ ও অভিযুক্তকে দোষী প্রমাণ করার সম্ভাবনা কতটা জোরালো তার ভিত্তিতে সন্দেহভাজন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করার জন্য দায়ী।

পুলিশের জামিনের সঙ্গে কি জড়িত থাকে?

প্রতিবাদীর বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করার সিদ্ধান্ত কিংবা তার আদালতে প্রথমবার উপস্থিতিসাপেক্ষে পুলিশ তাকে জামিন দিতে পারে। জামিন শর্তাধীন অথবা নিঃশর্ত হতে পারে এবং সেটা নির্ভর করে ঘটনার পরিস্থিতির উপরে, তার বিরুদ্ধে আগেকার কোন প্রাসঙ্গিক অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে কি না তার বিচারে। অভিযোগ গঠনের পরে সাধারণতঃ জামিনপ্রাপ্ত প্রতিবাদীদের নাম আদালতের পরবর্তী শুনানিতে উপস্থিতির তালিকায় তোলা হয়ে থাকে।

শুনানিতে আদালত স্থির করবে প্রতিবাদীকে জামিন দেওয়া হবে কি না অথবা বিচার শুরু না হওয়া পর্যন্ত তকে আটক রাখা হবে কি না। প্রতিবাদীকে আটক রাখার অনুরোধ যদি আদালতকে করা হয়, প্রসিকিউশনকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে পরবর্তী শুনানিতে প্রতিবাদীর উপস্থিত না হওয়ার অথবা তার আরো কোন অপরাধ করার বা সাক্ষীদের প্রভাবিত করার সম্ভাবনা দূর করার পক্ষে তার জামিনের শর্তগুলি যথেষ্ট নয়।

আদালত প্রতিবাদীর উপরে যে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করতে পারে তাদের কয়েকটা নিচে উল্লেখ করা হলো :

- প্রতিবাদী অবশ্যই, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে, নাম উল্লেখ করা কোন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করবে না; এবং/অথবা
- নির্দিষ্ট কোন এলাকায় (বিশেষ একটা ঠিকানা থেকে কতটা দূরে তার বদলে একটা 'পথের ম্যাপে' বর্ণিত অবস্থানের বিচারে) প্রবেশ করবে না, নাম উল্লেখ করা কোন জায়গায় যাবে না; এবং/অথবা
- অবশ্যই একটা নাম উল্লেখ করা জায়গায় বাস করবে ও ঘুমাবে; এবং/অথবা
- অবশ্যই একটা নাম উল্লেখ করা পুলিশ থানায় একটা নির্দিষ্ট দিনে অথবা দিনগুলিতে একটা নির্দিষ্ট সময়ে হাজিরা দেবে; এবং/অথবা
- অবশ্যই একটা নাম উল্লেখ করা পুলিশ থানায় তাদের পাস্‌পোর্ট জমা দেবে।

এই শর্তগুলি একই ধরনের হওয়া সত্ত্বেও, এগুলিকে উত্যক্ত-না করার এবং বসবাস-সংক্রান্ত দেওয়ানি আদেশের সঙ্গে, যাদের মধ্যে সাধারণতঃ এই জাতীয় সুরক্ষামূলক শর্ত সাধারণতঃ থাকে না, গুলিয়ে ফেলা উচিত হবে না।

আদলত যখন জামিন আরোপ করে, তার সিদ্ধান্ত এবং যে কোন শর্ত লিপিবদ্ধ করে' রাখার জন্য একটা সাধারণ ফর্ম ব্যবহার করা হয়। একজন প্রতিবাদী যদি তার জামিনের শর্তগুলির কোনোটা ভঙ্গ করে তাকে গ্রেফ্‌তার করা যায় এবং তাকে আটক রাখার আদেশ দেওয়ার ক্ষমতা আদালতের আছে। ফৌজদারি মামলা একবার শেষ হওয়ার পর, কোন জামিন থাকে না, সুতরাং আগেকার জামিনের যে কোন শর্ত খারিজ হয়ে যায়। অতএব প্রতিবাদী তখন আর কোন বিধিনিষেধের অধীন নয়, একমাত্র সেইগুলির ক্ষেত্রে ছাড়া যেগুলি আরোপিত যে কোন শাস্তির দরুণ কার্যকর হয়েছে। PHA 1997'এর সেক্‌শন 5 অনুসারে মঞ্জুর করা একটা নিয়ন্ত্রণমূলক আদেশের দ্বারা, অথবা PHA 1997 কিংবা FLA 1996 অনুসারে একটা দেওয়ানি স্থগিতাদেশ যদি জারি করা হয়ে থাকে তাহলে তার দ্বারা, আরো সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। DV অ্যাক্ট 2004'এর সেক্‌শন 12 সেক্‌শন 5 সংশোধন করছে এবং প্রতিবাদীর মুক্তির পর একটা নিয়ন্ত্রণমূলক আদেশ জারি করার উদ্দেশ্যে নতুন সেক্‌শন 5A প্রবর্তন করছে (বিস্তারিত বিবরণের জন্য পরে দেখুন)।

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ (CPS)-এর ভূমিকা কি ?

সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ গঠন করা উচিত কি না এবং কি কি অপরাধের দায়ে, তা স্থির করায় ক্রিমিন্যাল জাস্টিস্ অ্যাক্ট 2003 CPS-কে অনেক বেশী দায়িত্ব দিয়েছে। বেয়াল্লিশটি এলাকা, যেগুলি পুলিশের বিভিন্ন এলাকার সঙ্গে ভৌগোলিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একটা 'ভারচ্যুয়াল' ('virtual'), অর্থাৎ বাস্তবে অস্তিত্ব না থাকা সত্ত্বেও কার্যকর ক্ষমতাসম্পন্ন এলাকা, CPS ডাইরেক্ট, যেটা পুলিশকে জাতীয় স্তরে একটা কাজের স্বাভাবিক সময়ের বাইরের অগ্রিম খরচ

প্রদানসাপেক্ষ পরামর্শদান সেবা সরবরাহ করে, আছে। এই এলাকাগুলির প্রতিটার জন্য একজন জাতীয় পারিবারিক সহিংসতা কো-অর্ডিনেটার বা সমন্বয়কারী আছেন, যিনি কর্মকৌশলগত ও কর্মসম্পাদনগত দুইভাবেই কাজ করেন এবং যিনি পারিবারিক সহিংসতার মামলায় প্রধান প্রসিকিউটার।

পুলিশ একজন সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করার পর তাদের অবশ্যই ঐ ঘটনার বিবরণ (খুবই সামান্য কিছু অপরাধের ক্ষেত্রে ছাড়া) একজন CPS আইনজীবির কাছে পাঠিয়ে দিতে হবে যিনি স্থির করবেন মামলা চালানো উচিত হবে কি না। ঘটনার পর্যালোচনা করা হবে ক্রাউন প্রসিকিউটারদের 'কোড' বা আচরণবিধি অনুসারে এবং মামলা চালানোর বা না চালানোর সিদ্ধান্ত এই দুই পরীক্ষার ভিত্তিতে নেওয়া হয় :

1) সাক্ষ্যপ্রমাণভিত্তিক পরীক্ষা – অভিযুক্ত ব্যক্তিকে 'দোষী সাব্যস্ত করতে পারার বাস্তবসম্মত সম্ভাবনা' সৃষ্টি করছে এমন যথেষ্ট সাক্ষ্যপ্রমাণ অবশ্যই থাকতে হবে

ভুক্তভোগী মহিলা যদি প্রসিকিউশনকে তার দেওয়া সহায়তা প্রত্যাহার করে' নেয়, মামলা সরাসরি খারিজ হবে না। এমন কোন সাক্ষ্য যদি থাকে যা সাক্ষ্যপ্রমাণভিত্তিক পরীক্ষাকে সন্তোষজনক সাব্যস্ত করছে, মামলা তখনও চলতে পারে। অন্যথায়, একজন সাক্ষীকে আদালতে হাজিরা দিতে বাধ্য করা যেতে পারে। এটা তখনই করা হয় যখন একজন অভিজ্ঞ প্রসিকিউটার প্রাসঙ্গিক ঘটনার ভারপ্রাপ্ত অফিসারের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে ঐ মামলা বিবেচনা করেছেন। সাধারণতঃ যে'সব ক্ষেত্রে, যেমন সহিংসতার স্তর অতিরিক্ত বেশী, শিশুরা জড়িত আছে কিংবা ভুক্তভোগী অত্যন্ত অসহায়, জনসাধারণের ব্যাপক আগ্রহের দরুণ অভিযুক্ত ব্যক্তির শাস্তিবিধান জরুরী হয়ে পড়ে, সেখানেই এটা হয়ে থাকে।

ভুক্তভোগী মহিলা যদি পুলিশকে জানায় যে সে তার মূল বিবৃতি প্রত্যাহার করতে চায়, CPS পুলিশকে বলবে তার আরো একটা লিখিত বিবৃতি নিতে যার মধ্যে তার কারণগুলির ব্যাখ্যা থাকবে, তার মূল বিবৃতি সত্য ছিল কি না তা বলা থাকবে, এবং তার কাছে জানতে চাওয়া হবে কোনরকম চাপের মুখে সে এই সিদ্ধান্ত নিচ্ছে কি না। তার বিবৃতি প্রত্যাহার সম্পর্কে পুলিশের মতামতও জানতে চাওয়া হবে। যদি এমন সন্দেহ করা হয় যে মামলা প্রত্যাহার করার জন্য ভুক্তভোগী মহিলার উপরে অন্যায়ভাবে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে, ঐ ঘটনার আরো তদন্ত করার নির্দেশ CPS পুলিশকে দিতে পারে।

2) জনসাধারণের আগ্রহ পরীক্ষা – প্রসিকিউটার এই পরীক্ষা একমাত্র তখনই করবেন যখন সাক্ষ্যপ্রমাণভিত্তিক পরীক্ষা সন্তোষজনক সাব্যস্ত হবে।

জনসাধারণের নানা ধরনের আগ্রহ এই ক্ষেত্রে বিবেচিত হতে পারে। অপরাধ পূর্বপরিকল্পিত ছিল কি না, অপরাধ একটি শিশুর উপস্থিতিতে কিংবা তার খুব কাছে সংঘটিত হয়েছিল কি না অথবা এমন বিশ্বাস করার কোন কারণ আছে কি না যে অপরাধের পুনরাবৃত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে, এই সব কিছুই প্রাসঙ্গিক।

মামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পক্ষদের, যেমন পুলিশ বা ভুক্তভোগী, কাছ থেকে ফ্যামিলী প্রসিডিংস্ বা পারিবারিক বিচার প্রক্রিয়ার যে কোন আদেশ বা রায়ের কপি CPS আইনসঙ্গতভাবে সংগ্রহ করতে পারে। অন্য যে কোন উপকরণের ক্ষেত্রে, যেমন বিবৃতি বা প্রতিবেদন, তা সংগ্রহ করার কিংবা অন্য কোন প্রক্রিয়ায় ব্যবহার করার আগে, ফ্যামিলী কোর্টের অনুমতি অবশ্যই নিতে হবে।[14]

যেখানে CPS একটা দেওয়ানি আদেশ ভঙ্গের ব্যাপারে জানে, তারা বিবেচনা করে' দেখবে এই তথ্য কিভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে এবং সেটা ফৌজদারি মামলা পরিচালনায় অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার জন্য প্রাসঙ্গিক কি না।

যেভাবে CPS পারিবারিক সহিংসতার মামলা পরিচালনা করে' থাকে তার বিস্তারিত বিবরণ 2005 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে প্রকাশিত তাদের পরিমার্জিত নীতিমালায় দেওয়া আছে (www.cps.gov.uk)।[15]

---

[14] Family Proceedings (Amendments) Rules 2005 (বিভিন্ন) দেখুন

[15] Policy for Prosecuting cases of Domestic Violence এবং How Prosecution Decisions are reached: http://www.cps.gov.uk/publications/docs/DomesticViolencePolicy/pdf এবং http://www.cps.gov.uk/publications/docs/DomesticViolenceLeaflet/pdf

আদালতে উপস্থিতি এবং অপেক্ষার সময়ের ব্যাপারে কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়?

আগেই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, পারিবারিক সহিংসতার অধিকাংশ ফৌজদারি মামলার বিচার করা হয় ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে; অল্প কয়েকটা পাঠানো হয় ক্রাউন কোর্টে, নিচে যেমন ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দুই ধরনের আদালতেই অপেক্ষার সময় সপ্তাহ দু'য়েক থেকে কয়েক মাস পর্যন্ত হতে পারে। শুনানির তারিখ স্থির করা নির্ভর করবে বিশেষ একটা আদালতের অবস্থান এবং কাজের চাপের উপরে তবে যে কোন পক্ষই বিভিন্ন কারণে, যেমন মামলা চালানোর প্রস্তুতি নেওয়া, প্রতিবেদন রচনা ইত্যাদি, শুনানি মুলতুবী রাখতে পারে।

যে'সব কারণে একটা মামলা ক্রাউন কোর্টে পাঠানো হতে পারে তাদের মধ্যে আছে :

- এটা "ইনডাইটেবল্ ওনলী" ("Indictable only") অপরাধ (শব্দার্থতালিকা দেখুন); অথবা
- এটা একটা "ঈদার-ওয়ে" ("either-way") অপরাধ (শব্দার্থতালিকা দেখুন) যা সামারী বিচারের উপযুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে না; অথবা
- এটা একটা "ঈদার-ওয়ে" অপরাধ এবং প্রতিবাদী ক্রাউন কোর্টে বিচার চায়; অথবা
- এটা একটা "ঈদার-ওয়ে" অপরাধ এবং ম্যাজিস্ট্রেটরা মনে করছেন না যে তাঁদের শাস্তিদানের ক্ষমতা যথেষ্ট।

ফৌজদারি বিচার প্রক্রিয়া যে পর্যায়েই থাকুক, পুলিশের কর্তব্য যে কোন অগ্রগতি, বিশেষ করে' জামিন সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত, সম্পর্কে ভুক্তভোগীকে জানানো। মামলা, বিচারের তারিখ ইত্যাদি পুলিশের উইট্নেস্ কেয়ার ইউনিট (WCU)-এর মাধ্যমে ভুক্তভোগীকে জানাতে হবে। WCU ভুক্তভোগীকে ভিক্টিম সাপোর্ট (Victim Support) নামে সহায়তাদান সংস্থাটি সম্পর্কে এবং যে আদালতে মামলার শুনানি হবে সেখানে অবস্থিত উইট্নেস্ সার্ভিস্ (Witness Service) সম্পর্কে জানাবে। উইট্নেস্ সার্ভিস্ সাক্ষীদের, ভুক্তভোগীদের, তাদের বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের লোকজনদের শুনানির আগে, সময়ে এবং পরে সহায়তাদান ও তথ্য সরবরাহ করে। অনুরোধসাপেক্ষে, বিচারের আগে আদালত দেখার সুযোগও এই পরিষেবা করে' দিতে পারে। সাক্ষীদের জন্য পরিষেবার পূর্ণ বিবরণ দেওয়া আছে 'গোয়িং টু কোর্ট' (Going to Court) বা 'আদালতে যাওয়া' নামে ভিক্টিম সাপোর্ট-এর প্রচারপত্রে, যেটা পুলিশ এবং/অথবা WCU সাক্ষীদের দেবে। যাতায়াতের জন্য কি খরচ দাবি করা যেতে পারে এবং কিভাবে তা দাবি করতে হবে সে'ব্যাপারে পরামর্শও যারা আদালতে হাজিরা দিচ্ছে তাদের প্রত্যেককে দেওয়া হবে। আরো বিস্তারিত বিবরণের জন্য এইচএমসিএস্ ভিক্টিম অ্যান্ড উইট্নেস্ ওয়েবসাইট দেখতে পারেন : http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/attend/witness/index.htm

শুনানির তালিকায় একটা মামলাকে কিভাবে তোলা হয়?

মামলা শুনানির তালিকায় তোলার আগে ক্রিমিন্যাল জাস্টিস্ ইউনিট-এর অন্তর্গত পুলিশের উইট্নেস্ কেয়ার ইউনিট সমস্ত পক্ষের কাছে জানতে চায় কোন্ কোন্ তারিখ এড়িয়ে চলার দরকার হতে পারে – যে'সব টেলিফোন নম্বর ও ঠিকানায় শুনানির সামান্য আগেই সংশ্লিষ্ট পক্ষদের সঙ্গে যোগাযোগ করা যাবে সেগুলিও তারা জানতে চায়।

ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে নির্দিষ্ট তারিখে মামলা তোলা হয় এবং শুনানির প্রাথমিক বিজ্ঞপ্তি ও যে তারিখে মামলা তোলার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাদের মধ্যে একট যুক্তিসঙ্গত সময়ের ব্যবধান রাখা হয়।

ক্রাউন কোর্টে, মামলার শুনানি হয় নির্দিষ্ট তারিখে স্থির করা হয় অথবা সেটা তোলা হয় একটা 'আগে থেকে সতর্ক করার' তালিকায় যার মেয়াদ প্রায় দুই সপ্তাহ। এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সংশ্লিষ্ট পক্ষদের বিচারের তারিখের আগের সন্ধ্যায় সতর্ক করা হতে পারে।

দুই পক্ষের কারো সঙ্গেই যদি যোগাযোগ করা না যায়, মামলা পরের কোন তারিখ পর্যন্ত মুলতুবী রাখা হয়। শুনানির আগেই যদি প্রতিবাদী তার দোষ স্বীকার করে তাহলে সাক্ষীদের হাজিরা দিতে হয় না। বিচারের শুরুতে অথবা বিচার চলার সময়ে যদি দোষ স্বীকারের আবেদন পেশ করা হয়, তাহলে যে সাক্ষীদের হুঁশিয়ার করে' দেওয়া হয়েছে তাদের কাউকে আর হাজিরা দিতে হবে না।

সাক্ষীদের ভূমিকা কি?

পারিবারিক সহিংসতার প্রকৃতির দরুণ, ভুক্তভোগীই বেশীর ভাগ সময়ে অপরাধের একমাত্র সাক্ষী এবং, সে'জন্য, বিচারের প্রধান সাক্ষী হয়ে থাকে। একজন সাক্ষীর হাজিরা দেওয়ার প্রয়োজন কেবলমাত্র তখনই এড়ানো যায় যখন প্রতিবাদী তার দোষ কবুল করে অথবা অন্যান্য সূত্রদের কাছ থেকে, যেমন প্রতিবেশীরা, পুলিশ কিংবা চিকিৎসাকর্মীরা, খুবই জোরালো সাক্ষ্য পাওয়া যায় যা আদালতের সামনে পেশ করা যেতে পারে। তবে, সবচেয়ে ভালো সাক্ষ্য পাওয়া যায় ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষীর কাছ থেকে।

ক্রিমিন্যাল জাস্টিস্ অ্যাক্ট 2003'এর সেক্শন 116'এর নির্দেশ অনুসারে, একজন ভুক্তভোগী ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থেকে সাক্ষ্য দেওয়ার বদলে একটা লিখিত হলফ করা বিবৃতির মাধ্যমে তা দিতে পারে। কিছু সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতি আছে যেখানে এই সেক্শন ব্যবহার করা যায়, উদাহরণস্বরূপ, যেখানে ভুক্তভোগীকে কোনরকম আশংকার কারণে দূরে সরিয়ে রাখা হয় অথবা তাদের 'শারীরিক কিংবা মানসিক অবস্থার' দরুণ মৌখিক সাক্ষ্য দিতে তারা অসমর্থ হয়। আদালতকে এটাও বিবেচনা করে' দেখতে হয় যে মৌখিক সাক্ষ্যের জায়গায় বিবৃতি ব্যবহার করলে ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা আরো বেশী সম্ভব কি না।

সীমিত কিছু পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ভয়ের কারণে মৌখিক সাক্ষ্য দিচ্ছে না তার বিবৃতি গ্রাহ্য হতে পারে। আদালত একটা লিখিত বিবৃতি গ্রহণ করার অনুমতি দিতে পারে - ক্রিমিন্যাল জাস্টিস্ অ্যাক্ট 2003'এর সেক্শন 114-116 অনুসারে - যদি সেটা ন্যায়বিচারের স্বার্থে হয় এইসব বিষয় বিবেচনা করে' :

- বিবৃতির বিষয়বস্তু; অথবা
- যে ব্যক্তি বিবৃতি দিয়েছে তাকে ফিরতি জেরা করায় অক্ষমতাসহ অন্য কোন ব্যাপারে যে কোন অন্যায্যতা; অথবা
- বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া যেতো কি না; অথবা
- অন্য যে কোন প্রাসঙ্গিক পরিস্থিতি।

এইসব আবেদন অনুমোদন করতে আদালত সাধারণতঃ অনিচ্ছুক থাকে কারণ প্রতিবাদীর আইনগত প্রতিনিধি ভুক্তভোগীকে ফিরতি জেরা করার সুযোগ হারায়। এই আবেদন সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে, ইয়োরোপীয়ান কোর্ট স্পষ্ট করে' দিয়েছে যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নীতি হলো এটা নিশ্চিত করা যে বিচার সামগ্রিকভাবে ন্যায্য কি না।

জুলাই 2002 থেকে, ইয়ুথ জাস্টিস্ অ্যান্ড ক্রিমিন্যাল এভিডেন্স অ্যাক্ট 1999 প্রণীত হওয়ার পর, কিছু নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছে যেগুলি সমস্ত 'ভুক্তভোগীর' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। এগুলি পুলিশকে অসহায় বা আতঙ্কিত ভুক্তভোগীদের যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শনাক্ত করার নির্দেশ দেয়। এটা ভুক্তভোগীর সঙ্গে মিলে পরিস্থিতি বিবেচনা করায়, এবং সাক্ষ্য দেওয়ার সময়ে ভুক্তভোগীকে সাহায্য করার জন্য যে কোন বিশেষ ব্যবস্থার আবেদন আদালতের কাছে কিভাবে করতে হবে তা স্থির করায় CPS-কে সক্ষম করে। বিশেষ ব্যবস্থাদির মধ্যে থাকতে পারে : ভুক্তভোগী এবং সাক্ষীদের জন্য আলাদা অপেক্ষার ঘর; পর্দার আড়াল থেকে অথবা টিভি/ভিডিও লিংক-এর মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়া; অথবা জনাসাধারণের গ্যালারী খালি করে' দেওয়। তবে, এটা মনে রাখতে হবে যে প্রযোজ্য এবং/অথবা মঞ্জুর করা ব্যবস্থাগুলি নির্ভর করবে সংশ্লিষ্ট সাক্ষীদের ধরন এবং মামলার প্রকৃতির উপরে। সংযোজন B-তে দেওয়া একটা ছকে এইসব ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ দেওয়া হয়েছে।

অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করার সঙ্গে কি জড়িত থাকে?

7 ডিসেম্বার 2006 তারিখে, 'সেন্টেন্সিং গাইডলাইনস্ কাউন্সিল' বা শাস্তিদান-সংক্রান্ত নির্দেশদান পরিষদ *Overarching Principles: Domestic Violence (ওভাররীচিং প্রিন্সিপ্লস্ : ডমেস্টিক ভায়োলেন্স)*[16] এবং *Breach of a Protective Order (ব্রীচ অভ্ এ প্রোটেক্টিভ অর্ডার)*[17] নামে দু'টি সুনির্দিষ্ট নির্দেশপুস্তিকা প্রকাশ করে।

---

16 http://www.sentencing-guidelines.gov.uk/docs/domestic_violence.pdf

17 http://www.sentencing-guidelines.gov.uk/docs/breach–of–protective–order.pdf

প্রতিবাদীকে একটা ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত করতে হলে, ম্যাজিস্ট্রেটদের/বিচারককে তার দোষ সম্পর্কে "যুক্তিসঙ্গত সন্দেহাতীতভাবে" নিশ্চিত হতে হবে, দেওয়ানি মামলার মতো কেবল "সম্ভাব্যতার বিচারে" সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না। তাঁরা যদি সন্তুষ্ট, অর্থাৎ প্রতিবাদীর দোষ সম্পর্কে নিশ্চিত, না হন, তাকে মুক্তি দেওয়া ছাড়া তাঁদের আর কিছু করার থাকবে না।

প্রতিবাদী যদি দোষ স্বীকার করে অথবা বিচারে তার দোষ প্রমাণিত হয়, তাকে নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া যেতে পারে। ফৌজদারি শাস্তিবিধান প্রক্রিয়ার মূল লক্ষ্য হলো ভবিষ্যতে আরো অপরাধমূলক কার্যকলাপ করায় প্রতিবাদীকে বাধা দেওয়ার সাথে সাথে তাকে পুনর্বাসিত করা। বিপরীতভাবে, দেওয়ানি মামলার প্রতিকারগুলির উদ্দেশ্য হলো প্রধানতঃ ভুক্তভোগীর সুরক্ষাবিধান।

সম্পূর্ণ বা শর্তসাপেক্ষে মুক্তি দেওয়া থেকে শুরু করে', জরিমানা করা এবং 'কমিউনিটী অর্ডার' ও আটকের আদেশ দেওয়া পর্যন্ত নানা ধরনের শাস্তিদানের ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেটদের আছে। আটকের আদেশ তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োগযোগ্য অথবা সাময়িকভাবে মুলতুবীযোগ্য হতে পারে এবং কোন শাস্তি কার্যকর করা পরের কোন তারিখ পর্যন্ত পিছিয়ে দেওয়া যেতে পারে, এটা দেখার জন্য যে একজন প্রতিবাদী আদালতের জারি করা এক বা একাধিক শর্ত মেনে চলছে কি না। উপরোক্ত শাস্তিগুলির একটা আনুষঙ্গিক আদেশ হিসাবে, ম্যাজিস্ট্রেটরা কোন ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার নির্দেশও প্রতিবাদীকে দিতে পারেন (তার আর্থিক সঙ্গতিসাপেক্ষে)।

একটা কমিউনিটী অর্ডার হলো আদলতের একটা আদেশ যার সঙ্গে নিচের শর্তগুলির একটা বা তার বেশী যুক্ত থাকতে পারে :

- বিনা পারিশ্রমিকে কাজ করার শর্ত;
- বিশেষ কোন সক্রিয়তায় যুক্ত হওয়ার শর্ত;
- একটা কর্মসূচিতে যোগদানের শর্ত (যে ধরনের অপরাধমূলক আচরণ পারিবারিক সহিংসতায় পর্যবসিত হয়েছে তা নিয়ন্ত্রণের কর্মসূচিসহ;
- কোন নিষিদ্ধ সক্রিয়তা-সংক্রান্ত শর্ত;
- নির্দিষ্ট সময়ের পরে বাড়ির বাইরে না থাকার শর্ত;
- বহিষ্কার-সংক্রান্ত শর্ত;
- বসবাস-সংক্রান্ত শর্ত;
- মানসিক অসুস্থতার চিকিৎসা-সংক্রান্ত শর্ত;
- মাদক ব্যবহারের অভ্যাস বর্জনের জন্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত শর্ত;
- অ্যালকোহল বা সুরাপানের অভ্যাস বর্জনের জন্য চিকিৎসা-সংক্রান্ত শর্ত;
- নজরদারির অধীন থাকার শর্ত;
- নির্দিষ্ট তারিখে ও সময়ে কোন কেন্দ্রে হাজিরা দেওয়ার শর্ত (প্রতিবাদীর বয়স যদি 25 বছরের কম হয়)।

অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি

ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্-এর প্রত্যেক প্রোবেশন সার্ভিস্ বা অপরাধীদের জন্য সংশোধনী সেবা এলাকায় একটা স্বীকৃত অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি (perpetrator programme) পরিচালিত হয়। এইসব কর্মসূচি দোষী সাব্যস্ত সেইসব পুরুষ অপরাধীদের জন্য যারা তাদের অন্তরঙ্গ মহিলা পার্টনার বা জীবনসাথীদের নির্যাতন করে, যদিও এই শ্রেণীভুক্ত সমস্ত অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিই নানা কারণে এইসব কর্মসূচির জন্য উপযুক্ত বিবেচিত হবে না। এইসব কর্মসূচি পরের পৃষ্ঠায় উল্লিখিত পরিকাঠামোগুলি নিয়ে সংগঠিত :

- আন্তঃ-সংস্থা ঝুঁকি মূল্যায়ন ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, যার মধ্যে আছে পুলিশ এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক সংস্থার সঙ্গে তথ্য বিনিময় চুক্তি।

- পরিচিত ভুক্তভোগীদের এবং কর্মসূচিতে গৃহীত পুরুষদের নতুন পার্টনারদের সঙ্গে যোগাযোগ যাতে নিশ্চিত করা যায় যে তাদের কিছু বাস্তবসম্মত প্রত্যাশা আছে, নিরাপত্তার বাস্তবসম্মত পরিকল্পনায় উৎসাহদান, কর্মসূচি সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ এবং কর্মসূচির মূল্য বিচারে অংশ নেওয়ায় তাদের আমন্ত্রণ জানানো।

- তদারককারী অপরাধী ব্যবস্থাপকের দ্বারা অপরাধীর সক্রিয় ব্যবস্থাপনা যাতে হাজিরা না দেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের তাড়াতাড়ি আদালতে ফিরিয়ে আনা যায়; পুলিশ এবং উইমেন'স্ সেইফ্টী ওয়ার্কার-এর সঙ্গে সক্রিয় আদানপ্রদান; ব্যক্তিগত পরিস্থিতির ভিত্তিতে সংগঠিত কিছু অধিবেশনের আয়োজন।

- অপরাধীর সঙ্গে গ্রুপ-ভিত্তিক কাজের অধিবেশন।

2006/07 সালের গোড়ার দিকে, ক্রিমিন্যাল জাস্টিস্ সীস্টেম-এর অন্তর্গত সমস্ত স্বীকৃত 'ডমেস্টিক অ্যাবিউজ পারপিট্রেটার প্রোগ্রাম' বা পারিবারিক নির্যাতনঘটিত অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি 'কারেক্শন্যাল সার্ভিসেস্ অ্যাক্রেডিটেশান প্যানেল (CSAP)-এর নির্ধারিত মানকে সন্তুষ্ট করে এবং, প্রথমবারের মতো, 'ন্যাশনাল অফেন্ডার ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস্' (NOMS) কর্মসূচি রূপায়নের লক্ষ্যমাত্রা স্থির করে' দেয়।

বিশেষজ্ঞ পারিবারিক সহিংসতা আদালতসমূহ

একটা বিশেষজ্ঞ পারিবারিক সহিংসতা আদালত (Specialist DV Court – SDVC) একটা আদালতভবন অথবা আদালত এলাকাকে বোঝানোর বদলে, ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে পারিবারিক সহিংসতার মামলা পরিচালনার একটা বিশেষ ধরনকে বোঝায়। সাধারণভাবে, বিশেষজ্ঞ ফৌজদারি পারিবারিক সহিংসতা আদালতগুলি এই দুই পদ্ধতির একটা অনুসারে কাজ করে :

- ক্লাস্টারিং (Clustering) : সমস্ত DV মামলা আদালতের একই অধিবেশনে একত্রিত করে' নানা ধরনের বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়া হয় - জামিন ভঙ্গ, প্রার্থনা, প্রাক্-বিচার পর্যালোচনা, প্রাক্-শাস্তিবিধান প্রতিবেদন, এবং শাস্তিবিধান। কয়েকটা 'ক্লাস্টার' আদালতে নির্দিষ্ট অধিবেশনে বিচারের শুনানিও হয়; অথবা

- ফাস্ট-ট্র্যাকিং (Fast-tracking) : আদালতের তালিকাভুক্ত সুনির্দিষ্ট অধিবেশনগুলির বন্টনের মাধ্যমে বিভিন্ন DV মামলাকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়, যেমন আদালতের প্রতি 4 অধিবেশনের মধ্যে 1 অধিবেশন সমস্ত DV মামলার বিস্তারিত শুনানি/বিচারের জন্য বন্টন করা হয়।

তবে, এটা মনে রাখা জরুরী যে SDVC হলো বিভিন্ন স্থানীয় সংবিধিবদ্ধ ও ও স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহায়তামূলক কাজকর্মের পরিণতি। এগুলির মধ্যে প্রধান হলো এই ধরনের সহায়তা প্রদানকারী 'ইন্ডিপেন্ডেন্ট ডমেস্টিক ভায়োলেন্স অ্যাডভাইজারস্' (IDVAs) বা বেসরকারী পারিবারিক সহিংসতা-সংক্রান্ত উপদেষ্টাগণ। উপদেশদান সেবাগুলি ছাড়াও, অন্য যে'সব সহযোগী বিশেষজ্ঞ আদালতগুলির গঠনের এবং তাদের সহায়তাদানের সঙ্গে জড়িত থাকে তাদের মধ্যে আছে : পুলিশ, বিভিন্ন সোশ্যাল সার্ভিস্, হাউজিং, CPS, প্রোবেশন সার্ভিস্, প্রাইমারী কেয়ার ট্রাস্ট, অ্যাক্সিডেন্ট অ্যান্ড ইমার্জেন্সী (A&E) বা দুর্ঘটনা ও জরুরী চিকিৎসা, বিভিন্ন জিপি। কর্তব্যপরায়ণ, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মীদের কাছে সুপারিশও করা হয়।

প্রথম সাতটি বিশেষজ্ঞ আদালতের – পশ্চিম লন্ডন, কার্ডিফ, ডার্বী, উলভারহ্যাম্পটন, কেয়ারফিলী, ক্রয়ডন, লীডস্ – নিরপেক্ষ মূল্যায়ন করা হয়েছে।[18] এর বিভিন্ন উপকারের মধ্যে আছে :

- ভুক্তভোগীদের জন্য আদালত ও সহায়তাদনকারী সেবাগুলির বর্ধিত কার্যকারিতা;
- তথ্য ভাগাভাগি করার উন্নততর ব্যবস্থা;
- জনসাধারণের বর্ধিত আস্থা ও ভুক্তভোগীদের আরো বেশী অংশগ্রহণ;
- ভুক্তভোগীকে প্রক্রিয়ার কেন্দ্রে স্থাপন করা।

---

18 এইসব ঠিকানায় অনলাইন প্রতিবেদন পাওয়া যায় : http://www.cps.gov.uk/publications/docs/specialistdvcourts.pdf; http://www.cps.gov.uk/publications/docs/dvpilots.pdf; এবং http://www.cps.gov.uk/publications/docs/eval_dv_pilots_04-05.pdf

2005 সালের ডিসেম্বার মাসে পরিচালিত CPS ড্যেটা স্ন্যাপ্‌শট্‌-এও প্রমাণ পাওয়া যায় যে অপরাধীদের শাস্তিদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন SDVC'র সফলতা লাভের হার 71%, যেখানে জাতীয় গড় হার ছিল 59%। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার এইসব ইতিবাচক ফলাফলের ভিত্তিতে, HM কোর্টস্‌ সার্ভিস্‌, হোম অফিস এবং CPS একটা কর্মসূচি সংগঠিত করে যার মাধ্যমে সমস্ত মূল্যায়ন সমস্ত ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে এবং সরকারী দফ্‌তরে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। একটাSDVC গঠন করার ব্যাপারে তাদের মতামত দেওয়ার জন্য বিভিন্ন আদালত ও স্থানীয় সহযোগীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়। একটা স্ব-মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার দ্বারা একটা ভিত্তি নির্ধারণ করা হয় যার সাহায্যে বেশ কিছু উপাদানের বিচারে বিভিন্ন এলাকার 'প্রস্তুতি' এবং সম্মতির মূল্যায়ন করা সম্ভব হয়েছিল। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রের প্রধান অংশিদারদের নিয়ে গঠিত একটা 'টাস্ক ফোর্স' এইসব উপাদান রচনা করে এবং রীসোর্স ম্যান্যুয়াল-এ তাদের স্থান দেওয়া হয়। SDVC কর্মসূচির পটভূমি, রীসোর্স ম্যান্যুয়াল এবং ড্যেটা কালেক্‌শন বা তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতির নমুনা দেখা যাবে ক্রাইম রিডাক্‌শন ওয়েবসাইট-এ, এখানে :
www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence59.pdf

এপ্রিল 2007 থেকে ইংল্যান্ড এবং ওয়েলস্‌-এর 64 জায়গায় SDVC পরিচালনা করা হবে।

বিভিন্ন অংশে বা উপাদানে গঠিত পারিবারিক সহিংসতা আদালতসমূহ

এই দলিল ছাপতে দেওয়ার সময়ে, ক্রয়ডন-এর প্রথম 'ইন্টিগ্রেটেড ডমেস্টিক ভায়েলেন্স কোর্ট' (IDVC)-এর বর্ষব্যাপী 'পাইলট' বা পরীক্ষামূলক কর্মসূচির প্রায় অর্ধেক শেষ হয়েছে। 2007 সালের শরৎ/শীতকালে এই পাইলট-এর মূল্যায়ন করা হবে ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, ক্রাইম অ্যান্ড ভিক্টিমস্‌ অ্যাক্ট 2004'এর বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রভাব পরিমাপের এক মূল্যায়ন কর্মসূচির সঙ্গে একই সময়ে।

একটা IDVC'র প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো যে একই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত সমস্ত ফৌজদারি ও পারিবারিক এই দুই বিষয়েরই, এবং যেখানে DV বা পারিবারিক সহিংসতা একটা উপাদান, শুনানি হবে যেখানেই সম্ভব একই বিচারকের সামনে - USA বা যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত ব্যবস্থাগুলির মতো।

IDVC শব্দটি ব্যবহার করা হয় সুবিধার জন্য - মামলার শুনানি হয় ম্যাজিস্ট্রেটদের এবং ফ্যামিলী প্রসিডিংস্‌ কোর্ট-এর এক্তিয়ারের মধ্যে - কোন নতুন আদালতে নয়।

ক্রয়ডন পাইলট-এর বিভিন্ন নীতি ও লক্ষ্যে ধরে নেওয়া হয় যে একমাত্র বর্তমানে প্রচলিত আইনের মধ্যেই কোন ব্যবস্থা নেওয়া হবে, এবং বিচারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে প্রতি মামলার অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের ভিত্তিতে :

- যেখানেই সম্ভব, একই পরিবার, একই বিচারক, এবং প্রচলিত আইন ও ন্যায্য প্রক্রিয়ার মধ্যে।
- পরিবারের মামলার শুনানি একই বিচারকের সামনে হওয়ার আগেই ফৌজদারি মামলার নিষ্পত্তি করতে হবে, অন্ততঃপক্ষে অপরাধীকে শাস্তি বা মুক্তি দেওয়া পর্যন্ত।
- IDVC'র মধ্যে যে প্রক্রিয়ায় মামলার শুনানি হবে তা যেন সংশ্লিষ্ট পক্ষদের জন্য কোন বিলম্বের কারণ না হয়।
- তথ্য কার্যকরভাবে ভাগাভগি করার ফলে নিরাপদ ও কার্যকর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট 1997 (ফৌজদারি)

এই অ্যাক্ট বা আইনের প্রধান সুবিধা হলো যারা তাদের নির্যাতনকারী পার্টনার বা জীবনসাথীর সঙ্গে বাস করেনি, অথবা তাদের ঔরসে সন্তানের জন্ম দেয়নি, তারাও এটা থেকে সুরক্ষা পেতে পারে। প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট বা PHA 1997 সেইসব ভুক্তভোগীর জন্য একটা উল্লেখযোগ্য প্রতিকার যারা ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর আওতায় সুরক্ষা পায় না যেহেতু আবেদনকারীদের জন্য ঐ আইনে বর্ণিত প্রযোজ্য কঠোর মানগুলি তারা পূরণ করতে পারছে না (এই নির্দেশিকার সংযোজন A এবং অংশ I দেখুন)।

PHA 1997'এর অধীনে ফৌজদারি প্রক্রিয়া অনুসরণ করে' অপরাধীর শাস্তিবিধান এবং তার কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণের আদেশ জারি করা যেতে পারে। এই নিয়ন্ত্রণাদেশ অপরাধী ব্যক্তির বহু ধরনের আচরণ নিষিদ্ধ করতে পারে, কিন্তু বিষয়সম্পত্তির অধিকার-সংক্রান্ত কোন আদেশ জারি করা যায় না।

এই অ্যাক্ট দু'টি ফৌজদারি অপরাধ সৃষ্টি করেছে : হয়রানি (সেক্শন 2 অনুসারে); এবং সহিংসতার আশংকা (সেক্শন 4 অনুসারে)। হয়রানিকে অবিলম্বে শাস্তিযোগ্য অপরাধ বিবেচনা করা হয় এবং তার বিচার হয়ে থাকে একটা ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে, কিংবা ক্রাউন কোর্টে অভিযোগ পেশের মাধ্যমে।

- সেক্শন 2 : এই সেক্শনের অধীনে একজন ব্যক্তি অবশ্যই এমন কোন আচরণ করতে পারবে না যা অন্য কাউকে (বা অন্যদের) হয়রানি করার সামিল এবং যা অন্য কারো (বা অন্যদের) হয়রানি করা বিবেচিত হতে পারে বলে সে জানে, বা তার জানা উচিত। এই অ্যাক্ট-এর বিভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণের জন্য, যে ব্যক্তির আচরণ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে তার জানা উচিত যে একই তথ্য সম্পর্কে সচেতন একজন বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন লোক যদি মনে করে যে ঐ আচরণ হয়রানি হিসাবে পরিগণিত হতে পারে, তাহলে সেটা হয়রানি বিবেচিত হবে। "কোন একটা আচরণের" সঙ্গে অবশ্যই কমপক্ষে দুইবার তেমন আচরণ জড়িত থাকতে হবে। এই সেক্শনের অন্তর্গত অপরাধের বিচার কেবলমাত্র ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে হতে পারবে।
- সেক্শন 4 : এই সেক্শনের অধীনে কোন ব্যক্তির আচরণ যদি কমপক্ষে দুইবার অন্য কারো মনে এমন আশংকা সৃষ্টি হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় যে তার বিরুদ্ধে সহিংস আচরণ করা হতে পারে তাহলে, যদি সেই ব্যক্তি জানে, বা তার জানা উচিত, যে তার আচরণ প্রতিবারই অন্য কারো আশংকার করণ হতে পারে, সে একটা অপরাধের জন্য দায়ী হবে। সেক্শন 2-এর মতো এই ক্ষেত্রেও একই ধরনের 'যুক্তিগ্রাহ্যতার' মানদণ্ড প্রয়োগ করা হয়। এই ধরনের অপরাধের বিচার হয় ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে অথবা ক্রাউন কোর্টে হতে পারবে।

উপরোক্ত দুই অপরাধের যে কোনোটার জন্য দায়ী বলে পুলিশ যদি কাউকে সন্দেহ করে, তাদের গ্রেফ্তার করার এবং মামলা দায়ের করার সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য বিষয়টি CPS-এর কাছে পাঠিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা পুলিশের আছে।

ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, ক্রাইম অ্যান্ড ভিক্টিমস্ অ্যাক্ট 2004

জুলাই 2007 থেকে, DV অ্যাক্ট 2004'এর সেক্শন 12, PHA 1997'এর সেক্শন 5 সংশোধন করে' তার জায়গায় নতুন সেক্শন 5A প্রবর্তন করছে, যার মাধ্যমে আদালতগুলিকে কোন অপরাধের শাস্তিবিধান করার সময়ে নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করার ব্যাপকতর ক্ষমতা প্রদান করা হবে। এই আদেশ বদলানোর বা খারিজ করার জন্য কোন আবেদন করা হলে এটা ঐ নিয়ন্ত্রণাদেশে উল্লিখিত যে কোন লোককে আদালতের কাছে তার কারণ পেশ করার অধিকারও প্রদান করবে।

এই ব্যবস্থা - যে কোন অপরাধের ক্ষেত্রে - যেখানে প্রতিবাদীর বিচার করা বা তাকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে, নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করার ক্ষমতাও আদলতগুলিকে দেবে। বর্তমানে, নিয়ন্ত্রণাদেশ তখনই জারি করা যায় যখন অপরাধীকে প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট-এর সেক্শন 2 ও 4 অনুসারে হয় কাউকে হয়রানি কিংবা সহিংসতার হুমকি দেওয়ার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করা হয়েছে। এর লক্ষ্য হলো যেখানে একটা ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি লাভ করেছে কিন্তু পরিস্থিতি থেকে বোঝা যাচ্ছে যে ভুক্তভোগীর অব্যহত সুরক্ষার প্রয়োজন রয়েছে, সেখানে পরিস্থিতি সামাল দেওয়া। ভুক্তভোগী অবশ্যই একটা দেওয়ানি আদালতের কাছে উত্যক্ত-না হওয়ার আদেশ কিংবা স্থগিতাদেশের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে, আরো

ইতিবাচক ব্যবস্থা নেওয়া হলে কেবল যে অহেতুক বিলম্ব এবং আইনগত সহায়তাদানের খরচ বৃদ্ধি এড়ানো যাবে তাই নয়, ভুক্তভোগীকে আরো সুনিশ্চিত সুরক্ষা প্রদান করাও সম্ভব হবে।

মুক্তিদানের পর, আদালত বাদী ও প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই আইনজীবিদের এমন কোন অতিরিক্ত সাক্ষ্যপ্রমাণ পেশ করার আহ্বান জানাবে যা হয়তো ফৌজদারি প্রক্রিয়ায় ব্যবহারযোগ্য নয় কিন্তু দেওয়ানি প্রক্রিয়ায় গ্রহণযোগ্য। ঐ সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে, আদালত স্থির করবে ভুক্তভোগীকে হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানের জন্য কোন আদেশ জারি করার দরকার আছে কি না। অন্যথায়, ইতিমধ্যেই ফৌজদারি বিচারে পেশ করা সাক্ষ্যপ্রমাণের ভিত্তিতে আদালত সিদ্ধান্ত নিতে পারে। (যেমন, নিদারুণ শারীরিক ক্ষতিসাধনের দায় থেকে কোন লোককে হয়তো অব্যাহতি দেওয়া হলো, কিন্তু বিতর্কাতীতভাবে হয়তো এটা প্রমাণিত যে তারা দরজায় ধাক্কা দিয়ে গালিগালাজ করেছিল এবং জোর করে' বাড়ির ভিতরে ঢুকেছিল।)

নিয়ন্ত্রণাদেশের উদ্দেশ্য হবে প্রতিরোধমূলক, শাস্তিদান নয় - অর্থাৎ কোন লোককে হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদানের জন্য গৃহীত ব্যবস্থা। আমারা বিশ্বাস করি যে এমন কিছু পরিস্থিতি থাকতে পারে যেখানে, দোষী সাব্যস্ত করার মতো যথেষ্ট প্রমাণ না থাকা সত্ত্বেও, অবিলম্বে ভুক্তভোগীদের সুরক্ষাবিধানের প্রয়োজন আছে। কোন আদেশ জারি করার সময়ে, আদালত সেই একই প্রশ্ন বিচার করে' দেখবে যা প্রোটেক্শন ফ্রম হ্যারাস্মেন্ট অ্যাক্ট-এর সেক্শন 3 অনুসারে নিয়ন্ত্রণাদেশ জারি করার আবেদন সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়ে একটা দেওয়ানি আদালত বিবেচনা করে' থাকে; অর্থাৎ, হয়রানির বিরুদ্ধে সুরক্ষাবিধানের জন্য কোন আদেশ জারি করার দরকার আছে কি না? এটা আদালতের বিচারাধীন একট প্রশ্ন।

অতীতের বেআইনী আচরণ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কিছু অভিযোগের প্রমাণ আছে কি না তা বিবেচনা করার সময়ে, আদালতগুলি প্রমাণের দেওয়ানি মান প্রয়োগ করবে। তবে, একই ধরনের আদেশের ক্ষেত্রে মামলার আইন যেমন স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করে' দেয় (ASBO বা অ্যান্টি-সোশ্যাল বিহেভিয়ার অর্ডার এবং ফুটবল খেলার ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা), প্রযোজ্য দেওয়ানি মান নির্ভর করবে, বেআইনী আচরণের অভিযোগের গুরুত্ব এবং তার জন্য যে নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হতে পারে তার প্রকৃতিসহ, মামলার প্রকৃতির উপরে।

DV অ্যাক্ট 2004 কোন নিয়ন্ত্রণাদেশে উল্লিখিত একজন লোককে এই অধিকারও দেয় যে "তার বক্তব্য শোনা হবে", অর্থাৎ ঐ আদেশ বদলানোর বা খারিজ করার আবেদন করা হলে আত্মপক্ষ সমর্থনে যুক্তি পেশ করার সুযোগ সে পাবে। আদালতের নিয়মকনুন আদালতের উপরে এই কর্তব্য আরোপ করে যে নিয়ন্ত্রণাদেশে উল্লিখিত একজন লোককে ঐ আবেদন সম্পর্কে জানানো হবে যাতে যা ঘটতে যাচ্ছে তার আগাম খবর ঐ ব্যক্তি পাবে এবং ঐ আবেদনের বিরুদ্ধে আদালতের সামনে যুক্তি পেশ করার সুযোগ তার থাকবে।

অংশ IV – অন্যান্য সংশ্লিষ্ট ব্যবস্থাদি

হাউজিং অ্যাক্ট 1996

এই অ্যাক্ট পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের সুরক্ষাবিধানের একটা পরোক্ষ ব্যবস্থা কারণ একটা দখলের আদেশের আবেদন করার জন্য এটা একটা তৃতীয় পক্ষের – তাদের ল্যান্ডলর্ড বা বাড়িওয়ালার – উপরে নির্ভর করে। একমাত্র একজন ল্যান্ডলর্ড – বা আরো সুনির্দিষ্টভাবে, একটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা সোশ্যাল ল্যান্ডলর্ড বা সামাজিক বাড়িওয়ালা– এই আইনের অধীনে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যদি তাদের নজরে আনা হয়, কিংবা অভিযোগ করা হয়, যে একজন ভাড়াটিয়া অন্য একজন ভাড়াটিয়ার প্রতি সহিংস আচরণ করছে।

এই দেওয়ানি প্রতিকার আরো নির্ভর করে সেই ভাড়াটিয়ার উপরে যে তার পারিবারিক সহিংসতার অভিজ্ঞতার দরুণ বাসস্থান ত্যাগ করছে এবং তার সেখানে ফিরে আসার কোন ইচ্ছা নেই। সুতরাং, এটা হলো কেবল একটা উপায় যার সাহায্যে একজন ল্যান্ডলর্ড বাসস্থান দখল করে' থাকা একজন নির্যাতনকারীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়ে বাসস্থান পুনর্দখল করতে পারে। সহিংসতার ভুক্তভোগীকে ঐ বাসস্থানে বাস করে' যাওয়ায় এটা সক্ষম করে না। এটা অন্য কোন জায়গায় – একটা স্থগিতাদেশের আকারে – কোন সুরক্ষাও প্রদান করে না।

স্যাংচুয়ারী স্কীম

স্যাংচুয়ারী স্কীম (Sanctuary Schemes) বা আশ্রয়প্রদান কর্মসূচি গৃহহীনতা প্রতিরোধের একটা অভিনব উদ্যোগ। যাদের পারিবারিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা হচ্ছে তারা যাতে নিজেদের বাসস্থানে বাস করে' যেতে পারে, যেখানে তারা নিরাপদ থাকতে পারবে, যেখানে তারা স্বেচ্ছায় এটা করতে পারবে এবং যেখানে সহিংস আচরণের জন্য দায়ী ব্যক্তি ঐ বাসস্থানে আর বাস করতে পারবে না, সেখানে এই কর্মসূচি পেশাদারীভাবে স্থাপন করা নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি সরবরাহ করে।

এই যৌথ এলজিএ অ্যান্ড কমিউনিটিজ্ (LGA and Communities) এবং স্থানীয় সরকারের নির্দেশিকার লক্ষ্য হলো পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের সাহায্য করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরনের কার্যকর কর্মসূচি সংগঠিত ও পরিচালনা করায় স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলিকে সাহায্য করা।

নির্দেশিকা পাওয়া যায় কেবল অনলাইন, এখানে :
http://www.communities.gov.uk/index.asp?id=1502478gov.uk

অভিবাসন-সংক্রান্ত মর্যাদা এবং সরকারী তহ্বিল

প্রতি বছর প্রায় 500 মহিলাকে, ইউকে বা যুক্তরাজ্যের একজন নাগরিককে বিবাহ করার জন্য এই শর্তে যুক্তরাজ্যে প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া হয়ে থাকে যে তারা সরকারী তহ্বিল থেকে কোন সাহায্য পাবে না। এই ক্ষেত্রে সরকারী তহ্বিল বলতে বোঝায় সামাজিক অর্থসংস্থান, উদাহরণস্বরূপ হাউজিং বেনিফিট্ বা গৃহায়ন ভাতা।

পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের ক্ষেত্রে, ইমিগ্রেশন রূলস্ বা অভিবাসন-সংক্রান্ত নিয়মকানুন অনির্দিষ্ট কালের জন্য যুক্তরাজ্যে বাস করার অনুমতির চেয়ে নিজেদের তরফে প্রার্থনা জানানোর, এবং তা মঞ্জুরের জন্য প্রয়োজনীয় প্রমাণ দাখিল করার, সুযোগ তাদের দেয়। তবে, এই আবেদন বিবেচনাধীন থাকাকালীন, তাদের বর্তমান অভিবাসন-সংক্রান্ত মর্যাদার দরুণ তারা সরকারী আবাসন লাভের সুযোগ পায় না। কোন নিরাপদ আশ্রয় কিংবা সহায়তালাভের সুযোগ না থাকায় এই মহিলারা অনেক সময়েই তাদের ছেড়ে আসা বাড়িতে ফিরে যেতে বাধ্য হয় যেখানে তারা আরো নির্যাতনের মুখে পড়ে, এমনকি চরম ক্ষেত্রে তারা প্রাণ হারাতেও পারে।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষগুলির এই বিষয়ে সচেতন থাকা দরকার যে পরিবারিক সহিংসতার কিছু ভুক্তভোগীর যত্ন ও মনোযোগের সুনির্দিষ্ট প্রয়োজন এবং/অথবা তাদের উপরে নির্ভরশীল সন্তান থাকতে পারে, যার ফলে তারা হয়তো এনএইচএস্ অ্যান্ড কমিউনিটী কেয়ার অ্যাক্ট (NHS and Community Care Act) অ্যাক্ট-এর সেক্শন 47, লোক্যাল গভার্নমেন্ট অ্যাক্ট (Local Government Act) s.2, চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 এবং অন্যান্য প্রাসঙ্গিক আইন অনুসারে ব্যক্তিগত পরিস্থিতির ভিত্তিতে সহায়তা পাওয়ার যোগ্য হবে।

1999 সালে, একটা বিশেষ সুবিধা প্রবর্তিত হয় যাতে যে'সব মহিলা তাদের 'প্রোবেশনারী' বা অবেক্ষাধীন সময়ে তাদের নির্যাতনকারী পার্টনার বা স্বামীদের ছেড়ে এসেছে, এবং আদালতে প্রমাণিত অভিযোগ অথবা ঐ ধরনের কোন কারণ দর্শিয়ে প্রমাণ করতে পারছে যে পরিবারিক সহিংসতার কারণেই তাদের সম্পর্ক ছেদ হয়েছে, তাদের বসবাসের আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে।

2002 সালের নভেম্বার মাসে, সহিংসতার প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতো এমন ধরনের সমস্ত সাক্ষ্যর প্রকৃতি প্রসারিত করা হয়। একটা আদেশ, প্রমাণিত অভিযোগ অথবা পুলিশের সতর্কতা যে ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভালো সাক্ষ্য হিসাবে বিবেচিত হয়, সেই ক্ষেত্রে একজন জিপি'র প্রতিবেদন, আদালতের প্রতিশ্রুতি এবং হাজিরার ব্যাপারে পুলিশের প্রতিবেদন, সোশ্যাল সার্ভিসেস্-এর কাছ থেকে চিঠি, অথবা একটা আশ্রয়াবাস থেকে সহায়তাদান-সংক্রান্ত চিঠিও গ্রহণযোগ্য ঘোষিত হয়।

ইমিগ্রেশন অ্যান্ড ন্যাশনালিটী ডাইরেক্টোরেট (Immigration and Nationality Directorate) বা অভিবাসন ও জাতীয়তা অধিকার এইসব ঘটনাকে চিহ্নিত করছে ও তাদের বিষয়ে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছে এবং আরো সম্প্রতি, আবেদনকারীরা যদি নিঃস্ব হয়, তাদের নতুন খরচ ধার্য করার প্রক্রিয়া থেকে অব্যাহতি দেওয়া হচ্ছে।

আবেদন পেশ এবং সাক্ষ্য সংগ্রহ প্রক্রিয়ার উন্নতি করার জন্য নতুন পদক্ষেপ নেওয়া শুরু হয়েছে, যাদের মধ্যে আছে বিভিন্ন সংস্থার জন্য একটা ছক তৈরী করা, 'আশ্রয়' ('refuge') শব্দটির অর্থ ও তাৎপর্যকে প্রসারিত করা। 2007 সালের এপ্রিল মাসে, একটা নতুন আবেদনপত্র[19], পূরণ করার নির্দেশসহ, প্রবর্তন করা হবে।

পুলিশ রীফর্ম অ্যাক্ট 2002 - পারিবারিক সহিংসতা ও স্বাস্থ্য

পারিবারিক সহিংসতার ক্ষেত্রে এনএইচএস্ একটা বিশেষ অবদান রাখতে পারে, কেবলমাত্র ভুক্তভোগীদের স্বাস্থ্যের উপরে তার প্রভাবের কারণেই নয়, এই কারণেও যে যে'সব পেশাজীবি পরিস্থিতির প্রকৃতি নির্ধারণ করায় এবং তাতে হস্তক্ষেপ করায় সক্ষম, এনএইচএস্ তাদের সঙ্গেও যোগাযোগের প্রথম সূত্র হতে পারে।

এর ফলে, 30 এপ্রিল 2006 তারিখ থেকে ইংল্যান্ড-এর বিভিন্ন প্রাইমারী কেয়ার ট্রাস্ট (PCTs) অপরাধ ও বিশৃঙ্খলার মোকাবেলায় সহযোগিতার ক্ষেত্রে দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষে পরিণত হয়েছে। (প্রাসঙ্গিক আইন হলো ক্রাইম অ্যান্ড ডিজঅর্ডার অ্যাক্ট 1998'এর সেক্শন 5 (1), পুলিশ রীফর্ম অ্যাক্ট 2002 দ্বারা যেমন সংশোধিত।)

এর অর্থ হলো, অপরাধ ও বিশৃঙ্খলার এবং মাদক অপব্যবহারের ঘটনার স্থানীয়ভাবে মোকাবেলায় অন্যান্য সমস্ত দায়িত্বশীল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতার ভিত্তিতে কাজ করার সংবিধিবদ্ধ দায়িত্ব এখন সমস্ত PCT'র রয়েছে।

এডুকেশন অ্যাক্ট 2002

পারিবারিক সহিংসতার এবং ছাত্রদের নির্যাতনের ঘটনা চিহ্নিত করার প্রক্রিয়ায় প্রথম ধাপ হতে পারে স্কুলগুলি, এবং সমস্ত ঘটনা তারা সোশ্যাল সার্ভিসেস্-কে জানাতে পারে। যেখানে একটা স্কুল সন্দেহ করছে যে একজন ছাত্র নির্যাতনের ভুক্তভোগী কিংবা তার নির্যাতিত হওয়ার ঝুঁকি রয়েছে সেখানে, অথবা স্কুল যদি মনে করে যে কোন ধরনের পারিবারিক সমস্যা রয়েছে. তার উচিত স্থানীয় প্রক্রিয়াগুলি ব্যবহার করে' তার উদ্বেগ যথাস্থানে জানানো। এডুকেশন অ্যাক্ট বা শিক্ষা আইন 2002 'এর সেক্শন 175 নিশ্চিত করবে যে সমস্ত স্কুলের গভার্নিং বডি'র এবং স্থানীয় শিক্ষা কর্তৃপক্ষগুলির (LEAs) উপযুক্ত শিশু সুরক্ষা পদ্ধতি কার্যকর থাকবে।

---

19 বর্তমান পারিবারিক সহিংসতা-সংক্রান্ত প্রশ্নমালা : http://www.ind.homeoffice.gov.uk/6353/11406/dvquestionnaire.pdf

সংযোজন (Annex) A : একজন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি কে?

'অক্যুপেশন অর্ডারস্' বা বসবাস-সংক্রান্ত আদেশ (FLA 1996'এর সেক্শন 62(3)) সম্পর্কে

- তারা বর্তমানে পরস্পরের সঙ্গে বিবাহিত কিংবা তেমন ছিল, অথবা বর্তমানে সিভিল পার্টনার কিংবা তেমন ছিল।
- তারা বর্তমানে সহবাস করছে কিংবা অতীতে সহবাস করতো (5 ডিসেম্বার 2005 তারিখ থেকে DVCV অ্যাক্ট-এর সেক্শন 3 ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর সেক্শন 62(1)(a) সংশোধন করে' একই লিঙ্গের সহবাসী দম্পতিদের তার আওতায় নিয়ে এসেছে)।
- তারা একই পরিবারে বাস করে কিংবা করেছে, হয় তাদের একজন অন্যজনের কর্মচারী, ভাড়াটিয়া, লজার বা বোর্ডার হওয়ার কারণে কিংবা অন্য কোন কারণে।
- তারা একে অন্যের আত্মীয় (ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996 "আত্মীয়" শব্দটির সংজ্ঞা প্রসারিত করে' 'ফার্স্ট কাজিন' বা নিকট আত্মীয়ের সন্তানদের তার অন্তর্গত করেছে)
- তারা পরস্পরকে বিবাহ করায় সম্মত হয়েছে (ঐ সম্মতি পরে বাতিল করা হয়ে থাকুক বা না হয়ে থাকুক)
- তারা সিভিল পার্টনারশিপ্ চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছে (সিভিল পার্টনারশিপ অ্যাক্ট 2004'এর সেক্শন 73'র সংজ্ঞা অনুযায়ী) (সেই চুক্তি পরে বাতিল করা হয়ে থাকুক বা না হয়ে থাকুক)
- যে কোন সন্তানের ক্ষেত্রে, দুই ব্যক্তিই হয় তার মা-বাবাদের একজন কিংবা তাদের ঐ শিশুর প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব আছে কিংবা ছিল - একজন ব্যক্তি এই সংজ্ঞার আওতায় আসবে যদি :
  1) সে (নারী বা পুরুষ) শিশুর মা-বাবার একজন; অথবা
  2) তার (নারী বা পুরুষ) শিশুর প্রতি মা-বাবার দায়িত্ব আছে কিংবা ছিল।
- তারা একই পারিবারিক প্রক্রিয়ায় জড়িত পক্ষ (FLA 1996'এর অংশ IV'এর অধীনস্থ প্রক্রিয়া ছাড়া)।

'নন-মলেস্টেশন অর্ডারস্' বা উত্যক্ত না হওয়ার আদেশ (FLA 1996) সম্পর্কে

প্রতিবাদী যদি নিম্নলিখিত যে কোন শ্রেণীর মধ্যে পড়ে তাহলে একটা আবেদন পেশ করা যেতে পারে :

a) আবেদনকারীর প্রসঙ্গে :
   - স্বামী বা স্ত্রী
   - সাবেক স্বামী বা স্ত্রী
   - সহবাসী
   - সাবেক সহবাসী
   - সিভিল পার্টনার
   - সাবেক সিভিল পার্টনার

b) আবেদনকারীর অথবা a) শ্রেণীভুক্ত যে কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গে :
   - বাবা
   - মা
   - সৎবাবা
   - সৎমা

- ছেলে
- মেয়ে
- সৎছেলে
- সৎমেয়ে
- দাদী/নানী
- দাদা/নানা
- নাতি
- নাতনী
- ভাই
- বোন
- সৎভাই বা সৎবোন
- মামা/চাচা
- মামী/চাচী
- ভাইঝি
- ভাইপো
- ফার্স্ট কাজিন (নিকট আত্মীয়ের সন্তান)

c) b) শ্রেণীভুক্ত যে কোন ব্যক্তির প্রসঙ্গে :

- স্বামী বা স্ত্রী
- সাবেক স্বামী বা স্ত্রী
- সহবাসী
- সাবেক সহবাসী
- সিভিল পার্টনার
- সাবেক সিভিল পার্টনার

d) • একই পরিবারে বাস করে, কিংবা করেছে, এমন কেউ।

e) • এমন কেউ যাকে আবেদনকারী বিবাহ করতে সম্মত হয়েছে, কিংবা যার সঙ্গে সিভিল পার্টনারশিপ্ সম্পর্কে লিপ্ত রয়েছে; যেখানে এই চুক্তি খারিজ হয়ে গেছে, খারিজ হওয়ার কেবল 3 বছরের মধ্যে।

f) • যেখানে আবেদনকারী একটি শিশুর মা কিংবা বাবা অথবা ঐ শিশুর প্রতি তার মা-বাবার দায়িত্ব রয়েছে, মা-বাবার দায়িত্বসম্পন্ন অন্য যে কোন মা/বাবা কিংবা ব্যক্তি।

g) • যেখানে একটি শিশুকে দত্তক নেওয়া হয়েছে কিংবা তাকে দত্তক নেওয়া অনুমোদিত হয়েছে :

i) একজন স্বাভাবিক মা কিংবা বাবার, অথবা তেমন একজন স্বাভাবিক মা/বাবার মা কিংবা বাবার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে :

ii) শিশুর অথবা দত্তক গ্রহণের আদেশক্রমে শিশুর মা কিংবা বাবার, অথবা দত্তক গ্রহণের আদেশের জন্য একজন আবেদনকারী ব্যক্তির, অথবা যে কোন সময়ে শিশুটিকে যে ব্যক্তির কাছে দত্তক দেওয়া হয়ে থাকতে পারে তার।

h) • যে কোন পারিবারিক প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট অন্য পক্ষ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য : ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর অংশ IV অনুসারে কে আবেদন করতে পারবে তা স্থির করার মান, আগের পৃষ্ঠায় যেমন দেখা যাচ্ছে, তুলনামূলকভাবে ব্যাপক। সাধারণভাবে, পারিবারিক সহিংসতার একজন ভুক্তভোগী যদি সহিংস আচরণের জন্য দায়ী ব্যক্তির সঙ্গে সম্পর্কিত হয়, এই অ্যাক্ট প্রতিকার হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে, যেখানে ভুক্তভোগী কখনোই সহিংস আচরণের জন্য দায়ী ব্যক্তির সঙ্গে বাস করেনি, তার সঙ্গে বিবাহিত ছিল না, অথবা তার ঔরসে সন্তানের জন্ম দেয়নি সেইসব পরিস্থিতিতে এই অ্যাক্ট ব্যবহার করা যাবে না।

সংযোজন (Annex) B : অসহায় ও দুর্বল এবং আতংকিত সাক্ষীদের জন্য কিছু বিশেষ ব্যবস্থা

1999 ইয়ুথ জাস্টিস্ অ্যান্ড ক্রিমিন্যাল এভিডেন্স অ্যাক্ট (YJCE Act)-এ যে'সব বিশেষ ব্যবস্থা রাখা হয়েছে তদের বিবরণ নিচের ছকে দেওয়া হয়েছে।

বিশেষ ব্যবস্থাসমূহ	1999 YJCE অ্যাক্ট-এ উল্লেখ	সেক্শন 16 সাক্ষীরা (শিশুরা ও অসহায় প্রাপ্তবয়স্করা)	সেক্শন 17 সাক্ষীরা (আতংক/ভয় কিংবা দুর্দশা)
অভিযুক্ত ব্যক্তির তরফের সাক্ষীদের পরীক্ষার ব্যবস্থা	s.23	সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়	সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়
লাইভ লিংক-এর মাধ্যমে সাক্ষ্য	s.24	সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়	সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়
একান্তে বা গোপনে দেওয়া সাক্ষ্য	s.25	সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়	সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়
পরচুলা এবং গাউন খুলে ফেলা	s.26	কেবলমাত্র ক্রাউন কোর্ট-এ	কেবলমাত্র ক্রাউন কোর্ট-এ
ভিডিওতে রেকর্ড করা প্রধান সাক্ষ্য	s.27	ক্রাউন কোর্ট-এ পাওয়া যায় তবে ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতেও আংশিকভাবে পাওয়া যায় - **কেবলমাত্র** বিশেষ সুরক্ষার প্রয়োজন আছে এমন শিশু সাক্ষীদের জন্য আংশিকভাবে পাওয়া যায় - কেবল পাইলট বা প্রাথমিক পরীক্ষামূলক এলাকাগুলিতে	উড গ্রীন এবং শেফিল্ড-এর বিভিন্ন ক্রাউন কোর্ট ছাড়া অন্য কোথাও পাওয়া যায় না
একজন মধ্যস্থতাকারীর মাধ্যমে পরীক্ষা	s.29		প্রযোজ্য নয়
	s.30	সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়	প্রযোজ্য নয়

কঠোরভাবে বিশেষ ব্যবস্থা না হওয়া সত্ত্বেও, ইয়ুথ জাস্টিস্ অ্যান্ড ক্রিমিন্যাল এভিডেন্স অ্যাক্ট (YJCEA) 1999-এর সেক্শন s.34-40'র মধ্যে ভুক্তভোগীদের এবং সাক্ষীদের অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজস্ব ফিরতি জেরা থেকে সুরক্ষাবিধানের কিছু ক্ষমতাও আছে।

বিশেষ করে', এই অ্যাক্ট-এর s.38 নির্দেশ দেয় যে ভুক্তভোগীকে জেরা করার জন্য একজন প্রতিনিধি নিয়োগ করার যথেষ্ট সময় আদালত অবশ্যই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে দেবে। এই সময়ের পর যদি কাউকে নিয়োগ করা না হয়ে থাকে, আদালতকে অবশ্যই বিবেচনা করে' দেখতে হবে যে ভুক্তভোগীকে জেরা করার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির তরফে একজন প্রতিনিধিকে আদালত নিয়োগ করবে কি না। এই ধরনের পরিস্থিতিতে প্রতিনিধি নিয়োগের খরচ আসা উচিত সেন্ট্রাল ফান্ডস্ বা কেন্দ্রীয় তহ্বিল থেকে।

সংযোজন (Annex) C : বিভিন্ন শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গীর অর্থ ও বাখ্যা

Abridged Time
সংক্ষিপ্তকৃত সময়

একটা শুনানির বিজ্ঞপ্তি জারি করার সাধারণ সময়সীমা 'সংক্ষিপ্ত' করা হতে পারে, বিশেষ করে' বসবাস-সংক্রান্ত আদেশের ক্ষেত্রে, এবং মামলা স্বাভাবিক সময়ের আগে শুরু হতে পারে। আবেদনকারীকে তখনও দেখাতে হবে যে প্রতিবাদীকে আবেদনের বিষয়ে জানানো হয়েছে যার ফলে তাদের পারিবারিক বাড়ি থেকে তাদের উচ্ছেদ করা হতে পারে। এমন সম্ভাবনা আছে যে উভয় পক্ষের বক্তব্য শোনার সুযোগ পাওয়ার পর আদালত এই ধরনের আদেশ জারি করতে পারে।

Bail
জামিন

একটা নির্দিষ্ট তারিখ, সময় ও স্থান পর্যন্ত পুলিশ অথবা আদালতের দ্বারা একজন প্রতিবাদীকে অব্যাহতিদান। এই জামিনের সঙ্গে কিছু শর্ত যুক্ত করা হতে পারে, যেমন আর কোন অপরাধ না করা অথবা একটা নির্দিষ্ট এলাকা থেকে দূরে থাকা।

Binding Over (to keep the peace)
প্রতিশ্রুতি আদায় (শান্তিরক্ষার উদ্দেশ্যে)

আদালত আবেদন (বা 'অভিযোগ') সাপেক্ষে, অথবা নিজে থেকেই 'প্রতিশ্রুতি আদায়ের' আদেশ ('bind-overs') দিতে পারে। যে ব্যক্তির উপরে এই আদেশ জারি করা হয় সে কার্যতঃ ভালো আচরণ করার প্রতিশ্রুতি দেয় এবং একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শান্তি রক্ষা করে' চলায় সম্মত হয় (সাধারণতঃ একটা দলিলে স্বাক্ষর করে')। তারা এই প্রতিশ্রুতি না মেনে চললে আদালত তার মূল আদেশে যে জরিমানা নির্দেশ করে' দিয়েছে তার অংশবিশেষ বা পুরোটাই দেওয়ার আদেশ তাদের উপরে জারি করা হবে।

Care order
যত্নগ্রহণের আদেশ

চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 অনুসারে জারি করা একটা আদেশ যা কোন শিশুকে একটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের যত্নের অধীনে স্থাপন করে। এর জন্য আবেদন করতে পারে কেবল একটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, কিংবা সেক্রেটারী অভ্ স্টেইট কর্তৃক অনুমোদিত একজন ব্যক্তি। যত্নগ্রহণের আদেশ জারি করার ক্ষমতা আদালতের আছে যখন আদালত এই বিষয়ে সন্তুষ্ট হবে যে একটি শিশুর উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হচ্ছে, কিংবা ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা আছে। মাঝেমধ্যে এমনও হতে পারে যে মা-বাবারা তাদের সন্তানদের ক্ষতি হওয়ার মতো কিছু করেছে অথবা অন্য কাউকে তা করতে দিয়েছে। এর মধ্যে আছে শারীরিক ক্ষতিসাধন অথবা যৌন নির্যাতন। শারীরিক ক্ষতিসাধন এবং যৌন নির্যাতন দুইই মানসিক ক্ষতিসাধনও করে। (সেক্‌শন 31, চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989)

Claim form (civil)
দাবি জানানোর ফর্ম (দেওয়ানি)

দাবিদার যে প্রতিকার পাওয়ার চেষ্টা করছে তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়ে একটা আনুষ্ঠানিক, লিখিত বিবৃতি। দাবির খুঁটিনাটি বিবরণও, ঘটনার বিভিন্ন তারিখ ও স্থান সম্পর্কে প্রাসঙ্গিক তথ্যসহ, এই ফর্মে উল্লেখ করা থাকতে পারে। দাবির ফর্মে এগুলি না দেওয়া হয়ে থাকলে, দাবি আদালতে পেশ করার 14 দিনের মধ্যে তাদের আদালতে পাঠিয়ে দেওয়া যেতে পারে।

Commital hearing (civil)
কারাগারে পাঠানোর বিষয়ে শুনানি (দেওয়ানি)

একজন লোককে কারাগারে পাঠানোর আদেশ সংগ্রহ করার দ্বারা বিচারের রায় বলবৎ করা। ঐ ব্যক্তি যখন আদালত অবমাননা করেছে, উদাহরণস্বরূপ আদালতের কোন আদেশ অমান্য করার মাধ্যমে, তখন অধিকাংশ সময়ে এই আদেশ পাওয়ার চেষ্টা করা হয়ে থাকে।

Conditional discharge
শর্তসাপেক্ষ অব্যাহতি

একজন অপরাধীকে তিন বছর পর্যন্ত শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি দেওয়া যেতে পারে। শর্ত হলো যে ঐ সময়ের মধ্যে সে আর কোন ফৌজদারি অপরাধ করবে না। তারপর অব্যাহতি খারিজ হয়ে যাবে। আদালতের নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যদি নতুন কোন অপরাধ করা হয়, যে অপরাধের ক্ষেত্রে অপরাধীকে শর্তসাপেক্ষে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল সেই অপরাধের জন্য তাকে নতুন করে' শাস্তি দেওয়া হতে পারে। অপরাধী তখন পুরানো ও নতুন এই দুই অপরাধের দায়েই শাস্তি পেতে পারে। শর্তসাপেক্ষ অব্যাহতিদান আসলে দোষী সাব্যস্ত করা।

Contact Activity (Children and Adoption Act 2006)
দেখাসাক্ষাৎ-সংক্রান্ত সক্রিয়তা (চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডপ্‌শন অ্যাক্ট 2006)

দেখাসাক্ষাৎ-সংক্রান্ত সক্রিয়তা হলো একটা তথ্য আদানপ্রদানের অধিবেশন, একটা কর্মসূচি, ক্লাস, উপদেশ বা নির্দেশদান অধিবেশন অথবা এমন যে কোন সক্রিয়তা যা একজন লোককে একটি শিশুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থা স্থাপন করায়, বজায় রাখায় বা তার উন্নতি করায় সাহায্য করে। মা-বাবারা যখন আলাদা হয়ে গেছে অথবা তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে এবং সন্তানদের জন্য কি ধরনের ব্যবস্থা করা উচিত সেই ব্যাপারে একমত হতে পারছে না তখন তাদের সাহায্য করার জন্য এটা একটা নতুন প্রক্রিয়া। মা-বাবারা তাদের বিতর্কের নিষ্পত্তির জন্য একটা পারিবারিক আদালতে যেতে পারে। শিশুদের নিয়ে আদালতে অধিকাংশ মামলাতেই বসবাস ও দেখাসাক্ষাতের ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে মা-বাবাদের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ-বিতর্ক জড়িত থাকে। এটা সাধারণভাবে 'কাস্টডী' ('custody') অথবা 'অ্যাক্সেস্' ('access') নামেও পরিচিত। (সেক্‌শন 8, চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989, চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডপ্‌শন অ্যাক্ট 2006 দ্বারা যেমন সংশোধিত।)

Contempt of court
আদালত অবমাননা

আদালতের রায় অথবা প্রক্রিয়া অমান্য করা, উদাহরণস্বরূপ একটা উত্যক্ত-না করার আদেশ ভঙ্গ করা আদালত অবমাননা। এই আদেশ যার উপরে জারি করা হয় (প্রতিবাদী) তাকে সতর্ক করে' দেওয়া হয় যে সে যদি এই আদেশ ভঙ্গ করে তার কারাদণ্ড পাওয়ার ঝুঁকি থাকবে, যেহেতু এই আদেশের সঙ্গে একটা শাস্তির বিজ্ঞপ্তি যুক্ত করা হয়।

Crown Prosecution Service
ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ বা CPS একটা সরকারী মামলা পরিচালনাকারী কর্তৃপক্ষ যার সঙ্গে পুলিশের কোন প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নেই তবে মামলা পরিচালনাকারী দলের অংশ হিসাবে তাদের সঙ্গে মিলে কাজ করে। CPS ইংল্যান্ড-এ এবং ওয়েলস্-এ ফৌজদারি অপরাধের দায়ে লোকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ ও মামলা দায়ের করে। CPS মামলায় শাস্তি হওয়ার সম্ভাবনার ব্যাপারেও পুলিশকে পরামর্শ দেয়; আদালতের জন্য মামলা তৈরী করে; ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে এবং ক্রাউন কোর্ট-এ মামলা চালায়; এবং মামলা ক্রাউন কোর্ট-এ এবং উচ্চতর আদালতে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আইনজীবিদের নির্দেশ দেয়।

"Either way"
"দুই পদ্ধতির যে কোন একটা"

এমন মামলাকে বোঝাতে পারে যা "দুই পদ্ধতির যে কোন একটার দ্বারা বিচারযোগ্য" ("triable either way") অথবা "দুই ধরনের যে কোন একটা অপরাধ" ("either way offence")। অর্থাৎ মামলার বিচার ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে অথবা ক্রাউন কোর্ট-এ হতে পারে। ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালত ঐ মামলা ক্রাউন কোর্ট-এ পাঠিয়ে দিতে পারে, CPS অনুরোধ করতে পারে যে মামলার শুনানি ক্রাউন কোর্ট-এ করা হোক অথবা প্রতিবাদী চাইতে পারে যে তার বিচার ক্রাউন কোর্ট-এই হোক।

Emergency protection order
জরুরী সুরক্ষাবিধান আদেশ

চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989 অনুসারে জারি করা যে আদেশ একটা স্থানীয় কর্তৃপক্ষকে কিংবা বিধিসম্মতভাবে অনুমোদিত একজন ব্যক্তিকে সর্বাধিক 8 দিনের জন্য কোন শিশুকে উপযুক্ত একটা বাসস্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অথবা তাকে হাসপাতাল থেকে সরিয়ে নেওয়ার অধিকার ইত্যাদি দেয়, যদি এমন মনে করার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে যে শিশুটির ক্ষতি হচ্ছে, কিংবা ঐ আদেশ না দেওয়া হলে তার উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এই আদেশ আরো স্থায়ী 'যত্নগ্রহণ আদেশ' (আগে দেখুন) জারি করার পথে প্রথম ধাপ হতে পারে। আদালত এই আদেশও দিতে পারে যে শিশুটি যে বাড়িতে বাস করে সেখানে অথবা শিশুর বাড়ির চারপাশের একটা নির্দিষ্ট এলাকায় সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ হবে। (সেক্শন 44 ও 44A, চিলড্রেন অ্যাক্ট 1989)

Ex-parte
একতরফা - 'বিজ্ঞপ্তি ছাড়া' (Without notice) দেখুন

Independent Domestic Violence Advisor (IDVA)
বেসরকারী পারিবারিক সহিংসতা-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা

IDVA'এর বিভিন্ন সেবা প্রতিটা স্থানীয় বিশেষজ্ঞ DV আদালতের সঙ্গে যুক্ত (এ'ছাড়াও SDVC দেখুন) এবং আদালত প্রক্রিয়া অনুসরণ করায় এবং নানা ধরনের সংবিধিবদ্ধ ও স্বেচ্ছামূলক সংস্থাকে ব্যবহার করায় ভুক্তভোগীদের সাহায্য করে।

Indictable only offence
কেবলমাত্র অভিযোগের দ্বারা বিচার্য অপরাধ

কেবলমাত্র অভিযোগ পেশ করা হলেই যে অপরাধের বিচার করা যায়, অর্থাৎ জুরীবৃন্দের দ্বারা ক্রাউন কোর্ট-এ। অধিকাংশ গুরুতর ধরনের অপরাধ (হত্যা, ধর্ষণ) কেবলমাত্র অভিযোগের ভিত্তিতে বিচারযোগ্য। তবে, এই সমস্ত মামলাই শুরু হবে ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে এবং সঙ্গে সঙ্গেই একটা প্রাথমিক শুনানির জন্য তাদের ক্রাউন কোর্ট-এ পাঠিয়ে দেওয়া হবে।

Injunction
স্থগিতাদেশ

আদালতের আদেশের আকারে একটা প্রতিকার যেটা জারি করা হয় বিশেষ কোন লোকের উপরে এবং সেটা হয় তার নির্দিষ্ট কোন কাজ করা, কিংবা করে' চলা, নিষিদ্ধ করে, অথবা তাকে নির্দিষ্ট কোন কাজ করার আদেশ দেয়।

Integrated Domestic Violence Court (IDVC)
একত্রিভূত পারিবারিক সহিংসতা আদালত

"একজন বিচারক একটি পরিবার" ভিত্তিতে গঠিত এই আদালতে ফৌজদারি ও দেওয়ানি দুই ধরনের মামলারই শুনানি হয় এবং লোকজনের বক্তব্যের একবারের বেশী পুনরাবৃত্তি এড়ানোর চেষ্টা করা হয়। একত্রিভূত আদালতের প্রথম পরীক্ষামূলক পদ্ধতি ক্রয়ডন ম্যাজিস্ট্রেটস্' কোর্ট-এ চালু করা হয় (শুরু হয়েছে 2006 সালের অক্টোবার মাসে)।

Liquidated/unliquidated claim
পরিশোধকৃত/অপরিশোকৃত দাবি

একটা পরিশোধকৃত দাবি হলো একটা নির্দিষ্ট অংকের টাকার জন্য ক্ষতিপূরণের দাবি, উদাহরণস্বরূপ £1,000 পাউন্ডের জন্য। ক্ষতিপূরণের অপরিশোধকৃত দাবি একটা অনির্দিষ্ট অংকের টাকার জন্য দাবি, উদাহরণস্বরূপ £10,000 পাউন্ডের বেশী নয়। যে বিচারকের সামনে মামলার শুনানি হবে তিনি টাকার অংক স্থির করবেন।

Non-molestation order
উত্যক্ত-না করার/না হওয়ার আদেশ

ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর অধীনে জারি করা এই আদেশ একজন ব্যক্তিকে, হয় প্রত্যক্ষভাবে অথবা পরোক্ষভাবে, একজন 'সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে' অথবা একটি প্রাসঙ্গিক শিশুকে, উত্যক্ত করা থেকে, অথবা আদালত তাকে যা না করার আদেশ দিচ্ছে তা করা থেকে, বিরত থাকার নির্দেশ দেয়।

On-notice application
বিজ্ঞপ্তি জারি করা আবেদন

আদালতের শুনানির তালিকাভুক্ত আবেদন যার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত পক্ষকে বিজ্ঞপ্তি পাঠিয়ে শুনানির তারিখ ও সময় জানিয়ে দেওয়া হয়।

Penal notice
শাস্তির বিজ্ঞপ্তি

বিভিন্ন দেওয়ানি আদেশের সঙ্গে যুক্ত এমন বিজ্ঞপ্তি যা কোন পক্ষ বা পক্ষদের সতর্ক করে' দেয় যে তারা যদি ঐ আদেশ, অথবা আদেশের কিছু শর্ত, না মানে তারা আদালত অবমাননার দায়ে অভিযুক্ত হবে এবং তাদের কারাদণ্ড দেওয়া হতে পারে। উত্যক্ত-না করার আদেশের ক্ষেত্রে শাস্তির বিজ্ঞপ্তি বাধ্যতামূলক, তবে অন্যান্য আদেশের ক্ষেত্রে এই বিজ্ঞপ্তি বিবেচনাসাপেক্ষ। একজন আবেদনকারী (ভুক্তভোগী) যদি মনে করে যে প্রতিবাদী (ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তি) শাস্তির বিজ্ঞপ্তি অগ্রাহ্য বা তার নির্দেশ ভঙ্গ করতে পারে, তাহলে ঐ আদেশের সঙ্গে একটা গ্রেফ্তারের ক্ষমতা যুক্ত করার প্রার্থনা জানিয়ে আবেদনকারীকে (মহিলা) নিজেই আদালতের কাছে অনুরোধ জানাতে হবে, যাতে প্রতিবাদীকে গ্রেফ্তার করে' আদালতে পেশ করা যায়।

Perpetrator programmes
ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কর্মসূচিসমূহ

ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের কর্মসূচিগুলি প্রধানতঃ এমনভাবে সংগঠিত করা হয় যে তারা যেন পুরুষদের তাদের আচরণ পরিবর্তন করায় এবং তাদের পার্টনার বা জীবনসাথীদের সঙ্গে শ্রদ্ধাপূর্ণ, নির্যাতনবর্জিত সম্পর্ক গড়ে তোলায় সাহায্য করে। যেহেতু, পরিসংখ্যান অনুযায়ী, দায়ী ব্যক্তিদের অধিকাংশই পুরুষ, এইসব কর্মসূচির অধিকাংশই পুরুষদের নিয়ে কাজ করে। কর্মসূচি সাধারণতঃ সংগঠিত হয় 8-15 পুরুষদের ছোট ছোট দল নিয়ে, যারা কোন বর্তমান অথবা অতীত সম্পর্কের ক্ষেত্রে সহিংস কিংবা নির্যাতনকারী আচরণ করেছিল।

Power of arrest
গ্রেফ্তারের ক্ষমতা

1 জুলাই 2007 তারিখ পর্যন্ত একটা উত্যক্ত-না করার অথবা বসবাস-সংক্রান্ত আদেশের সঙ্গে যুক্ত ক্ষমতা যা পুলিশকে ওয়ার‍্যান্ট বা পরোয়ানা ছাড়াই এমন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করতে সক্ষম করে যাকে তাদের এমন সন্দেহ করার যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে যে সে ঐ ক্ষমতাযুক্ত আদেশ ভঙ্গ করেছে, এমনকি যদিও ঐ ব্যক্তি হয়তো কোন ফৌজদারি অপরাধ করছে না। একটা উত্যক্ত-না করার অথবা বসবাস-সংক্রান্ত আদেশের সঙ্গে গ্রেফ্তারের ক্ষমতা যুক্ত করা বাধ্যতামূলক নয় এবং 1 জুলাই 2007 তারিখ থেকে একটা উত্যক্ত-না করার আদেশের সঙ্গে গ্রেফ্তারের ক্ষমতা আর যুক্ত করা হবে না। তবে, বর্তমানে, আদালতকে গ্রেফ্তারের ক্ষমতা অবশ্যই যুক্ত করতে হবে যদি এমন মনে হয় যে প্রতিবাদী আবেদনকারীর অথবা একটি

সংশ্লিষ্ট শিশুর প্রতি সহিংস আচরণ করেছে অথবা তা করার হুমকি দিয়েছে, যদি না আদালত ঐ ঘটনার সমস্ত পরিস্থিতিতে সন্তুষ্ট হতে পারে যে আবেদনকারীর কিংবা শিশুটির উপযুক্ত সুরক্ষাবিধান করা হবে। এই ব্যবস্থার উপকার হলো, যেখানে গ্রেফ্তারের ক্ষমতা যুক্ত করা হচ্ছে, আবেদনকারীকে আদালতে গিয়ে প্রতিবাদীকে গ্রেফ্তারের প্রার্থনা জানাতে হবে না যেহেতু পুলিশ পরোয়ানা ছাড়াই তাকে গ্রেফ্তার করতে পারবে।

Process server
দলিলপত্র বিতরণকারী

একজন অনুমোদিত ব্যক্তি, সাধারণতঃ 'আদালতের একজন অফিসার বা কর্মী', যাঁর দায়িত্ব লোকজনকে – ডিফেন্ড্যান্ট বা প্রতিবাদীকে – আইনসঙ্গত দলিলপত্র সরবরাহ করা।

Remand
আটক

একজন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে পাঠানো অথবা জামিনসাপেক্ষে তাকে মুক্তি দেওয়া। সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে যদি আটক রাখার আদেশ দেওয়া হয় তাহলে তার আদালতে উপস্থিত হওয়ার পরবর্তী তারিখ পর্যন্ত তাকে হাজতে পাঠানো হবে।

Specialist Domestic Violence Court (SDVC)
বিশেষজ্ঞ পারিবারিক সহিংসতা আদালত

বর্তমান একটা ম্যাজিস্ট্রেটদের আদালতে অবস্থিত বিশেষ বিভাগ যেখানে বিচারকবর্গ এবং আদালতের কর্মীদের সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ এবং সেই সাথে ভুক্তভোগীদের কার্যকর সহায়তা দেওয়া হয়। 2007 সালের এপ্রিল মাসে ইংল্যান্ড-এ এবং ওয়েলস্-এ এই ধরনের জায়গার সংখ্যা হবে 64।

Special Measures / Facilities
বিশেষ ব্যবস্থাদি / সুযোগ-সুবিধা

ভুক্তভোগীদের সুরক্ষাবিধানের জন্য অতিরিক্ত কিছু ক্ষমতা বা সুযোগ-সুবিধা। এগুলির মধ্যে থাকতে পারে অপেক্ষার আলাদা ঘর, পর্দার আড়াল থেকে বা ভিডিও সংযোগের মাধ্যমে সাক্ষ্য দেওয়া ইত্যাদি, আদালতের ধরনের উপরে নির্ভর করে'। কি কি সুবিধা পাওয়া যেতে পারে সব সময়েই জেনে নেবেন।

Summary offence
আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া বিচারযোগ্য অপরাধ

এমন অপরাধ যার অন্যাবশ্যক আনুষ্ঠানিকতা বা বিলম্ব ছাড়া বিচার হওয়া সম্ভব, অর্থাৎ জুরীবৃন্দের উপস্থিতি ছাড়া কেবল ম্যাজিস্ট্রেদের সামনে। অধিকাংশ তুলনামূলকভাবে ছোটখাটো অপরাধ (যেমন সাধারণ হামলা এবং নেশাগ্রস্ত অবস্থায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি) আনুষ্ঠানিকতা ছাড়া বিচারযোগ্য।

Surety
জামানত

কোন ঋণ বা ফেরতযোগ্য অর্থ পরিশোধ করায় অথবা কোন কাজ সম্পন্ন করায় ব্যর্থতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তা প্রদানের জন্য টাকা জমা রাখা। জামানতের ব্যবস্থা করতে পারে একটা বন্ডিং কোম্পানী যেটা একজন অভিভাবক, একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটার অথবা বিল্ডিং কনট্র্যাক্টরের তরফে "মুচলেকা দিয়ে" থাকে ("posting a bond")। জামানতের অধিকাংশ চুক্তিতেই এই শর্ত থাকে যে জামানত ব্যবহার করার (টাকা ফেরত চাওয়ার) সময়ে একজন লোককে অবশ্যই প্রথমে তার জন্য দায়ী ব্যক্তি বা সংস্থার কাছ থেকে নিজের প্রাপ্য সংগ্রহ করার চেষ্টা করতে হবে।

Third Party Orders
তৃতীয় পক্ষ-সংক্রান্ত আদেশসমূহ

ফ্যামিলী ল অ্যাক্ট 1996'এর অংশ IV, সেক্শন 60 'তৃতীয় পক্ষ-সংক্রান্ত আদেশসমূহের' সঙ্গে সম্পর্কিত। একজন মনোনীত ব্যক্তিকে, অথবা ব্যক্তির বিশেষ কোন শ্রেণীকে, বসবাস-সংক্রান্ত অথবা উত্যক্ত-না করার আদেশ সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের তরফে কাজ করতে সক্ষম করার ক্ষমতা এই সেক্শন লর্ড চ্যান্সেলার-কে প্রদান করছ। তবে, সেক্শন 60 বর্তমানে কার্যকর নয়, এবং অদূর ভবিষ্যতে এটা প্রয়োগ করার কোন পরিকল্পনাও নেই।

Without notice (previously 'ex-parte')
বিজ্ঞপ্তি ছাড়া (সাবেক 'একতরফা')

এক পক্ষের দ্বারা অন্য পক্ষের অনুপস্থিতিতে আদালতের প্রক্রিয়া শুরু করার আবেদন (আবেদনকারীর সুরক্ষাবিধানের জন্য এই আবেদন জরুরী হওয়ার কারণে প্রায়ই তা পেশ করা হয় FLA 1996'এর অধীনে)।

সংযোজন (Annex) D : তথ্যের বিভিন্ন সূত্র এবং আরো পাঠ্যবস্তু

ACPO পুলিশ-ফ্যামিলী ডিস্‌ক্লোজার প্রোটোকল :

- **এক্সপ্ল্যানেটারী মেমোরেন্ডাম প্রোটোকল**, অর্থাৎ ব্যাখ্যাসহ স্মারকলিপি রচনার বিধি (বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও ফর্ম-সহ অন্যান্য পাইলট বা পরীক্ষামূলক পদ্ধতিতে যেমন ব্যবহার করা হয়)
  http://www.dca.gov.uk/family/metpol-exmem.pdf
- **নর্দার্ন সার্কিট্** সংস্করণ (লন্ডন/MPS-এর বাইরের এলাকাগুলির জন্য)
  http://www.dca.gov.uk/family/metpol-northerncircuit.pdf
- **স্ট্যান্ডার্ড রিপ্লাই** বা সাধারণ উত্তরদান এবং **রিকোয়েস্ট ফর্ম** বা অনুরোধ জানানোর ফর্ম - সংযোজন B ও C:
  http://www.dca.gov.uk/family/stdreg-form-annexb.doc
  http://www.dca.gov.uk/family/stdpol-replyform-annexc.doc
- **ইভ্যালুয়েশন রিপোর্ট** বা মূল্যায়ন প্রতিবেদন (অল্প কিছু সংখ্যক শক্ত মলাটে বাঁধানো কপি এখনও HMCS থেকে পাওয়া যাচ্ছে) :
  http://www.dca.gov.uk/family/police-info-family-proceedings.pdf

HMCS ওয়েবসাইট-এ এইসব দলিল পাওয়ার জন্য এখানে ক্লিক্ করুন :
http://www.hmcourts-service.gov.uk/infoabout/family_law/index.htm

'Part IV of the Family Law Act 1996' শিরোনামের অংশে যান, ডান দিকের "Further Information' বাক্সে এখন "Domestic Violence Guide and Information' নামে একটা লিংক দেওয়া আছে – এই লিংক আপনাকে DCA সাইট-এ নিয়ে যাবে।

ব্রোক্‌ন্ রেইনবো (Broken Rainbow) : লেস্‌বিয়ান, গ্যে, বাইসেক্সুয়াল ও ট্র্যান্সজেন্ডার (LGBT), অর্থাৎ নারী ও পুরুষ সমকামী, উভলিঙ্গ এবং লিঙ্গান্তরিত ব্যক্তিদের জন্য সহায়তা। **হেলপ্‌লাইন** 08452 60 44 60
সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 9 - বেলা 1 এবং বেলা 2 - বিকাল 5 পরিচালনায় LGBT কর্মীবৃন্দ।

CAADA – কো-অর্ডিনেটেড অ্যাক্‌শন এগেইনস্ট ডমেস্টিক অ্যাবিউজ

[সাবেক CRARG http://www.crarg.org.uk.htm]
info@caada.org.uk টেলিফোন : 01749 812968
পারিবারিক সহিংসতার কবল থেকে মুক্ত হতে পেরেছে এমন ব্যক্তিদের জন্য এবং বিশেষ করে' অত্যন্ত ঝুঁকিসম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য, উপদেশদান প্রকল্পগুলিকে, তাদের বহু-সংস্থাভিত্তিক সহযোগীদের বিভিন্ন সেবা সরাসরি সরবরাহের মাধ্যমে এবং একই সাথে অর্থসংস্থানকারীদের, নীতি-সংক্রান্ত পরামর্শদাতাদের ও সরকারের সঙ্গে মিলে কাজ করার মাধ্যমে, অব্যাহত, পেশাদারী ও কার্যকর সহায়তাদানের পরিবেশ সৃষ্টির লক্ষ্যে কর্মরত।

কর্মস্থলে পারিবারিক সহিংসতার মোকাবেলা করার জন্য ক্যাবিনেট অফিস বা মন্ত্রী পরিষদের নির্দেশিকা :
http://www.civilservice.gov.uk/management/domestic_violence/publications/doc/empl_leaf_21oct04.doc
http://www.civilservice.gov.uk/management/domestic_violence/publications/doc/domestic-violence_lm_leaf.doc

কমিউনিটী লীগ্যাল সার্ভিস্ ডাইরেক্ট ওয়েবসাইট : www.clsdirect.org.uk. এই ওয়েবসাইট-এ একটা যোগ্যতা নির্ধারণের মাপকাঠি আছে এবং এখানে নানা ধরনের প্রচারপত্র, যেমন "ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, অ্যাবিউজ অ্যান্ড হ্যারাস্‌মেন্ট" ("পারিবারিক সহিংসতা, নির্যাতন ও হয়রানি") নামে একটা, সেই সাথে বিবাহবিচ্ছেদ ও বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার মতো আরো কিছু প্রাসঙ্গিক বিষয়েও প্রচারপত্র পাওয়া যায়।

কর্পোরেইট অ্যালায়্যান্স এগেইনস্ট ডমেস্টিক ভায়োলেন্স : কর্মস্থলে পারিবারিক সহিংসতার প্রভাবের মোকাবেলা করার উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে কর্মরত কয়েকটা প্রগতিশীল প্রতিষ্ঠান এবং সংগঠন।
http://www.corporateallianceuk.com/home.asp

কোর্ট ফীজ্ : ডু ইউ হ্যাভ টু পে দেম? (আদালতের বিভিন্ন খরচ : আপনাকে কি এগুলি দিতে হয়?) – কোর্ট সার্ভিস্ প্রচারপত্র EX160A. EX 160 - খরচ দেওয়া থেকে অব্যাহতি কিংবা ছাড় পাওয়ার জন্য আবেদনপত্র।
(দ্রষ্টব্য) http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/GetLeaflet.do?court_leaflets_id=172
(আবেদন) http://www.hmcourts-service.gov.uk/HMCSCourtFinder/GetForm.do?court_forms_id=168

ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ ওয়েবসাইট www.cps.gov.uk

- ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিস্ (ফেব্রুয়ারী 2005) *Policy for Prosecuting Cases of Domestic Violence* পুস্তিকা, http://www.cps.gov.uk/publications/docs/DomesticViolencePolicy.pdf
- *How Prosecution Decisions are Reached* http://www.cps.gov.uk/publications/docs/DomesticViolenceLeaflet.pdf

ডীলিং উইথ কেইসেস্ অভ্ ফোর্সড্ ম্যারেজ – গাইড্যান্স ফর এডুকেশন প্রোফেশনালস্ (জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়ার ঘটনার মোকাবেলা করা – শিক্ষাবিষয়ক পেশাজীবিদের জন্য নির্দেশিকা)
http://www.fco.gov.uk/Files/kfiles/Dealing%20with%20cases%20of%20Forced%20Marriages.pdf

ডীলিং উইথ কেইসেস্ অভ্ ফোর্সড্ ম্যারেজ – গাইড্যান্স ফর পুলিশ (জোরপূর্বক বিবাহ দেওয়ার ঘটনার মোকাবেলা করা – পুলিশের জন্য নির্দেশিকা)
http://www.fco.gov.uk/Files/kfiles/InteractiveForcedMarraige091106.pdf

ডিপার্টমেন্ট অভ্ কনস্টিটিউশন্যাল অ্যাফেয়ারস্ ওয়েবসাইট : www.dca.org.uk

ডিপার্টমেন্ট অভ্ হেলথ্, রেস্পন্ডিং টু ডমেস্টিক ভায়োলেন্স - এ হ্যান্ডবুক্ ফল হেলথ্ প্রোফেশনালস্, 2005:
http://www.dh.gov.uk/gov.uk/asstRoot/04/12/66/19/04126619.pdf

ডমেস্টিক ভায়োলেন্স ***ল অ্যান্ড প্র্যাক্টিস্,*** (পঞ্চম সংস্করণ 2006) [ডিস্ট্রিক্ট জাজ্] রজার বার্ড [ISBN: 0 85308 974 4]

DYN – পুরুষদের জন্য ওয়েলস্ ডমেস্টিক অ্যাবিউজ হেলপ্লাইন www.dynproject.org/
029 2048 9500 – কেবল কার্ডিফ্ / 0808 801 0321 – কার্ডিফ্-এর বাইরে
যে পুরুষদের পরিবারিক সহিংসতার অভিজ্ঞতা হয়েছে, DYN প্রজেক্ট তাদের জন্য গোপনীয় নিরাপত্তার পরিকল্পনা এবং উপদেশদান সেবা সরবরাহ করে। এই প্রকল্প কার্ডিফ্-এ এবং ওয়েলস্-এর অন্যান্য অঞ্চলেও সমকামী, উভলিঙ্গ, লিঙ্গান্তরিত ও মিশ্র যৌন প্রবণতাসম্পন্ন পুরুষদের নিয়ে কাজ করে এবং নির্যাতনকারী সম্পর্কে লিপ্ত পুরুষদের সহায়তাদানের উদ্দেশ্যে নানা ধরনের সেবা ও উপকরণ সরবরাহ করে। এগুলির মধ্যে আছে তথ্য, পরামর্শ এবং বিভিন্ন সহায়তাদানকারী সেবালাভের সুযোগ।

ফোর্সড্ ম্যারেজ ইউনিট
যোগাযোগ 0207 008 0151 www.fco.gov.uk
নিজেদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোরপূর্বক বিদেশ বিবাহের ঝুঁকি রয়েছে এমন লোকজনের জন্য ফোর্সড্ ম্যারেজ ইউনিট গোপনীয় পরামর্শ এবং সহায়তা লাভ করার একটা কেন্দ্র।

HM কোর্টস্ সার্ভিস্ ওয়েবসাইট – **www.hmcourts-service.gov.uk**

হোম অফিস ওয়েবসাইট www.homeoffice.gov.uk
প্রচারপত্র : *ইউ ডো'ন্ট হ্যাভ টু লিভ ইন ফীয়ার ...* http://www.crimereduction.gov.uk/sp21.pdf

IMKAAN http://www.imkaan.org.uk/pub/index.php?id=8
ঘোষিত উদ্দেশ্য : পারিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগী এশিয়ান নারী ও শিশুদের সহায়তাদানকারী আশ্রয়াবাসগুলিকে কর্মকৌশলগত উপদেশ এবং সুনির্দিষ্ট সাংগঠনিক সহায়তাদান করা।

ইমিগ্রেশন অ্যাডভাইস সার্ভিস্ (অভিবাসন-সংক্রান্ত পরামর্শদান সেবা) – 020 7357 6917 www.iasuk.org

ল সোসাইটী'র ***ফ্যামিলী ল প্রোটোকল*** দ্বিতীয় সংস্করণ
http://www.lawsociety.org.uk/search/view=query.law#

লীগ্যাল সার্ভিসেস্ কমিশন ওয়েবসাইট www.legalservices.gov.uk
- যোগ্যতামান নির্ধারক http://www.legalservices.gov.uk/civil/wahtis_calculator.asp
- ফান্ডিং কোড www.legalservices.gov.uk/civil/guidance/funding_code.asp

মেন'স্ অ্যাডভাইস লাইন : www.mensadviceline.org.uk হেলপ্লাইন 0808 801 0327

ন্যাশনাল ডেলিভারী প্ল্যান এবং রিপোর্ট
http://www.crimereduction.gov.uk/domesticviolence/domesticviolence51.pdf

ন্যাশনাল ডমেস্টিক ভায়োলেন্স হেলপ্লাইন 0808 2000 247
এ'ছাড়াও **WAFE, Refuge** ওয়েবসাইট দেখুন

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড রিজিওন্যাল ফোরাম অন ডমেস্টিক ভায়োলেন্স, এন্ডিং দ্য পেইন অ্যান্ড হীলিং দ্য হার্ট – *এ প্র্যাক্টিক্যাল গাইড ফর ফেইথ কমিউনিটিজ্ রেস্পন্ডিং টু ডমেস্টিক ভায়োলেন্স*, অক্টোবার 1999 [নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড উইমেন'স্ এইড]

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড স্ট্র্যাটেজী [ফেব্রুয়ারী 2006] www.nio.gov.uk
ট্যাক্লিং ভায়োলেন্স অ্যাট্ হোম

নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড উইমেন'স্ এইড / হেলপ্লাইন 0800 917 1414 www.niwaf.org

রীফিউজ www.refuge.gov.uk

রীফিউজী কাউন্সিল 020 7346 6777 www.refugeecouncil.org.uk

রেজোলিউশন **- পারিবারিক আইনের ক্ষেত্রে প্রথম** www.resolution.org.uk
সাবেক **সলিসিটারস্' ফ্যামিলী ল অ্যাসোসিয়েশন** সরাসরি লাইন : 01689 899 585

রেস্পেক্ট
0845 122 8609 www.respect.uk.net
'রেস্পেক্ট' যুক্তরাজ্যে পারিবারিক সহিংসতার জন্য দায়ী ব্যক্তিদের জন্য কর্মসূচি এবং সংশ্লিষ্ট সহায়তাদান সেবাগুলির সদস্যতা সমিতি। প্রধান লক্ষ্য হলো দায়ী ব্যক্তিদের সঙ্গে কার্যকর আদানপ্রদান প্রসারের মাধ্যমে পরিবারিক সহিংসতার ভুক্তভোগীদের নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা।

রাইটস্ অভ্ উইমেন **http://www.rightsofwomen.org.uk/**
স্থগিতাদেশ তথ্যপুস্তিকা অর্ডার ফর্ম http://www.rightsofwomen.org.uk/pdfs/dv_2nd_ed.pdf
- মহিলাদের দ্বারা মহিলাদের জন্য বিনা মূল্যে আইনগত পরামর্শদান লাইন : 020 7251 6577
  খোলা মঙ্গল, বুধ ও বৃহস্পতিবার বেলা 2 - 4 / সন্ধ্যা 7 - 9; শুক্রবার দুপুর 12 - বেলা 2
- মহিলাদের দ্বারা মহিলাদের জন্য বিনা মূল্যে যৌন সহিংসতা-সংক্রান্ত আইনগত পরামর্শদান লাইন : 020 7251 8887
  খোলা সোমবার বেলা 11- 1 এবং মঙ্গলবার সকাল 10 - দুপুর 12

সাউথহল ব্ল্যাক্ সিস্টারস্ **www.southallblacksisters.org.uk/**
টেলিফোন : 020 8571 9595 southallblacksisters@btconnect.com

ভিক্টিম সাপোর্ট ওয়েবসাইট www.victimsupport.org.uk

ভিক্টিম সাপোর্ট উইট্‌নেস্ সার্ভিস্ প্রচারপত্র, *গোয়িং টু কোর্ট*
http://www.victimsupport.org.uk/vs_england_wales/coping_with_crime/criminal_justice_system/going_to_court_leaflet.pdf

ওয়েলশ্ উইমেন'স্ এইড / ডমেস্টিক অ্যাবিউজ হেলপ্‌লাইন :
হেলপ্‌লাইন : 808 8010 800 **www.welshwomensaid.org**

ওয়েলশ্ উইমেন'স্ এইড হলো ওয়েলস্-এ পারিবারিক সহিংসতা ও নির্যাতনের ভুক্তভোগী অসহায় মহিলা ও শিশুদের সুনির্দিষ্ট সাহায্যদানের লক্ষ্যে সংগঠিত বিভিন্ন সেবার শীর্ষস্থানীয় সরবরাহকারী। ওয়েলশ্ উইমেন'স্ এইড একটা জাতীয় স্তরের পৃষ্ঠপোষক সংগঠন যার সদস্য হলো ওয়েলস্-এর সর্বত্র অবস্থিত 35 স্থানীয় উইমেন'স্ এইড গ্রুপ।

উইমেন'স্ এইড www.womensaid.org.uk

এই ওয়েবসাইট-এ হেলপ্‌লাইন, আশ্রয়াবাস এবং প্রচারপত্র চাওয়ার জন্য যোগাযোগের সূত্রগুলি সম্পর্কে তথ্য দেওয়া আছে।

অল্প বয়সী লোকজন এবং জোরপূর্বক বিবাহের সম্মুখীন অসহায় প্রাপ্তবয়স্করা। সোশ্যাল ওয়ার্কারদের কাজকর্মের চর্চার জন্য নির্দেশিকা :
http://www.fco.gov.uk/Files/kfile/Forced%20Marriage%20Guidelines%20for%social%20workers.pdf